মন্দাকিনী

শ্রীসুবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
প্রণীত

মূল্য দেড় টাকা

প্রকাশক—

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দত্ত,

১৩।১ নং রামচাঁদ নন্দির লেন,

কলিকাতা।

১৩৩০

প্রিণ্টার—

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,

কামিনী প্রেস,

৩।১ নং রামচাঁদ নন্দির লেন,

কলিকাতা।

উৎসর্গ পত্র

মা !

মন্দাকিনীর পূতধারার ন্যায় তোমার পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে "মন্দাকিনী" উৎসর্গ করিলাম, "মন্দাকিনী" যেন তোমার দিব্য-দৃষ্টি-লাভে বঞ্চিত না হয়। ইতি—

তোমার হতভাগ্য সন্তান—

"সুবোধ"

মন্দাকিনী

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আহারাদি সমাপন পূর্ব্বক দুই বৎসরের বালকটীকে ক্রোড়ে লইয়া মন্দাকিনী আপন কক্ষমধ্যে উপবেশন করিয়াছেন, এমন সময়ে ঝি আসিয়া ডাকিল,—"ও মা—মা—কে এসেছে, দেখে যাও"—

"কে রে নিস্তার ?"

"আমি গো আমি—চিনতে পারবে কি ?" বলিতে বলিতে একটী অনিন্দ্যসুন্দরী যুবতী আসিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। নবাগতা যুবতীকে দেখিবামাত্র মন্দাকিনী বালকটীকে শয্যায় শয়ন করাইয়া দ্রুতবেগে তাঁহার হস্তধারণ পূর্ব্বক কহিলেন—"ও মা! সই—সই! আজ কার মুখ দেখে উঠেছি—তাই ভাই তোমার সঙ্গে দেখা হ'লো।"

কথা শেষ হইতে না হইতেই রসিকা একটু রহস্যপূর্ণ স্বরে কহিলেন—"যার মুখ দেখে রোজ ওঠো—আজও তার মুখ দেখেই উঠেছ, নয় কি ?"

"আ কপাল! এখনও তোমার সে স্বভাবটা যায় নি—চিরকালটাই এক রকম থাকবে না কি ?"

"আর দিদি স্বভাব কি যায় ? ঐ যে—কথায় বলে—'স্বভাব যায় না ম'লে, ইল্লোৎ যায় না ধু'লে' আমি ম'লেও আমার সে স্বভাব যাবে না দিদি।—

"আমি মনে করেছিলুম—সুহাসিনী আমাদের এতদিনে খুব গিন্নী-বান্নী হ'য়ে উঠেছে। বোস্ না ভাই বোস্—মেম সাহেব সেজে—ঐ চেয়ারটায়ই বোস্।"

"ও মা! ঐ কি বড়মানুষের বৌ'এর বস্‌বার চেয়ার! কোমল অঙ্গে ব্যথা পাবে যে ভাই! তারপর আবার ডাক্তার বাবুর আয়ডা ফরমের কি বিশ্রী গন্ধ লেগে আছে, ও কি বড় মানুষের বৌ'এর বস্‌বার মতন জায়গা! আমি এই বস্‌লেম্" বলিয়া যুবতী বালকটীর শয্যাপ্রান্তেই উপবেশন করিলেন। মন্দাকিনী একটু মৃদু হাসি হাসিয়া বলিলেন—"ওটাও যে তাই ভাই।"

"ও মা, তাই তো বটে—তাই তো" বলিতে বলিতে যুবতী একেবারে ঘরের মেজেতে উপবেশন করিলেন এবং বালকটীকে শয্যা হইতে আপন ক্রোড়ে টানিয়া লইয়া বারংবার তাহার মুখচুম্বন পূর্ব্বক কত কি আদর করিতে লাগিলেন।

মন্দাকিনী ও সুহাসিনী উভয়ের বাল্যকাল হইতেই খুব ভালবাসা। উভয়েই সুন্দরী—উভয়েই যুবতী। যৌবন সমাগমে উভয়েরই সৌন্দর্য্য যেন আরও ফুটিয়া বাহির হইতেছে। তবে মন্দাকিনী সুহাসিনী অপেক্ষা কিছু কৃশ ও দুর্ব্বল। সুহাসিনীর এখনও কোন সন্তানাদি হয় নাই। মন্দাকিনী সুহাসিনী অপেক্ষা এক বৎসরের বড়; কিন্তু উভয়কে একত্র দেখিলে মন্দাকিনীকেই একটুকু ছোট বলিয়া বোধ হয়। সুহাসিনীর বয়স সতের বৎসর। কিন্তু তাহাকে দেখিলে তাহার বয়স তের কি চৌদ্দ বৎসরের অধিক বলিয়া অনুমান করা যায় না। সুতরাং আমরা বলিতে বাধ্য যে, উভয়ের মধ্যে সুহাসিনীই অধিকতর সুন্দরী। বিশেষতঃ সুহাসিনী জনৈক ধনশালী গৃহস্থের পত্নী। নানাপ্রকার অলঙ্কার সন্নিবেশে রূপবতীর রূপের উজ্জ্বলতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। মন্দাকিনীর কিন্তু বেশভূষণ পারিপাট্য

কোনদিনই ছিল না—এখনও নাই। অলঙ্কারের মধ্যে সামান্ত স্বর্ণবলয় মাত্র, সম্প্রতি তাহাও তিনি তুলিয়া রাখিয়াছেন। মন্দাকিনী মিষ্টভাষিণী, শান্ত-সুশীলা; সুহাসিনী চঞ্চলা ও কিঞ্চিৎ মুখরা। এতদ্‌ব্যতীত উভয়ের মধ্যে আরও কতকগুলি পার্থক্য আছে, আমরা তাহা যথাস্থানে বিবৃত করিব।

এইবার আমরা মন্দাকিনী ও সুহাসিনীকে আবশ্যকমত মন্দা ও সুহাস নামে আখ্যাত করিব। পাঠক পাঠিকাগণ এজন্য আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

বহুক্ষণ কথোপকথনের পর উভয়ের মধ্যে বহুকাল অদর্শন জনিত যেটুকু অন্যভাব আসিয়াছিল, তাহা ক্রমশঃ দূর হইল। তখন উভয়ে উভয়কে বাল্যকালের ন্যায় 'তুমি'র পরিবর্ত্তে 'তুই' সম্বোধন করিতে লাগিলেন।

সুহাসিনীর ক্রোড়ে খেলা করিতে করিতে বালকটী নিদ্রিত হইয়াছিল। নিদ্রিত শিশুর পাতলা পাতলা চুলগুলিতে অঙ্গুলি সঞ্চালন পূর্ব্বক সুহাসিনী তাহার নিদ্রার গাঢ়তা সম্পাদন করিতেছিলেন। দুরন্ত পুত্রকে নিদ্রিত দেখিয়া মন্দাকিনী ঈষৎ হাস্ত সহকারে কহিলেন—"সই! খোকাকে দাও—শুইয়ে দি"—।

সুহাস একটু ব্যঙ্গভাবে কহিল—"কেন গা! ছেলে কি দাঁড়িয়ে আছে? তোর জ্বালায় যে গেলুম"—

মন্দা একটু অপ্রস্তুত হইল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই বলিল—"তোর সব কথাতেই খুঁৎ ধরা একটা কেমন রোগ! খোকাকে শুইয়ে দিলে বেশ হাত পা ছড়িয়ে বসতে পারবি, তাই বলছিলেম"।

"তবে দে ভাই—খোকাকে বিছানায় শুইয়ে দে।"

মন্দা তখন বালকটীকে লইয়া শয্যায় শোয়াইয়া দিলেন। পরে

পানের ডিবাটী আনিয়া সুহাসের হস্তে অর্পণ পূর্ব্বক বলিলেন—"নে, পান খা"।

"ও পান ভাল নয়, তোর কর্ত্তার পান দে"।

"তুইও যেমন! তিনি কি পান খান? ডাক্তার মানুষ—

কথা শেষ হ'তে না হ'তেই সুহাস বলিল—"ওঃ! তোর আমার সমান দশা ভাই! আমার তাঁর ঘরের পান মুখে রোচে না—বাবু লোক কি না?"

"বাবু লোক তোকে ছুটী দিলে যে—এখনও সেই রকম তো"—বলিয়া মন্দাকিনী সুহাসের মুখের প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিলেন।

মন্দার কথায় সুহাসিনী হাসিলেন না—একটু গম্ভীরভাবে কহিলেন—"আর সে দিন নেই সই—সে দিন নেই। তুই বুঝি সেই মামুলি কথাগুলি মনে এঁটে রেখে দিয়েছিস্?—সে সব প্রথম প্রথম হ'য়েছিল। এখন আর সে অনুরাগ নেই,—সে সোহাগের কথায়—সে ভালবাসার কথায় কাণ ঝালাপালা করাও নেই। সব গিয়েছে সই—সব গিয়েছে। এমন কি, এখন বাড়ীতে থেকেও দিনান্তে একটিবার দেখা পাওয়ার যোটি পর্য্যন্ত নেই" বলিতে বলিতে সুহাসিনী একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন; তাহার সেই বিস্তৃত নয়নপ্রান্তে বিন্দু বিন্দু অশ্রু দেখা দিল, আরও কিছু বলিবার থাকিলেও তিনি বলিতে পারিলেন না, চুপ করিয়া রহিলেন; ভিতরের ভাবটা গোপন করাই যেন তাঁহার একান্ত অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হইল।

সুহাসের, অবস্থা দর্শনে মন্দার কোমল প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিল বটে, কিন্তু সইএর শেষ কথাগুলি শুনিবার জন্য তাঁহার অন্তরে একটা প্রবল ইচ্ছাও জন্মিয়াছিল—তিনি সুহাসের পার্শ্বে গিয়া উপবেশন করিলেন এবং বাষ্পগদ্‌গদ কণ্ঠে কহিলেন—"সই! তোর মনে কষ্ট

হবে জান্‌তে পারলে এমন কথা আমি মুখেও আনতুম না। চুপ্‌ কর্‌ ভাই।"

"না সই! তার জন্য আমার মনে বিন্দুমাত্র দুঃখ হয় নি? তুই না জিজ্ঞাসা কর্‌লেও আমি নিজেই তোকে সমস্ত খুলে বল্‌তুম। আমার দুঃখের কথা—মনের কথা বল্‌বো ব'লেই তো তোর কাছে এসেছি। তোর কাছে বল্‌বো না তো—এ সব কথা আর কার কাছে বল্‌বো! কে আমায় পরামর্শ দেবে ভাই! তোর কথা শোন্‌বার জন্যই ত ছুটে এসেছি" বলিয়া সুহাসিনী মন্দার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। মন্দাকিনী তাহার মনোভাব বুঝিতে পারিলেন,—বলিলেন—"এখন এদিকে কেউ আস্‌বে না, আমি বারণ ক'রে দিয়ে আস্‌চি" এই বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া তিনি গৃহের বাহিরে চলিয়া গেলেন। সুহাসিনী ধীরে ধীরে একটা নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া নির্নিমেষ নয়নে নিদ্রিত শিশুর মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিলেন। ক্ষণেক পরে আপন মনে বলিতে লাগিলেন—"আহা! সইএর মত আমার যদি এমনি একটা ছেলে হ'তো, তা হ'লে জগতের সকল দুঃখ—সকল যন্ত্রণা বুক পেতে সহ্য করতে পারতুম্‌" বলিতে বলিতে তাহার চক্ষু দুইটী পুনরায় অশ্রুপূর্ণ হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মন্দাকিনী অতি অল্পকাল মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া দরোজা বন্ধ করিয়া দিলেন এবং সুহাসের পার্শ্বে উপবেশন পূর্ব্বক কহিলেন—"এ দিকে আর কেউ আস্‌বে না।"

সুহাস। তা এলোই বা, আমি তো এমন কিছু বল্‌বো না—।

মন্দা। তা না ব'ল্লেও তুমি হয় তো এমন কিছু আমায় বল্‌বে—যা তোমার দুঃখের কথা—তোমাদের উভয়ের গোপনীয় কথা,—তা ঝি চাকরদের কাণে না যাওয়াই ভাল—সেটা গোপন থাকাই ভাল। পরে একটু নিম্নস্বরে কহিলেন—"সই—আমি জান্‌তেম্, উপেন বাবু তোকে খুব ভাল বাসেন"—

সুহাস। সে আগেকার কথা। প্রথম প্রথম তিনি খুব ভালবাসা দেখাতেন, আমিও মনে করতুম্—তিনি আমায় খুব ভালবাসেন। এখন আর সে সব কিছুই নাইকো ভাই—কিছুই নাই। পুরুষগুলো যে এমনি নিষ্ঠুর হ'তে পারে, তা আমার ধারণাই ছিল না।

মন্দা। সকল পুরুষ এক রকম নয়। সে তোর ভুল ধারণা ভাই—

সুহাস। না সই! আমার ধারণাই ঠিক। আমার কথাই বলি—প্রথম প্রথম যখন আমার বিয়ে হ'ল, স্বামীর এক একটী কথা শুনে মনে হ'তো—আমার ন্যায় ভাগ্যবতী আর কে আছে? তার পর কিছুদিন পরে আমার শ্বশুর ঠাকুর মারা গেলেন,—সঙ্গে সঙ্গে আমারও ভাগ্যলক্ষ্মী ক্রমে অন্তর্হিত হ'তে আরম্ভ হ'লো। জলের দাগ যেমন একটু একটু করে অল্পকাল মধ্যেই শুকিয়ে যায়, শ্বশুর ঠাকুর মারা যাওয়ার পর হ'তে



"তাই বুঝি রাগাঁরাগি ক'রে ব'সে আছিস?" (৭ পৃষ্ঠা)

আমার স্বামীর ভালবাসাও তেমনি ক্রমে শুকিয়ে যেতে লাগ্‌লো। বাপ মারা যাবার পরেই তিনি একজন মস্ত বড় বাবু হ'য়ে দাঁড়ালেন। পঙ্গপালের মত কতকগুলো বকাটে ছেলে মোসাহেব সেজে এসে তাঁর ইয়ার হ'ল। তারপর লোকের যা হয়, তা-ই হ'তে লাগলো,—আজ বাইনাচ—কাল খেমটা নাচ—পরশু বাগানে যাওয়া—এই হ'তে লাগলো—একটা মাগী কোথা হ'তে উড়ে এসে জুড়ে ব'সলো! শুধু বসা নয় সই—মাগীটা তাঁর ঘাড় চেপে ব'সে জোঁকের মতন রক্ত শুষতে আরম্ভ করলো। এ সব কি সহ্য হয়?"

মন্দা। তাই বুঝি রাগারাগি ক'রে ব'সে আছিস্?

সুহাস। রাগ করবো না! বাড়ীতে ব'সে আমারই চোখের সামনে একটা মাগীকে নিয়ে দিন নেই—রাত নেই—দক্ষযজ্ঞ করবেন, আর আমি কি না চুপ করে ব'সে ব'সে এই সব দেখ্‌বো? রক্ত মাংসের শরীর তো! এ কি সহ্য করা যায়?—তা যে পারে সে পারে, আমি তো পারি না।

মন্দা। বড় ভুল করেছিস্ ভাই—সে সময় রাশ আল্‌গা দিয়ে বড় ভুল করেছিস্। একটু ধৈর্য্য ধ'রে রাগ অভিমান না দেখিয়ে—মিষ্টি ভাবে আস্তে আস্তে দুটো কথা যদি বুঝিয়ে বল্‌তিস্, তা হ'লে বোধ হয় এতদূর গড়াত না। তখনও তাঁর লজ্জা ভয় ছিল—তখনও তিনি বোঝালে বুঝতেন, হয় তো এ পাপ পথ হ'তে ফিরতেও পারতেন। রাগ ক'রে ভাই ভাল করিস্ নি, নিজের পায়ে নিজেই কুঠারাঘাত করেছিস্। এখন আর তাঁর বিন্দুমাত্রও লজ্জা ভয় নেই ব'লেই বোধ হয়।

সুহা। আমি ভাই বোঝাতে কসুর করি নি। কিন্তু সই কাকে বোঝাব? তিনি কি আর তিনি আছেন? কাজেই রাগ ক'রে দু'দশ কথা শুনিয়ে দিয়েছি। সেই অবধি আর ভুল ক্রমেও তিনি অন্দর মহল মাড়ান না। আমিও ভাই তাঁকে আর কোন কথা বলি না। কিন্তু সকল খবরই পাই। সই! সে সব শুনে সময় সময় আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা হয়।

মন্দা। না সই! আমার মনে হ'চ্ছে—দোষ তোরই। তুই কেন ভাই এ সব কথা নিয়ে তাঁর সঙ্গে ঝগড়া কর্‌লি?

সুহা। ঝগড়া করবো নাতো কি তাঁকে রসগোল্লা খেতে দেব? সেই হতভাগা মাগীটাকে একদিন ঝেঁটিয়ে বে'র ক'রে দেব—তবে তো আমার মনের কালি যাবে—আর যে সই সহ্য হয় না।

মন্দা। না না,—খবরদার! এমন সর্ব্বনেশে কাজ করিস্‌ নে বোন্‌! তা হ'লে যে আরও অনর্থ ঘটবে—এমন কি খুনখারাপিও হ'তে পারে। তাকে বল্‌বার তো তোর কোনই অধিকার নেই।

সুহা। আমার অধিকার নেই!—কেন?

মন্দা। কেন, তা বল্‌ছি,—শোন্‌। সে তো আর আপনা হ'তে আসে নি,—তোর স্বামীই তার রূপে মুগ্ধ হ'য়েই তো এ সব ঘটাচ্ছেন। কিন্তু ভাই রূপের মোহ—ক'দিন থাক্‌বে। আজ হউক—দুদিন পরে হউক, মোহ কেটে যাবেই যাবে। তখন আবার তোর স্বামী তোরই হবে—ফলে সেই অভাগিনী মাগীটাই অকূলে ভেসে যাবে।

সুহা। এ যে সৃষ্টিছাড়া কথা সই,—আমি তাকে কেন বল্‌বো না! আচ্ছা ভাই, মনে কর—এই আমি যদি একজন পরপুরুষের সঙ্গে এম্‌নি ঢলাঢলিটা করি, তা হ'লে তিনি কি ভাল মানুষটির মতন চুপ্‌টি ক'রে ব'সে ব'সে দেখ্‌তে পারেন?

মন্দা। তা কি পারেন!—দুটো খুন হ'য়ে যায়—একটা ফাঁসি হয়। তা তুই অমন অনাসৃষ্টি কথা বলিস্‌ কেন সই! পুরুষ মানুষ তাঁরা—সব করতে পারেন, আমরা স্ত্রীলোক—আমরা কি তা পারি?

সুহা। কেন পারি না, আমাদের কি রক্ত মাংসের শরীর নয়! "দেবতার বেলায় লীলাখেলা আর পাপ লিখেছে মানুষের বেলা!" ওঁদের বেলায় পাপ নেই,—আমাদের বেলাতেই পাপ।

সুহাসের কথা শুনিয়া মন্দা শিহরিয়া উঠিল। একটু ভাবিয়া লইল—পরক্ষণেই বলিল—"ছিঃ ছিঃ! তুই কি বল্‌ছিস্ সই! তোর মাথা খারাপ হ'য়েছে। এ সব কথা মুখে আনা তো দূরের কথা—মনে করাও যে পাপ! এ সব পাপ কথা মনে আন্‌বি কেন। পুরুষে ৫।৭টা বিয়ে কর্‌তে পারে, আমরা কি তা পারি? তা হ'লে ধর্ম্ম ব'লে যে একটা জিনিষ আছে, তা আর এ পৃথিবীতে থাকে না—পৃথিবী রসাতলে যায়। কায়মনে দেবতাকে ডাক্,—তাঁরই চরণে প্রার্থনা কর,—তিনিই তোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন। আমরা হিন্দুর ঘরের মেয়ে—স্বামীই আমাদের দেবতা। তিনি সুন্দর হউন—কুৎসিত হউন, বিদ্বান্ হউন—মূর্খ হউন, যুবা হউন—বৃদ্ধ হউন, ধনী হউন—দরিদ্র হউন,—স্বামীই স্ত্রীর একমাত্র আরাধ্য প্রত্যক্ষ দেবতা। তিনি আমায় ভাল বাসুন বা না বাসুন—আমি আমার নিজের কর্ত্তব্য ভুল্‌ব কেন! সামান্য প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হ'য়ে নিজের অমূল্য ধন সতীত্ব রত্নে জলাঞ্জলি দেব—ইহকাল পরকাল নষ্ট ক'রে সমাজে—সংসারে ঘৃণিত বেশ্যা ব'লে পরিচিত হবো! পুরুষে সহস্র রমণীর প্রণয়ভাজন হ'লেও আমাদের হিন্দুসমাজ তাঁকে ত্যাগ করে না। কিন্তু অবলা নারীজাতির সে যো নেই, তারা স্বামী ব্যতীত অপরের প্রণয়ে অভিলাষও করবে না। নারী যদি স্বামী ব্যতীত অপরের প্রণয়ভাজন হয় বা হ'তে ইচ্ছা করে, তাহ'লে লোকে তাকে ব্যভিচারিণী বেশ্যা ব'লে বড়ই ঘৃণা করে, এমন কি ঘৃণায় তাহার নাম পর্য্যন্ত মুখে আনে না। তারপর যত দিন রূপ আছে—যৌবন আছে, তত দিনই একটু আদর যত্ন—সামান্য সুখভোগের আশা। কিন্তু সই! সংসারে কিছুই স্থির নয়, সমস্তই বদ্‌লাবে, এক দিন না এক দিন সব যাবে। রূপ যাবে—যৌবন যাবে—সবই যাবে। রূপযৌবন গেল তো সব গেল তখন দেখ্‌বে, যাঁর জন্য এ কুল ও কুল দুকুল গেল—ইহকাল পরকাল নষ্ট হলো, তিনি—তিনিই হয় তো তাকে অসহায় অবস্থায়

ফেলে অনেকটা দূরে স'রে পড়্বেন, ভুলেও তাকে মনে কর্বেন না। যখন সব যাবে—ইহকাল পরকাল—রূপ—যৌবন সবই যাবে, তখন আর তার দুঃখ কষ্টের সীমা পরিসীমা থাক্বে না। পুরুষের কি তা হয়? কাজেই তাঁদের সকলই সাজে। আমাদের একটাকে আশ্রয় ক'রে থাক্তে হয়।

মন্দা চুপ করিল। তাহার কথাগুলি শুনিয়া সুহাসও নীরবে কি ভাবিয়া লইল—পরে বিষণ্ণভাবে বলিল—"সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণার হাত এড়ান বায় হ'লে। মরণই আমার একমাত্র উপায়—মরণই ভাল! হ'লে তিনিও নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন"।

মন্দাকিনী অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন, তাঁহার আর চিন্তার অবধি রহিল না। তিনি সান্ত্বনাপূর্ণ বাক্যে বলিলেন—"সই! শাস্ত্রে বলে, আর লোক মুখেও শুনি—'আত্মহত্যা মহাপাপ'। তা কি করতে আছে! তার চেয়ে আমি একটা কথা বলি শোন্। কখনও স্বামীর কার্য্যে প্রতিবাদ করিস্ নে,—বাধা দিস্ নে; তিনি যা ক'চ্ছেন---করুন। তুই পূর্ব্বে যেমন তাঁর সঙ্গে হেসে কথা কইতিস্, তেমনি কথা কইবি, এ প্রসঙ্গও তাঁর কাছে তুল্বি না। দেখ্বি, এতে তাঁর মনে একটু একটু লজ্জা হবেই হবে। তখন তাঁকে সৎপথে আনতে আর কিছু কষ্ট হবে না। আমার ইনিও যে আজ কাল রাত্রে 'নাইট ডিউটী' ব'লে বেরিয়ে যান; আমি মনে মনে বেশ বুঝতে পাচ্চি—এ কেমন 'ডিউটী'। আর তিনিও আমায় দেখে লজ্জিত হন। আমি ভাই বেশ বুঝতে পাচ্ছি—আমারও কপাল পুড়েছে।"

সুহা। বলিস্ কি সই! রাত্রে বাড়ী আসেন না? বুড়ো বয়সে তিনিও আবার আরম্ভ কল্লেন?

মন্দা। বুড়ো বলিস্ কেন ভাই! এতো কি বয়স হয়েছে?

সুহাসের ওষ্ঠপ্রান্তে হাসির রেখা দেখা দিল, সে আর না হাসিয়া থাকিতে পারিল না—হাসিয়া ফেলিল। বলিল—'বড় জোর—চল্লিশ! কেমন সই' ?

মন্দা একটু শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল—"তা হবে। আর আমিই বা কোন্ কচী খুকী!"

সুহা। তা কি আমি বল্‌তে পারি! তুই পাকা গিন্নী বটে। তা রমণীবাবুকে কিছু ধর্ম্মোপদেশ দিচ্ছিস্ না কেন সই! এইবার দিয়ে নে, নইলে শেষে আমার দশা হবে। এই সময় চেষ্টা কর, বুড়ো বয়সে—না না ভাই, রাগ করিস্ নে—এ বয়সে এ কি ঝোঁক।

মন্দা। এখন উপদেশে কোন ফল হবে না, সে আশা কল্পনা মাত্র। এখন জান্‌তেই দেব না যে আমি এ সব জানতে পেরেছি। তা হ'লে যে তাঁর লজ্জা ভয় সব দূরে যাবে—কিছুই থাক্‌বে না। যখন দেখবো—একটু একটু অনুতাপ আস্‌চে, যখন বুঝ্‌বো—তিনি সম্পূর্ণ অনুতপ্ত, তখন তাঁর পায়ে ধ'রে কেঁদে কেঁদে তাঁকে সৎপথে ফিরিয়ে আন্‌তে চেষ্টা কর্‌বো, অল্পদিন মধ্যেই তাঁকে ধর্ম্মপথে ফিরিয়ে আন্‌তে পারবো। তখন আর আমার কিছুরই অভাব থাক্‌বে না—আবার আমি সমস্তই ফিরে পাবো।

মন্দাকিনীর কথা শুনিয়া সুহাস স্তম্ভিত হইল। এমন সময়ে ঝি আসিয়া বাহির হইতে ডাকিল—"ও—মা! বড় খোকা স্কুল থেকে এসেছে গো—"

"রাজু! রাজুকে এইখানে পাঠিয়ে দে" বলিয়া, মন্দা একটু চুপি চুপি বলিল—"সই আমার ছেলেকে দেখেছিস্" ?

সুহাস বিস্মিতভাবে কহিল—"তোর—আবার কবে ছেলে হ'লো ? এই তো তোর একটা!"

মন্দা। তুই কি ভুলে গেলি সই! সতীন ছেলে—ছেলে নয় কি! আমার

পেটেই বরং হয় নি, আমার স্বামীর তো? সে কি পর! ঐ আস্‌ছে—সতীন ছেলে বলিস্ নে ভাই! মনে কষ্ট পাবে।

মন্দাকিনীর চোখে জল আসিল, তিনি চুপ করিলেন।

"মা! আজ আমাদের স্কুলে ডিরেক্টর এসেছিল", বলিতে বলিতে হৃষ্টপুষ্ট বালকটী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া পুস্তকগুলি একটী ডেস্কের উপর রাখিয়া দিল।

মন্দাকিনী স্নেহপূর্ণ স্বরে ডাকিলেন—"এস বাবা, এ দিকে এস"।

বালক পুস্তকগুলি রাখিয়াই ছুটিয়া গিয়া মন্দার গলা ধরিয়া কহিল—"মা! কাল পরশু দু'দিন ছুটি।"

মাতা সন্তানের নিটোল গণ্ডস্থলে একটি চুম্বন করিয়া কহিলেন—"রাজু, তোর সই-মাকে দেখেছিস্? ঐ দেখ্"।

বালক। আজ তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে মা।

ক্রমে বেলা যাইতেছে দেখিয়া সুহাসিনী বিদায় গ্রহণ করিলেন। পুনরায় আসিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়া মন্দাকিনী তাহাকে বিদায় দিলেন—সুহাস চলিয়া গেল। মন্দা ধীরে ধীরে একটী নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গৃহ-কর্ম্মে মন দিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মন্দাকিনী যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন, ফলে তাহাই ঘটিল। রমণী বাবুর 'নাইট ডিউটী' কিছুই কমিল না—বেশ চলিতে লাগিল। দু'চার দিন যাইতে না যাইতেই তিনি বুঝিতে পারিলেন—কোন মায়াবিনী তাঁহার সুখের মূলে কুঠারাঘাত করিতে বসিয়াছে। নতুবা রমণী বাবুর 'নাইট ডিউটী' এখনও ফুরাইল না কেন? তাঁহার সহিত কথা কহিবার সময় তিনি এমন সঙ্কুচিতভাবেই বা কথা কহেন কেন? সর্ব্বদাই যেন অন্যমনস্ক বলিয়া মনে হয়। খাইতে বসিয়া অত ভাবনা কিসের? ভাল করিয়া আহার করিতে পারেন না কেন? পূর্ব্বে কর্ম্মস্থলে যাইবার সময় এক আধ ঘণ্টাও বিলম্ব করিতেন। এখন চোখে-মুখে দুটো দিয়াই তাড়াতাড়ি চলিয়া যান কেন? এর কারণ কি? নিশ্চয় ইহার মধ্যে বিশেষ কোন কারণ আছে। নতুবা তাঁর এরূপ পরিবর্ত্তন কেন?

মন্দা এইরূপে কতকগুলি "কেন" খুঁজিয়া বাহির করিল। অনেক ভাবিল—অনেক গড়িল, অনেক ভাঙ্গিল,—কিছুই স্থির করিতে পারিল না। আবার ভাবিল, এবারে বুঝিল—তাহারও পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে, নচেৎ এমন হইবে কেন? তখন সে আপনাকে আপনি গালি দিল—পোড়ারমুখী বলিল,—চুলোমুখী বলিল,—নিমতলায় যাও বলিল;—কেন সে স্বামীর প্রতি এরূপ অন্যায় অমূলক সন্দেহ করে? স্বামী বাহিরে কি করেন না করেন, তার জন্য এত হিসাব রাখা কেন? মন্দা আর 'কেন'র কারণ খুঁজিল না,—সে মনে মনে আপনাকে আপনিই তিরস্কার করিতে লাগিল।

পরক্ষণেই তাঁহার পুত্র দু'টির কথা মনে পড়ায় মন্দার মনই বলিয়া উঠিল

—মরণ আর কি? এ সব হিসাব না রাখ্‌লে ছেলে দুটো যে পথে বসে! আমি কি আমার নিজের সুখের জন্য ভাবি,—ভাবি কেবল ছেলে দুটোর জন্য, না হ'লে ও দুটো যে অকূলে ভেসে যায়। আমি ওদের জন্য না ভাব্‌লে আর কে ভাব্‌বে? ওদের আর কে আছে?

মন্দা আবার ইহাও চিন্তা করিল—স্বামী দেবতা, তিনি যা ইচ্ছে ক'র্ত্তে পারেন—করুন, ও সব দেখবার আমার অধিকার কি? অধিকার নেই, তা না-ই থাক্। কিন্তু তিনি পূর্ব্বে যেমন ওদের ভাল বাসতেন, এখন তেমনি ভাল বাসেন না কেন? পূর্ব্বে রাজুকে পড়াতেন, এখন কেন পড়ান না? হ'তে পারে, নাইট ডিউটীই এ সকলের কারণ! আচ্ছা বেশ, নাইট ডিউটীই যদি পড়েছে, তবে সমস্ত রাত্রি জেগে থেকে পুনরায় দিনের বেলায় কোথায় যান? এমন ক'রে দিন রাত পরিশ্রম ক'ল্লে ক'দিন বাঁচবেন? শরীর খারাপ হবে যে? আর এক কথা—পূর্ব্বে তো রাত দিন এমন হাড় ভাঙ্গা খাটুনি খাট্‌তে হ'তো না, এখনই বা এমন খাটুনি কেন? পূর্ব্বে কল্ থেকে এসে সমস্ত কথাই আমাকে ব'লতেন, এখনি বা সে সব বলেন না কেন? এ সব পরিবর্ত্তন দেখেও কি চুপ ক'রে স্থির হ'য়ে থাকা যায়? আর সহিস কি মিথ্যে কথা বলছে? মিথ্যে ব'লে তার লাভ? না, না—এ সব খোঁজ না করাই আমার পক্ষে ভাল। তিনি হয় তো সে বাড়ীতে রোগী দেখ্‌তে যান্। ডাক্তার মানুষ তো? 'এ বাড়ী যাবো না ও বাড়ী যাবো না' ব'ল্লে ব্যবসা চল্‌বে কেন? তাই তাঁকে সর্ব্বত্রই যেতে হয়। না, না, আর ও সব ভাব্‌ব না; স্বামী দেবতা—তিনি যাহা ইচ্ছা হয় করুন, আমার সে সব খোঁজে আবশ্যক?

এইরূপ শত সহস্র চিন্তা আসিয়া মন্দাকিনীকে আশ্রয় করিল, তিনি শয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন। তাঁহার একটুকুও নিদ্রা হইল না—সমস্ত রাত্রি বিনিদ্র অবস্থায় কাটিয়া গেল। প্রভাতে তিনি পুত্রটিকে বক্ষে করিয়া

বাহিরে আসিলেন এবং একে একে কতকগুলি কার্য্য শেষ করিয়া স্বামীর আগমন প্রতীক্ষায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। বেলা বাড়িতে লাগিল —রমণীবাবুর দেখা নাই।

নয়টা, দশটা, ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল—সঙ্গে সঙ্গে মন্দার আশঙ্কাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, মন্দা অস্থির হইল। বারটা বাজিয়া গেল, তখনও রমণীবাবু আসিলেন না—মন্দা অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া পড়িল, কিছুক্ষণ বসিয়া ভাবিল। শেষে সে একে একে সকলকে আহার করাইল। সকলেই আহার করিল, করিল না কেবল মন্দা। স্বামী না খাইলে কি সে খাইতে পারে? স্বামীর পাতে বসিয়া প্রসাদ পাওয়াই যে তার দৈনিক আহারের ব্যবস্থা! স্বামী আজ কার্য্যান্তরে ব্যস্ত আছেন, হয় তো এখনই আসিবেন, এইরূপ চিন্তা করিয়া মন্দাকিনী আপন মনকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পোড়া মন বুঝিল না, কিছুতেই স্থির হইল না—নানা প্রকার দুশ্চিন্তা আসিয়া তাঁহাকে অধিকার করিয়া বসিল। স্বামীর অমঙ্গল আশঙ্কায় তাঁহার অন্তর দগ্ধ হইতে লাগিল—তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। আশঙ্কায় তাঁহার হৃদয় কাঁপিল, তিনি ভয়ে অত্যন্ত বিচলিত ও অভিভূত হইয়া স্বামীর সংবাদ লইবার জন্য ভৃত্যকে পাঠাইয়া দিলেন এবং উৎকণ্ঠিত চিত্তে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

সময় যতই উত্তীর্ণ হইতে লাগিল, মন্দার অন্তরও ততই অস্থির হইতে লাগিল। মন্দা আর দাঁড়াইতে পারিল না,—নিদ্রিত শিশুর পার্শ্বে গিয়া শুইয়া পড়িল এবং একখানি ব্যজনী লইয়া ধীরে ধীরে সঞ্চালন পূর্ব্বক বালকের গায়ের মশামাছি তাড়াইতে লাগিল।

মন্দা সতী—দুঃখিনী, মন্দা—কাতরা, তাই তাহাকে দেখিয়া শান্তি-দায়িনী নিদ্রা-দেবীর দয়া হইল। তিনি তাহাকে আপন ক্রোড়ে টানিয়া লইলেন। মন্দার উদ্বেগ আশঙ্কা দূর হইল, সে ঘুমাইয়া পড়িল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নিদ্রিত শিশুর ক্রন্দনে ও রাজেন্দ্রের উচ্চ চীৎকারে মন্দাকিনীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি একবার চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন, দেখিলেন—রাজেন্দ্র ছোট ভাইটিকে ভুলাইতে চেষ্টা করিতেছে। মাতার নিদ্রা ভঙ্গ হয় নাই ভাবিয়া রাজু তখনও পূর্ব্ববৎ ডাকিতেছে। "মা, মা, ও মা বেজু উঠেছে।" আবার ভাইটীকে কোলে করিয়া নাচাইতেছে ও বলিতেছে—"ও—ও—ও,—ই—ই—ই,—আ—আ—আ,—ই—ই—চুপ কর ভাই—সন্দেশ দেব—মামা বাড়ী নিয়ে যাব—দাদা বল্‌বি নি?"

বেজু কিন্তু এ সব পছন্দ করিল না,—সদ্যঃ সুপ্তোত্থিত বালকের পক্ষে এ সব ভাল লাগিবে কেন? সে পঞ্চমের সুর সপ্তমে তুলিল। মন্দাকিনী ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন এবং ক্রন্দন-পরায়ণ বালকটীকে ক্রোড়ে লইয়া স্তন্যদানে প্রবৃত্ত হইলেন। স্তন্যামৃত পান করিয়া বালক শান্ত হইল—ক্রন্দন ভুলিল।

মন্দাকিনী হস্তদ্বারা চক্ষুর্দ্বয় মার্জ্জনা করিয়া রাজেন্দ্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন—"রাজু, কখন এলি রে?"

রাজেন্দ্র তখন মন্দাকিনীর সম্মুখে বসিয়া কনিষ্ঠের নবনীত-কোমল হস্তখানি লইয়া খেলা করিতেছিল, মাতার প্রশ্ন শুনিয়া কহিল—"এই একটু আগে এসেছি মা! আমার বড় খিদে পেয়েছে, আজ স্কুলে ত খাবার খাই নি মা!"

স্কুলে যাইবার সময় রাজুকে জল খাবারের পয়সা দেওয়া হয় নাই এবং স্কুলেও জল খাবার পাঠান হয় নাই,—হঠাৎ এই কথা স্মরণ হওয়ায়

মন্দা অন্তরে দারুণ ব্যথা পাইলেন, ব্যথিত কণ্ঠে কহিলেন—"আহা বাছা রে! তাই মুখখানি শুকিয়ে অতটুকু হ'য়ে গেছে!—পোড়ার মুখ মন আমার,—কিছু মনে থাকে না।" বলিতে বলিতে ক্রোড়স্থিত বালকটিকে বসাইয়া দিয়া কহিলেন—"বেজু বোস্ ত ধন! খাবার দেব—লক্ষী ছেলে! রাজু, বস্ বাবা! খাবার নিয়ে আসি" বলিয়া গৃহের বাহির হইয়া গেলেন। অল্পক্ষণ মধ্যেই একখানি ছোট রেকাবে—কয়েকখানি লুচি ও এক গ্লাস জল লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং স্নেহপূর্ণ স্বরে কহিলেন—"আয় রাজু, আমি খাইয়ে দি" এই বলিয়া তিনি পুত্রকে আহার করাইতে বসিলেন। রাজেন্দ্রের আহার প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় বাহিরে জুতার শব্দ শুনিয়া মন্দার প্রাণ আনন্দে পূর্ণ হইল। রাজেন্দ্র দৌড়িয়া দ্বারের দিকে যাইতেছিল, মন্দা বাধা দেওয়ায় ফিরিয়া আসিল, কিন্তু খাইতে বসিল না। মাতা পুত্র উভয়েই উৎসুক নয়নে দ্বারের প্রতি চাহিয়া রহিল।

শব্দ ক্রমেই দ্বারের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল বটে, কিন্তু কেমন যেন বিশৃঙ্খল! পূর্ব্বের ন্যায় তেমন শ্রুতিমধুর বোধ হইল না; উদ্বেগে আশঙ্কায় মন্দার বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। দ্রুতপদে তিনি দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন। গিয়া যাহা দেখিলেন,—তাহাতে তাঁহার চৈতন্য লোপ পাইবার উপক্রম হইল—নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল—প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি আপন মনে অনুচ্চস্বরে কহিলেন—'হায়! এই কি সেই মূর্ত্তি'!

রমণী বাবু শুনিয়াও শুনিলেন না। শুনিবে কে! তিনি কি আর তাঁহাতে আছেন! তিনি দ্বারপ্রান্তে আসিবামাত্র একটা উৎকট তীব্র গন্ধ আসিয়া স্থানটাকে পূর্ণ করিয়া দিল; মন্দা তাহা অনুভব করিলেন। তিনি বেশ বুঝিলেন—তাঁহার কপাল পুড়িয়াছে।

ক্ষণমাত্র বিচলিত হইলেও পরক্ষণে তিনি আপন কর্ত্তব্য স্থির

করিয়া লইলেন। সতী রমণীর পক্ষে ইহা বিচিত্র নহে। সংসারে শত সহস্র দুঃখ কষ্ট তাঁহারা অম্লানবদনে বুক পাতিয়া সহ্য করিতে পারেন। দুঃখ তাঁহাদের নিকট স্থান পায় না—ক্রোধ আপন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না—অল্পে তাঁহাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে না। তাঁহাদের অসীম অনন্ত সহিষ্ণুতা, অগাধ—অপরিসীম—অফুরন্ত স্বামিভক্তি দেবতা-ব্রাহ্মণভক্তি।

পূর্ব্ব হইতেই মন্দা এরূপ একটা কিছু শুনিবার জন্য—দেখিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া ছিলেন, কাযেই স্বামীকে তদবস্থায় দেখিয়া অন্তরে ব্যথিত—মর্ম্মাহত হইলেও একেবারে অধৈর্য্য হইলেন না, অসীম ধৈর্য্য-সহকারে হৃদয় বাঁধিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইলেন এবং হাসিমুখে স্বামীকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিলেন। রমণী বাবু গৃহে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে রাজেন্দ্রের আহার শেষ হয় নাই, সে তখনও সেই ভাবে দাঁড়াইয়া আছে, মন্দা তাহার নিকটে আসিয়া অবশিষ্ট খাদ্যগুলি তাহার হস্তে তুলিয়া দিয়া বলিলেন "খা বাবা, ফেলিস্ নে! বেজুকে আর দিস্ নে—ও অনেক খেয়েছে" বলিয়া দ্রুতপদে বাহিরে গিয়া হাত ধুইয়া একখানি পাখা লইয়া স্বামীকে বাতাস করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রমনী বাবু বাহিরের পোষাক ত্যাগ করিয়া একখানি ইজি-চেয়ারে অঙ্গ ঢালিয়া দিলেন। কনিষ্ঠ পুত্র ব্রজেন্দ্র ছুটিয়া আসিয়া পিতার পদসমীপে উপস্থিত হইল এবং অস্ফুটস্বরে ডাকিল—বা-বা বাবা-বা—। তিনি পুত্রকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন এবং সাদরে তাহার মুখচুম্বন পূর্ব্বক ঈষৎ জড়িতকণ্ঠে কহিলেন—বাবা! তুই বেটা আমার বাবা, না—আমি তোর বাবা! বালক কথাটা বুঝিল কি না, বলিতে পারি না। সে তাহার কোমল হস্তদ্বারা মাকে দেখাইয়া পূর্ব্বের ন্যায় মধুর স্বরে বলিল—মা খা—বা—বাবা। 'তোর মা কি খায় নি বা' বলিয়া রমনী বাবু মন্দার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

মন্দা মৃদু হাসিলেন। এই হাসিই তাঁহার কাল হইল—রমণী বাবু মন্দার সেই হাসিপূর্ণ মুখখানির প্রতি আর অধিকক্ষণ চাহিয়া থাকিতে পারিলেন না—ভয়ে, লজ্জায় তিনি আপন দৃষ্টি ফিরাইয়া লইলেন। এই অবসরে বালকটী পিতার ক্রোড় হইতে নামিয়া আসিয়া মাতার পার্শ্বে দাঁড়াইল। মাতা পুত্রকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। তখনও তিনি স্বামীকে বাতাস করিতেছিলেন, হঠাৎ রাজেন্দ্রের দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল। বালক কি জানি কি ভাবিয়া মাতৃপ্রদত্ত লুচি তিনখানি খায় নাই, হাতে করিয়াই বসিয়া আছে, দেখিয়া মন্দা কহিলেন—'কি রে রাজু! ব'সে আছিস্ কেন বাবা—খেয়ে নে' ?—

রাজু। আর খেতে পারি না মা!

মন্দা। ছি বাবা! ঐ তিন খানি লুচি ত? তা খাও বাবা!

খেয়ে খেলা কর গে। আচ্ছা আয় না হয় আমিই খাইয়ে দি? এই বলিয়া পুত্রকে পুনরায় খাওয়াইতে বসিলেন। অল্পক্ষণ মধ্যেই তাহার আহার শেষ হইল। তখন তিনি সযত্নে, আপন অঞ্চলে পুত্রের মুখ মুছাইয়া দিলেন। তৎপর পুত্রদের জামা জুতা পরাইয়া দিয়া নিস্তারকে ডাকিয়া কহিলেন—"নিস্তার! এদের নিয়ে একটু বেড়িয়ে আয় না মা! এই বাগানটায় নিয়ে বস্ গে!

নিস্তার পুরাতন ঝি। সে মন্দাকে যথেষ্ট ভক্তি মান্য করিত। মন্দা আজ সমস্ত দিন কিছু খায় নাই, তাই কহিল—'মা! তুমি কিছু খেলে না'!

নিস্তারের কথায় বাধা দিয়া মন্দা কহিলেন—"চুপ কর্ নিস্তার চুপ কর্। করিস্ কি? তোদের বাবু যে সমস্ত দিন খান নি? তিনি কিছু খেলেই আমি খাব। তুই চেঁচাস্ নি বাছা! যা—এদের নিয়ে যা—একটু বেড়িয়ে আয়।"

নিস্তার মন্দাকে বেশ জানিত, স্বামীর আহারের পূর্ব্বে যে তিনি কিছু আহার করিবেন না, তাহা সে বুঝিতে পারিল—আর কিছুই বলিল না—বালক দুটীকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইয়া গেল।

নিস্তার বালক দুটীকে লইয়া প্রস্থান করিলে, মন্দা স্বামীর নিকটে আসিয়া দেখিল—'তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কি ভাবিতেছেন।' হঠাৎ পদশব্দে চোখ চাহিলেন—মন্দার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন—"আজ্ সমস্ত দিন্ কিছু খাও নি মন্দা"?

মন্দা। কে ব'লে!

রমণী বাবু। কেন? এই যে শুনলেম্—নিস্তার্ তোমায় বল্‌ছিল! যাও, খাও গে।

স্বামীর কথা শুনিয়া মন্দা বুঝিল—এখনও তাঁহার স্বামী তাঁহাকে পূর্ব্বের ন্যায় স্নেহ যত্ন করেন—ভাল বাসেন। এখনও সে স্বামীর ভালবাসায় বঞ্চিত হয় নাই। মন্দার প্রাণ আনন্দে পূর্ণ হইল। সে মনে মনে কহিল—"দেবতা প্রভু! যদি তোমার চরণে আমার বিন্দু-মাত্র ভক্তি থাকে, তবে এই ক'রো—আমার স্বামী যেন আমারই থাকেন। আমি যেন তাঁর ভালবাসায় বঞ্চিত না হই। স্বামী—পরম দেবতা! তিনি যাই করুন—আমি যেন তাঁহার এমনি একটু স্নেহ—একটু ভালবাসা পাই। তা হ'লেই আমি আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান ক'রব। আমি আর কিছুই চাই না।"

রমণী বাবু তাঁহাকে চিন্তিত দেখিয়া পুনরায় কহিলেন—"কি ভাবছ? এমন ক'রে না খেয়ে থাকা কি ভাল? যাও, দুটি খেয়ে এস"।

মন্দা একটু হাসিয়া কহিল—"আজ যে তুমি সমস্ত দিন খাও নি।"

রমণী। না, না, আমি খেয়েছি, তাই বুঝি তুমি খাও নি? এই আমার এক বন্ধুর বাড়ী নিমন্ত্রণ ছিল—আমার মনে প'ড়লে তোমায় খবর পাঠাতেম। আমি খুব খেয়েছি।

মন্দা। সে তো দুপুর বেলায় খেয়েছ। এখন জল খাবার,—চা আনি। তুমি মুখ হাত ধোবে না? হাত মুখ ধুয়ে এস, আমি খাবার নিয়ে আস্‌চি।

রমণী। আর জল খাবার খাব না। মোটেই ক্ষুধা নেই।

মন্দা। না তা হবে না, আমি খাবার আনি গে—বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া বাহির হইয়া গেলেন—এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই বিবিধ ফল মূল ও মিষ্টান্নে পরিপূর্ণ একখানা থালা লইয়া গৃহে ফিরিলেন।

এদিকে বামন-ঠাকুরুণ বাবুর আগমন সংবাদ পাইয়া নিত্য-নিয়মিত

চা'য়ের জল গরম করিয়াছিল, তাহা ও এক বাটি ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ লইয়া মন্দার নিকটে রাখিয়া গেল। খাবারের থালাখানা ঘরের মেজেতে রাখিয়া দিয়া মন্দা চা প্রস্তুত করিলেন।

পাচিকা ব্রাহ্মণী ইতি-পূর্ব্বেই আসন পাতিয়া এক গ্লাস জল রাখিয়া গিয়াছিল। মন্দাকিনী খাবারের থালাখানি ও চা প্রভৃতি যথাস্থানে রাখিয়া ডাকিলেন—'এসো—খাবে—এসো' ৷

"আবার এই সব হাঙ্গামা বাঁধালে? ক্ষুধা নেই—তবু খেতে হবে! আবার না খেলেও তুমি খাবে না বোধ হয়" বলিতে বলিতে ডাক্তার বাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন। হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইতেই তাঁহার পা টলিয়া গেল, তিনি একেবারে মন্দার গায়ের উপর পড়িলেন। মন্দা ক্ষিপ্র হস্তে তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল, নতুবা তিনি নিশ্চয় ভূতলে পতিত হইতেন।

রমণী বাবু পূর্ব্বে অনেকটা নিশ্চিন্ত ছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন—'মন্দা এসব কিছুই জানিতে বা বুঝিতে পারে নাই'। এখন টলিয়া গিয়া মন্দার গায়ে পড়াতে তিনি যে বেশ একটু লজ্জিত হইয়াছেন, বুদ্ধিমতী মন্দার তাহা বুঝিতে বাকী রহিল না।

এ সময় লোকের যাহা হয়, ডাক্তার বাবুরও তাহাই হইল—সাময়িক চিন্তা আসিয়া তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। তিনি ভাবিলেন—'এ সময় একটা কিছু বলা আবশ্যক, নচেৎ মন্দা হয় তো কি ভাবিবে'! এইরূপ চিন্তা করিয়াই প্রত্যুৎপন্নমতি ডাক্তার আপন নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন—"উঃ! ভাগ্যে ধরেছিলে; তাই রক্ষে! নতুবা মাথা ঘুরে হয় তো পড়ে যেতেম। আজ ক'দিন ধ'রে এমনি হ'চ্চে। কিছুক্ষণ ব'সে থেকে হঠাৎ উঠ্‌তে গেলেই মাথাটা কেমন ঘুরে যায়"। তারপর তিনি আহারে নিযুক্ত হইয়া বলিলেন—"ইস্! এ ক'রেছ! এত কে খাবে!"

"কোথায়! ঐ তো সামান্য। ও সবটা খাও,—কিছু ফেলে রেখ না। না খেয়ে খেয়েই তো তুমি দিন দিন দুর্ব্বল হয়ে যাচ্ছ!. তার উপর রাত্রি দিন খাটুনি! হাঁ গা! শরীর খারাপ হবে না!" বলিয়া মন্দা চুপ করিল। রমণী বাবু আর কোন কথা কহিলেন না,—নীরবে আহার করিতে লাগিলেন।

আহার সমাপ্ত হইল, রমণী বাবু উঠিয়া পড়িলেন। হাত মুখ ধুইয়া পুনরায় ইজি-চেয়ারে গা ঢালিয়া দিলেন। মন্দা স্বহস্তে তামাকু সাজিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"পান দেব কি?"

যেমন করিয়াই হউক, আজ মন্দাকে সন্তুষ্ট করিতেই হইবে, ইহা ভাবিয়া রমণী বাবু কহিলেন—"পান!—আচ্ছা, দাও দুটো!"

ডাক্তার বাবু পান না খাইলেও মন্দাকিনী প্রতিদিন তাঁহার জন্য কয়েকটা পান সাজিয়া যত্ন পূর্ব্বক রাখিয়া দিতেন। এক্ষণে তাহাই আনিয়া বাহির করিয়া দিলেন।

ধূমপানে নিযুক্ত হইয়া রমণী বাবু কহিলেন—"মন্দা, আর বিলম্ব ক'রো না? খাও গে। আমি এখনই বেরুবো"।

মন্দার প্রাণ উড়িল!—সে স্থির দৃষ্টিতে স্বামীর মুখপানে চাহিয়া কহিল —"এরি মধ্যে বেরুবে? আর একটু ব'সো না! সন্ধ্যার পরে যেও?"

রমণী। না, এখনি যেতে হবে। একটা সিরিয়াস্ কেস্ হাতে আছে, না গেলেই নয় মন্দা! তুমি খাও গে, আমি দেখে যাই।

মন্দা স্বামীর অনুরোধ এড়াইতে পারিল না—থালাখানি লইয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

সামান্য জলযোগ করিয়া আসিতে তাহার পাঁচ মিনিটের অধিক সময় অতীত হয় নাই। ডাক্তার বাবু ইতি-মধ্যেই চলিয়া গিয়াছেন। মন্দা ফিরিয়া আসিয়া দেখিল—রমণী বাবু নাই—চলিয়া গিয়াছেন। শূন্য চেয়ার

খানা পড়িয়া আছে। জানালা দিয়া দেখিল—সদরে গাড়ী নাই। তাহার চক্ষে জল আসিল—সে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া স্বামী যে স্থানে বসিয়াছিলেন, সেই দিকে চাহিতেই 'চেয়ারের কাছে একটা কি পড়িয়া আছে' দেখিতে পাইল।

উৎসাহ সহকারে ছুটিয়া আসিয়া মন্দা তাহা কুড়াইয়া লইল। দেখিল—একখানি পত্র—শিরোনামার লেখাটা দেখিতে অনেকটা স্ত্রীলোকের হাতের লেখা বলিয়া বোধ হয়। সে পত্রখানা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিল। শিরোনামাটা পড়িল—পত্রখানা খুলিল না। তাহার উৎকণ্ঠা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। সে আবার দেখিল, আবার পড়িল। একটু ভাবিল—ভাবিয়া পত্রখানি বালিশের নীচে রাখিয়া দিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পত্রখানির কথা যতই মনে পড়িতে লাগিল—মন্দাকিনীর উৎকণ্ঠা ততই বাড়িতে লাগিল, তিনি আর ধৈর্য্য ধারণে সমর্থ হইলেন না;—পত্রখানি কে লিখিয়াছে জানিবার জন্য সাতিশয় উৎসুক হইলেন।

পত্রখানি কে লিখিয়াছে, একবার পড়িয়া দেখি না, তাহাতে ক্ষতি কি? এইরূপ চিন্তা করিয়া মন্দা পত্রখানি হাতে লইলেন—একবার এদিক ওদিক দেখিলেন। পরক্ষণেই ভাবিলেন—'না—না, কায কি অপরের পত্র প'ড়ে? অপরের পত্র পড়া ভাল নয়।' পুনরায় চিন্তা করিলেন—"পত্রখানি আমারও হ'তে পারে তো?—হয় তো বৌ ঠাকরুণ লিখেছেন,—পাছে আমি না পাই, সেই জন্য হয় তো ওঁর আফিসের ঠিকানায় চিঠি দিয়েছেন। —এমন তো পূর্ব্বে কত বার হয়েছে।" আবার ভাবিলেন—"আমারই যদি, তবে তিনি ইহা আমায় দিলেন না কেন?"

এই 'কেন'র উত্তর করিতে যাইয়া মন্দা বলিলেন—"প্রথমে হয় তো তাঁর এই পত্রের কথাটা স্মরণই ছিল না। বেরিয়ে যাবার সময় মনে পড়ে যাওয়ায় আমার আস্‌তে বিলম্ব দেখে এ খানি আমার জন্যেই তিনি এইখানে রেখে গিয়েছেন।"

মন্দার মন এবার আপনিই আপনাকে জিজ্ঞাসা করিল—'যদি অপরের হয়?' তাঁহার মনই আবার উত্তর করিল—"অপরের হয়, তাতেই বা দোষ কি? আমি তো আর রাস্তার লোকের চিঠি কুড়িয়ে এনে পড়্‌ছি না! আমারই স্বামীর চিঠি, তাঁর কোন্ কথাটাই বা আমি না জানি! না হয়, এ চিঠির কথাগুলোও জান্‌লেম। এজন্য তিনি যদি আমার উপর অসন্তুষ্ট

হন, কিম্বা রাগ করেন—তাঁর পায়ে ধ'রে ক্ষমা প্রার্থনা করবো, তিনি নিশ্চয় আমাকে ক্ষমা' করবেন। তারপর—তারপর সাবধান হবো। আর এমন কায করবো না।

এইরূপ বহু তর্কবিতর্কের পর মন্দার ঔৎসুক্যই জয়-লাভ করিল। তিনি পত্রখানি খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন। পত্র পাঠ-কালীন তাঁহার সেই হাসিমাখা মুখখানিতে কে যেন খানিকটা কালি ঢালিয়া দিল।

পত্রে এইরূপ লেখা ছিল—

শ্রীশ্রী৺কালীপদ

ভরসা।—

শুক্রবার—

প্রিয়তম—প্রাণেশ্বর!

হৃদয়রঞ্জন - রমণীমোহন! শ্যামসুন্দর বাবুর মুখে সকল কথা শুনিয়া আমি বিশেষ দুঃখিত হইলাম। আপনি তাঁহার দ্বারা যাহা জানিতে চাহিয়াছেন, তাহা লজ্জাবশতঃ আমি তাঁহাকে বলিতে পারিলাম না। সেই জন্য আপনাকে পত্র লিখিয়া বিরক্ত করিতেছি—দাসীর অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে আপনি যাহা বলিয়াছিলেন,—তাহা আমার মনে আছে। আমি বিধবা—আশ্রয়হীনা—অনাথিনী। আপনি আমার জীবনদাতা—রক্ষাকর্ত্তা। আপনি আমায় না দেখিলে এতদিন হয় তো এ জগতে আমার নাম পর্য্যন্ত থাকতো না। এ জীবন যৌবন সকলই তো আপনার—এ দেহ আপনার। আমি আপনারই দাসী। আপনি আমায় যে পথে চালাইবেন, সেই পথেই আমাকে চলিতে হইবে। আমি আর কি বলিব, অবলা আমি অধিক বলিতে জানি না—শিখি নাই, বলিতে পারিব না।

প্রিয়তম ! আপনি যাহা জানিতে চাহিয়াছেন, পত্রে লিখিয়া জানাইলাম, দাসীকে ক্ষমা করিবেন। আপনি যেমন আমায় ভাল বাসিয়াছেন, আমিও তেমনই আপনাকে—

জীবন যৌবন ধরম করম,
সকলি তোমায় সঁপেছি সখা।
অধিনী দাসীরে চরণে রাখিও,
তোমারি কারণে জীবন রাখা॥
অবলা বলিয়ে ক'রো না ছলনা,
মিনতি চরণে দিও হে দেখা।
তোমারি লাগিয়ে আছি গো বসিয়ে
ভুল না ভুল না ভুল না সখা॥

আর কি বলিব, চ'খে জল আস্ছে, আর লিখ্তে পাচ্ছি নে। হে জীবনসর্ব্বস্ব প্রিয়তম রমণীমোহন! আমি তোমারই। কল্য শনিবার, দেখা পাব কি?

একটীবার নিমেষের তরে—

তুমি নিমেষের তরে আসিও,
মোরে ভাল বেসে সুখী করিও।
রমণীমোহন রায় আমারি—
নীলিমাসুন্দরী তোমারি—

ইতি।

শ্রীচরণাশ্রিতা—
শ্রীমতী নীলিমাসুন্দরী দাসী।

পত্রখানি পড়িতে পড়িতেই মন্দা চক্ষের জলে ভাসিলেন। অতিকষ্টে পত্র পাঠ শেষ করিয়া অনেকক্ষণ কাঁদিলেন। পরে ধৈর্য্যধারণ পূর্ব্বক

পত্রখানি যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন এবং বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া যুক্তকরে আপনমনে বলিতে লাগিলেন—"দেবতা, দেবতা! দীনবন্ধু হরি, দয়াময়! হৃদয়ে বল দাও! প্রভু! আমাকে যেন আপন কর্ত্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হ'তে না হয়! তাঁর চরণে যেন আমার অচলা ভক্তি থাকে। তিনি দেবতা, দেবতাকে যেন দেবতার ন্যায় পূজা করিতে পারি। বিশ্বনাথ! আমার স্বামীর সুমতি ক'রে দাও! বাছারা যেন আমার গাছতলায় না বসে।"

মন্দা এইরূপে বহুক্ষণ দেবতাকে ডাকিলেন। সন্ধ্যা সমাগত হইলে গৃহে গৃহে সান্ধ্য প্রদীপ জ্বালিয়া দিয়া আসনে উপবেশন-পূর্ব্বক সুললিত কণ্ঠে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহস্র নাম পাঠ করিতে লাগিলেন। সে রাত্রে তিনি আর কিছুই খাইলেন না, বিনিদ্র অবস্থায় বিছানায় পড়িয়া রহিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মন্দা ও সুহাসকে লইয়াই আমাদের এই আখ্যায়িকা। চলুন পাঠক, একবার সুহাসের কি অবস্থা, দেখা যাক্।

সুহাসিনী একজন ধনী গৃহস্থের পত্নী, এ কথা কথাপ্রসঙ্গে আমরা পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি। সুহাসিনীর স্বামী উপেন্দ্রকিশোর জনৈক ধনবানের পুত্র। ইঁহারা তিন-পুরুষে বড়মানুষ। অর্থাৎ ইঁহারা তিন পুরুষ যাবৎ প্রভূত ধনসম্পত্তির অধিকারী। উপেন্দ্রের পিতামহ নগেন্দ্রকিশোর বাবু আপন কৃতিত্বে বিবিধ ব্যবসায়-দ্বারা বিপুল অর্থরাশি সঞ্চয় করিয়া কাল-কবলে পতিত হয়েন। উপেন্দ্রের পিতা উমাকিশোর বাবু পিতৃসঞ্চিত অর্থরাশি দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করেন। পিতামাতার একমাত্র সন্তান উমাকিশোরও মৃত্যুকালে পুত্র উপেন্দ্রকিশোরের হস্তেই পৈত্রিক ও স্বোপার্জ্জিত সমস্ত সম্পত্তি অর্পণ করিয়া যান। অধিকন্তু তিনি একখানি চলতি ঔষধের দোকানও উপেন্দ্রের জন্য রাখিয়া যান। এই ঔষধের দোকান হইতেই তিনি সংসার প্রতিপালন করিয়া লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ, ঝামাপুকুরে একখানি বৃহৎ অট্টালিকা এবং বাগমারীতে একখানি প্রকাণ্ড বাগান বাড়ী করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সকল এবং পিতামহ সঞ্চিত বিপুল অর্থ ও ভাড়াটিয়া বাটী প্রভৃতি সমস্তই উপেন্দ্রের হস্তগত হয়।

উপেন্দ্রকিশোর সম্বন্ধে কতকটা আভাস আমরা পূর্ব্বেই দিয়াছি, সে সকলের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। উপেন্দ্রকিশোর যুবক, বয়ঃক্রম অনুমান সাতাইশ কি আটাইশ হইতে পারে। দোহারা চেহারা, দেখিলে সুপুরুষ বলিয়া বোধ হয়। বাহ্য দৃশ্যটা বেশ মনমাতান।

উপেন্দ্র বি, এ, এম্, এ, পাশ করা সুশিক্ষিত যুবক নহে। তাই বলিয়া আমরা তাহাকে অশিক্ষিতও বলিতে পারি না। কারণ উপেন্দ্র এনট্রান্স পাশ করিয়াছে। তা ছাড়া সে, এল্ এ ক্লাসেও দুই বৎসর পড়িয়াছিল। কিন্তু পরীক্ষা দিবার সুযোগটী তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই—পরীক্ষা দিতে পারে নাই। কাযেই আমরা তাহাকে অর্দ্ধ-শিক্ষিত বলিব না ত কি বলিব ?

উপেন্দ্র অর্দ্ধ-শিক্ষিত যুবক। পিতার মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্ব্বেই তাহার কলেজে যাওয়া বন্ধ হইল। চক্ষুরোগই পুত্রের কলেজ ছাড়িবার কারণ জানিতে পারিয়া উমাকিশোর অবশেষে তাহার চশমার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, চশমাটা নিশ্চয়ই সোণার ফ্রেমে আঁটা, এ কথা বলাই বাহুল্য।

উপেন্দ্রের অভীষ্ট-সিদ্ধি হইল। চশমারূপিণী নব্য শক্তিটাকে সঙ্গিনী পাইয়া সে যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। সমবয়স্ক বন্ধুবর্গের সহিত অবাধে বাহির হইতে আরম্ভ করিল। উমাকিশোর ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিলেন না,—একমাত্র পুত্র উপেন্দ্রকে কিরূপে চক্ষুষ্মান্ করিবেন, ইহাই তিনি সর্ব্বদা চিন্তা করিতেন। এদিকে উপেন্দ্রও 'চোক্ দুটো কন্ কন্ করে, রাত্রে পড়্‌তে বড় কষ্ট হয়, চোখে প্রায়ই দুটো ক'রে লাইন্ দেখি' ইত্যাদি নানাপ্রকার ছল করিয়া লেখাপড়া একেবারেই ছাড়িয়া দিল।

উপেন্দ্রের সংসারটি কম নয়—আত্মীয়স্বজনে পরিপূর্ণ। সুহাস এখনও গৃহিণী পদে উন্নীত হইতে পারে নাই। তাহার একটু কারণও যে নাই, তাহা নহে। কেন না, এক সংসারে কয়জন গৃহিণী থাকিতে পারে ? উপেন্দ্রের সংসারে উপস্থিত দুইজন গৃহিণী ত বর্ত্তমানই দেখা যায়। উমাকিশোর বাবুর দূরসম্পর্কীয়া ভগিনী একজন পাকা গৃহিণী। পরে যখন উমা-

কিশোরের শ্যালকের মৃত্যু হইল, তখন তিনি সেই শ্যালক-পত্নীকে যত্নপূর্ব্বক গৃহে লইয়া আসেন। ইনিও একজন গৃহিণী। অবশ্য এ সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথাই বলিত। কেহ বলিত—'টাকার লোভে উমা-কিশোর বাবু শ্যালক-পত্নীকে বাড়ীতে আনিয়া রাখিয়াছেন'। কেহ কেহ বলিত—'গৃহিণীর শূন্য স্থান পূর্ণ করিবার নিমিত্তই উমাকিশোর বাবু স্বীয় শ্যালক-পত্নীকে আনিয়া গৃহে রাখিয়াছেন,' ইত্যাদি।

উমাকিশোর এ সব কথা জানিতেন কি না, তাহা আমরা বলিতে পারি না। জানিলেও বোধ হয় ততটা লক্ষ্য করিতেন না। তিনি জানিতেন—'স্বকার্য্যমুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ'। তাঁহাকে কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন—"আমি না দেখ্‌লে ওঁকে কে দেখ্‌বে? একে ওঁর বয়সটা কিছু কাঁচা, তার উপর হাতে অতগুলি নগদ টাকা, এ অবস্থায় অভিভাবক-বিহীন হ'য়ে থাকাটা কি ভাল?' ইত্যাদি ইত্যাদি। সুতরাং যে কারণেই হউক, উমাকিশোর শ্যালক-পত্নীকে বিশেষ আদর যত্ন করিতেন। বস্তুতঃ উপেন্দ্রের মাতুলানী—মামীমা-ই সংসারে প্রকৃত গৃহিণী। এই গৃহিণীপদ লইয়া উপেন্দ্রের পিসীতে এবং মামীতে এক এক সময়ে তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া যাইত। ইহার মধ্যে সুহাস যদি আবার গৃহিণীপদ-প্রার্থী হইয়া বসে, তাহা হইলে বাড়ীতে যে কাক চিল্‌টাও ব'সবার উপায় থাকিবে না। কাযে কাযেই সে এ পর্য্যন্ত বধূই আছে, গৃহিণী হয় নাই।

আর এক কথা,—সুহাস উভয়কেই দূরে রাখিয়া চলিত—সংসারের কোন কথাতেই থাকিত না। কেবল উভয় গৃহিণীর মধ্যে ঝগড়া বিবাদ বাধিলে সে উভয়কে শান্ত করিবার চেষ্টা পাইত। তাঁহারা বিবাদ করিয়া আহারাদি না করিলে, সে ঘরে ঘরে গিয়া তাঁহাদের হাতে পায়ে ধরিয়া আহার করাইত। উমাকিশোর বাবু বধূ সুহাসকে এই কার্য্যে নিযুক্ত

করিয়া যান। সুহাস তাহার শ্বশুরের নিকটে সুচারু শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়ায় এ বিষয়ে বেশ দক্ষতা লাভ করিয়াছিল।

পূর্ব্বে যখন এই উভয়ের মধ্যে তুমুল বিবাদ বাধিয়া যাইত, তখন উমাকিশোর স্বয়ং আসিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইতেন এবং অবিলম্বেই উভয়ের মধ্যে একটা মিট্‌মাট করিয়া দিতেন। কিন্তু নব বধূকে গৃহে আনিয়া তিনি একটু সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। ফলে এই হইল—উভয়ের মধ্যে বিবাদাদি উপস্থিত হইলে উমাকিশোর অন্দর মহলে আসিতেন এবং বধূ সুহাসকে উপযুক্ত উপদেশাদি দান করিয়া চলিয়া যাইতেন। সুহাসও শ্বশুরের আদেশ অনুসারে কার্য্য করিত—উভয়ের বিবাদ মিটাইয়া উভয়কে শান্ত করিতে চেষ্টা করিত। উভয়ে শান্ত হইত, বিবাদটা আর দূরে গড়াইত না। ক্রমে ক্রমে উমাকিশোর বধূর প্রতি কার্য্যভার ন্যস্ত করিয়া নিজে অবসর গ্রহণ করিলেন। বধূ সুহাসও শ্বশুরপ্রদত্ত কার্য্যভারটা সাদরে গ্রহণ করিল—তদবধি ইহা তাহার নিত্য কর্ম্মের মধ্যে গণ্য হইয়া গেল।

উপেন্দ্রের পিসীমাতার বয়ঃক্রম পঞ্চাশের কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে।—মাতুলানীর বয়স পঞ্চবিংশতিরও কিছু নিম্নে। একজন বৃদ্ধা, অপরা যুবতী। একজন কুৎসিতা, অপরা সুন্দরী। সুন্দরী বলিয়াই তিনি উর্ব্বশী, রম্ভা বা তিলোত্তমা নহেন। আবার পেঁচোর মা, ঠান্‌দিদি বা রামী শ্যামীর মতনও নহেন। সুন্দরী—চলনসই সুন্দরী। সুন্দরী ত বটে, কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, উভয়েই বিধবা।

'বিধবার রূপ বর্ণনা' কথাটা শুনিলেও কেমন যেন রাগ ধরে। পাঠক পাঠিকাগণ হয় তো মনে করিবেন "বিধবার আবার রূপ কি? তার আবার বর্ণনাই বা কেন" বলিয়া কতই না ঘৃণা প্রকাশ করিবেন, লেখককে কত কি তিরস্কার করিবেন। কিন্তু কি করিব, আমাদের দুর্ভাগ্য; তিরস্কারই আমাদের পুরস্কার।

উপেন্দ্রের মাতুলানী বিধবা বটে, কিন্তু এখনও তিনি কতকগুলি অলঙ্কারের মায়া পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। তা ছাড়া মিহি পাড়ওয়ালা কাপড় পরিধান করা খুব পছন্দই করেন। তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে করিতে দিনের মধ্যে অধিক না হউক, অন্ততঃ চারি পাঁচবারও স্বীয় চন্দ্র-বদনের শোভা এবং রাগরঞ্জিত অধর খানির মৃদু হাসিটুকু সন্দর্শনে বিরত হয়েন না। ইহাতে তিনি নিজে মুগ্ধ হ'ন কি-না, তাহা আমরা জানি না।

এই সময় ইহাদের নামধামের কথা উত্থাপন করিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। উপেন্দ্রের পিসীমাতার নাম ত্রৈলোক্য-মোহিনী। তবে তাঁহার এই নামের সহিত সৌন্দর্য্যের কতটা মিল আছে, তাহা বলা দুঃসাধ্য এবং সে কথা তুলিয়া শ্রীমতী ত্রৈলোক্য-মোহিনীকে এই বৃদ্ধ বয়সে আর আমরা ঘাঁটাইতে চাহি না। এইটুকু বলিতে সাহসী হইতেছি যে, সৌন্দর্য্য অনুপাতে তাঁহাকে নাম ধরিয়া ডাকিতে হয় ত অনেকেই আপত্তি করিতে পারেন। যা হ'ক্ আমাদের ও সব তর্ক-বিতর্কের মধ্যে যাওয়ার আবশ্যক নাই। উপেন্দ্রের পিসীমার নাম—পিসীমা। আমরা তাঁহাকে পিসীমা-ই বলিব।

উপেন্দ্রের মাতুলানীর অনেকগুলি নাম। প্রথম—তারাসুন্দরী। পিসীমা তাঁহার নামকরণ করিয়াছিলেন—খেঁদীর মা। প্রতিবেশিনী বোসেদের গিন্নী তাঁহাকে ডাকিতেন—চাঁপার মা। চাঁপা ও খেঁদী একই বালিকা। সে আর এ জগতে নাই, অনেক দিন হইল মারা গিয়াছে; তথাপি তাহার নাম লোপ পায় নাই। চাঁপার মা তাঁহার তৃতীয় নাম। চতুর্থ—দাস দাসীগণ তাঁহাকে কেহ ছোট মা, কেহ বা ছোট গিন্নী-মা বলিয়া ডাকিত। সুহাস ও উপেন্দ্র তাঁহাকে মামী-মা বলিয়া ডাকিত। এটা তাঁহার পঞ্চম নাম।

আমরা এখন এই দ্বিতীয় মোহিনীটাকে পাঠক পাঠিকার নিকট কি

নামে পরিচিত করিব, তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছি না। প্রথমতঃ পিসীমা তাহাকে যে নাম ধরিয়া ডাকিয়া থাকেন, তাহা শুনিলে তিনি জলিয়া উঠেন। অগত্যা ও নামটী ত্যাগ করা গেল। 'ছোট মা' এবং 'ছোট গিন্নী-মা'—দাসদাসীদের ব্যবহৃত নাম; ভদ্র সমাজে—সভ্য জগতে অনেকে হয় তো উহা পছন্দই করিবেন না। কাযে ওটীও বাদ পড়িল। এখন রইল দুইটী—মামী-মা ও তারাসুন্দরী। এই নাম দুটীর একটী ছাড়িতে পারিলেই আমরা এই নাম-সমস্যা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারি।

ওঃ হোঃ! বাঁচা গেল। আমাদের কোন প্রিয় পাঠক ইহার একটী নাম পরিত্যাগ করিতে আমাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন। আমরা একটু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

আমাদিগকে এইরূপ ব্যতিব্যস্ত দেখিয়া অনুগ্রাহক পাঠক মহাশয় ঈষদ্ধাস্য সহকারে বলিলেন—"ছিঃ ছিঃ, এই সামান্য বিষয়ে এত ভাবনা! কি লজ্জার কথা! এ যে অতি সহজ!—দ্বিতীয় গৃহিণী বা ছোট গিন্নী তো আর সকলের মামী-মা নহেন। উপেন্দ্র সুহাসই তাঁহাকে মামী-মা বলিতে পারে,—অপরে বলিবে কেন? সুতরাং তাঁহার প্রকৃত নাম অর্থাৎ প্রথমোক্ত নামটীর উল্লেখ করাই এ স্থলে সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।"

আমরা প্রিয় পাঠক মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিলাম। তাঁহার আদেশ বা উপদেশ সর্ব্বথা পালনীয়। অতএব আমরা তাঁহাকে এখন হইতে 'তারাসুন্দরী'ই বলিব।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সুহাস তাহার বাল্য সখী নন্দার উপদেশ গ্রহণ করিল—স্বামীর প্রতি অভিমান ত্যাগ করিল। এখন আর তাহার সে মন নাই—সে ভাব নাই। সে এখন স্বামি-সন্দর্শনের জন্য সর্ব্বদা লালায়িত। কি প্রকারে উপেন্দ্রের সাক্ষাৎকার লাভ করিবে, তাহারই সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল। কিন্তু উপেন্দ্রের সাক্ষাৎকার লাভ সুহাসের পক্ষে অসম্ভব, তাহা কেমন করিয়া হইবে! উপেন্দ্র যে সমস্ত দিন বাহিরে বাহিরেই থাকেন—বাহিরেই খাওয়া দাওয়া করেন, তা হ'লে সুহাস তাঁহার সহিত কিরূপে দেখা করিতে পারে। দিন যায় রাত্রি আসে, রাত্রি যায় দিন আসে; সুহাস যতই চেষ্টা করিল, তাহার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইল, কিছুতেই সে স্বামি-সন্দর্শনের সুযোগ পাইল না। যখন কোন মতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না, তখন সে অগত্যা লক্ষ্মীর মার আশ্রয় গ্রহণ করিল—তাহাকে দিয়া উপেন্দ্রকে ডাকিয়া পাঠাইল। অল্পক্ষণ পরেই লক্ষ্মীর মা ফিরিয়া আসিল এবং আপনা আপনি বলিতে লাগিল "বাবা রে! মিন্‌ষেগুলো যেন এক একটা নবাব সিরাজদ্দোলার পুষ্যিপুত্তুর! মরণ আর কি? এত লোক মরে, ঐ পোড়ার মুখোরা মরে না! পোড়ার মুখো যম কি ওদের ভুলে আছে গা! দক্ষিণ দোরে কি তালাচাবি লাগিয়ে রেখেছে গা! একদণ্ড বাবুর ল্যাজ ছাড়ে না। ছিনে জোঁক আটকুড়ীর বেটারা? শীগ্‌গীর নিপাত যা, শীগগীর নিপাত যা!"

লক্ষ্মীর মার স্বগতঃ কথাগুলি শুনিয়াই সুহাস বুঝিল—

স্বামী আসিলেন না বা আসিতে পারিলেন না। "কেন, আমি কি কেউ নই? একটীবার কি সামান্য সময়ের জন্যও আমার সঙ্গে দেখা ক'রে যেতে পারেন না? এত কি কায?" এইরূপ চিন্তা করিতেই সুহাসের মনে আবার সেই পূর্ব্ব অভিমান জাগিয়া উঠিল। ক্ষণকাল মধ্যেই সে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া শুষ্ক হাসি হাসিয়া কহিল "কেন গো লক্ষ্মীর মা! সিরাজদ্দৌলার পোষ্যপুত্তুররা কি তোমায় কোন অ-কথা কু-কথা বলেছে? তা, তোমার বয়স তো আর বেশী নয়! মুখখানি দেখলেও"—

"আমায় অ-কথা কু-কথা বলবে, এমন লোক ত ভূ-ভারতে একটাও দেখি নি। তা যা বল, বৌঠাক্‌রুণ! আমি কি এমন কুৎসিত! সেই যে গুগ্‌লীচোখী, খেঁদা-নাকী, শুট্‌কী মাছের মত চেহারা ডাইনীটাকে দেখে বাবু এমন মজেছেন!" লক্ষ্মীর মা একটু গর্ব্বের সহিত কথাগুলি আবৃত্তি করিয়া গেল।

সুহাস। ও মা, আমি ত তাই বল্‌ছিলেম লক্ষ্মীর মা! সেই গুগ্‌লী-চোখী, শুট্‌কী মাছ মাগীটার চেয়ে তোর রূপ যে অনেক ভাল। অন্যের ভাল লাগুক্ আর না লাগুক্, আমার তো খুব ভাল লাগে। আহা লক্ষ্মীর মা! যদি একখানা ভাল কাপড়, দুখানা গহনা—

বাধা দিয়া লক্ষ্মীর মা বলিল—"ছিঃ ছিঃ ছিঃ! ও ঘেন্নার কথা তুলো না বৌঠাক্‌রুণ! এখন কি আর সে রূপ আছে—না সে বয়স আছে?"

ও মা! বলিস্ কি লক্ষ্মীর মা! তোর এত কি বয়স হয়েছে! এই যে বোস-গিন্নীর নাত্তি নাত্‌নী হয়েছে—এখনও মাথায় ফুল চিরুণি দেন, কাণে মাকড়ী পরেন; আর তুই পারিস্ না? সত্যি বল্‌তে কি লক্ষ্মীর মা। আমার ইচ্ছে হচ্চে, তোকে একবার সাজিয়ে গুজিয়ে বাহিরে পাঠিয়ে দি! তা হ'লে—আমারও কায হয়, তোরও—

লক্ষ্মীর মার মনে সুহাসের কথাগুলি বড় ভাল লাগিল। ভাবিল—'সত্যই তো! আমার এমন কি বয়স হয়েছে! বোস-গিন্নী আমা অপেক্ষা কত বড়!' ইত্যাদি কত কি চিন্তা করিতে লাগিল।

তাহাকে চিন্তিত দেখিয়া সুহাস আসল কথা জানিবার অভিপ্রায়ে কহিল—'হাঁ লক্ষ্মীর মা! বাবু কি কচ্ছিলেন?'

সুহাসের কথাগুলি লক্ষ্মীর মার কাণে পৌঁছিল না। সে তখন মনে মনে কতগুলি জিনিষ গড়িতেছিল—ভাঙ্গিতেছিল, কাযেই সুহাসের কথার উত্তর দিতে পারিল না। সুহাস আবার জিজ্ঞাসা করিল—'কি লক্ষ্মীর মা, চুপ ক'রে রইলে যে?'

লক্ষ্মীর মা কিছু অপ্রস্তুতভাবে কহিল "কি ব'ল্লে মা ঠাক্রুণ! শুনতে পাই নি! একটু অন্যমনস্ক ছিলেম, ছেলেটা খেলে কি না?"

সুহাস অন্তরে হাসিল—পুনরায় বলিল—'বাবু কি কচ্ছিলেন?'

লক্ষ্মীর মা নানাপ্রকার মুখভঙ্গীদ্বারা সুহাসকে অনেকটা বুঝাইতে চেষ্টা করিল;—পারিল কি না, তাহা সে নিজেই বুঝিল না। পরে সে দু-একবার ঢোক গিলিয়া বলিতে লাগিল—"আর কি করবেন, হ্যাট্ ম্যাট্ ইংরাজী বুলী, আর পান তামাকের শ্রাদ্ধ! পঙ্গপালগুলো আমি যেতেই একেবারে শিয়াল হাঁকাহাঁকি আরম্ভ ক'রে দিল।—বাবুকে কি যেন ব'ল্লে—বাবু অমনি চোখ রাঙ্গিয়ে আমায় গটন মটন কি ব'ল্লেন,—আমি ভয়ে পালিয়ে এলুম!

"আমার কথাটাও বলতে পাল্লি নে? তোদের দ্বারায় কোন কায হয় না। যা না, একবার লক্ষ্মণকে দিয়ে না হয় বাবুকে ডেকে পাঠা গে।"

তা যাচ্ছি, মা ঠাক্রুণ কাযে কি আমি ডরাই? অন্যে হ'লে এ কথাটা বলতে পাত্তে। কি করবো বল! বিন্দে মুখপোড়াই ত যত নষ্টের মূল! ইচ্ছে হয়, এই ঘুটে-কুড়ুনীর বেটাকে ঝাঁটা পেটা ক'রে হাবড়ার পুল ছাড়া

ক'রে দিয়ে আসি! কিন্তু কি করবো! বাবু হয় তো রাগ করবেন, সেই ভয়েই তো—

লক্ষ্মীর মার কথা শেষ না হ'তেই তাহাকে বাধা দিয়া সুহাস কহিল—"থাম্, আর বকিস্ নে! যা বল্লুম কর্ দেখি। লক্ষ্মণকে দিয়ে ডেকে পাঠা, বিশেষ দরকার আছে বলিস্।"

"তো এখুনি যাচ্ছি! লক্ষ্মণকে এখুনি পাঠাচ্ছি। আহা বৌঠাকৃরুণ!—না না মা ঠাকুরুণ! বাবুর কি অন্যায় বল দেখি?"

'নে, আবার বক্‌তে আরম্ভ করলি?'

"এই যে যাচ্ছি মা ঠাকৃরুণ! এই এখুনি যাচ্ছি। লথাকে খুঁজে বা'র ক'ত্তে আর কতক্ষণ লাগবে।" বলতে বলতে লক্ষ্মীর মা গৃহের বাহির হইয়া গেল।

লক্ষ্মীর মা চলিয়া গেলে সুহাস একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বাতায়ন পার্শ্বে আসিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল—"এত ক'রে দেবতাকে ডাকি, দেবতা কি নাই,—ধর্ম্ম কি নাই! সকলি কি তবে মিথ্যা! পাপ-পুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম, স্বর্গ-নরক সকলি কি কবির কল্পনা? আমি কি এতই কুৎসিত,—আর সেই মাগীটা কি এতই সুন্দরী—অপ্সরী! পুরুষের প্রাণ কি এতই স্নেহশূন্য—মরুভূমি! পুরুষ কি কেবল প্রতারণা প্রবঞ্চনা করিতেই সিদ্ধহস্ত! দেবতা! দেবতা! আমার প্রতি মুখ তুলে চাও! প্রভু! এ অনাথিনী আর যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারে না। আমার স্বামী আমার চোখের সাম্‌নে একটা বেশ্যাকে নিয়ে দিন রাত্রি বিলাস স্রোতে ভেসে যাচ্ছেন,—এ দৃশ্য দেখেও কি স্থির থাকা যায়! প্রভু! আমায় সুখী না কর—মরতে দাও! ম'লে হয় তো সকল যন্ত্রণার অবসান হয়! আমি মরি না কেন? মরণ তো আমারই হাতে। ইচ্ছে ক'রে এখনি—এই মুহূর্ত্তেই মরতে পারি। সই বলে—'আত্মহত্যা মহাপাপ!'

আমি বলি—'তা নয়! বড় দুঃখে লোকে আত্মহত্যা করে—সকল যন্ত্রণার হাত হ'তে এড়িয়ে যায়। তাতে আবার কিসের পাপ!' কিসের মহাপাতক! কিসের নরক! এ নরক যন্ত্রণা অপেক্ষা তাহা অতি লঘু—অতি সামান্য! উঃ! কি দুঃখ—কি দুর্ভাগ্য!—আমার রূপ আছে—যৌবন আছে, ধন-দৌলতের অভাব নাই,—তথাপি আমার স্বামী আমার নহেন! ভাবিতেও বুক ফাটিয়া যায়।"

জানালার কাছে দাঁড়াইয়া সুহাস এই সকল চিন্তা করিতেছে,—হঠাৎ চাহিয়া দেখিল—সদর বাড়ীর ছাতে একজন লোক নির্নিমেষ নয়নে তাহার প্রতি চাহিয়া আছে। সুহাসের চোক তাহার দিকে পড়িবামাত্র সে অতি কুৎসিত হাসি হাসিতে লাগিল। জানালার পর্দ্দা টানিয়া দিয়া সুহাস তথা হইতে প্রস্থান করিল। তাহার অন্তর পুড়িয়া খাক হইতে লাগিল। "হায় হায়! আমারই স্বামীর অন্নে প্রতিপালিত হ'য়ে—তাঁহারই গৃহে থেকে আমায় এরূপ কুৎসিত ইঙ্গিত কর্‌তে সাহসী হ'ল? কে এ লম্পট! এ-কে যেন চেনা চেনা ব'লে বোধ হ'ল? যেন কত দিনের চেনা! কে এ লোকটা! সন্ধান নিতে হচ্ছে?"

নবম পরিচ্ছেদ।

"যখন তখন যাকে তাকে বৈঠকখানায় পাঠিয়ে আমায় এমন ক'রে ইন্‌সণ্ট কর কেন?" ক্রোধপূর্ণ স্বরে উপেন্দ্র সুহাসকে এই কয়টী কথা বলিলেন।

উপেন্দ্রকে দেখিয়া সুহাসের মন প্রাণ আনন্দে পূর্ণ হইল। সে মনে করিয়াছিল—উপেন্দ্র তাহাকে দু' একটি মিষ্ট কথা বলিয়া সান্ত্বনা করিবেন। কিন্তু স্বামীর আজ প্রথম কথা শুনিয়াই তাহার সে ধারণা লোপ পাইল—রাগ-রঞ্জিত অধরখানি অভিমানে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁপিতে লাগিল—চক্ষে জলধারা প্রবাহিত হইল। সুহাস বাষ্পাকুল লোচনে সগর্ব্বে কহিল,—"তোমায় কি একবার ডেকে পাঠাবার অধিকারও আমার নেই? এতে তোমার অপমান বোধ হয়?"

উপেন্দ্র। "সার্টেন্‌লি"—নিশ্চয়! যখন তখন আমায় এমন ক'রে ডিস্‌টার্ব্ব করো কেন? ঝিকে চাকরকে পাঠাও—আমার মাথা কাটা যায়, তা জান? আর কখনও এমন কায ক'রো না। সেকেণ্ড টাইম যেন এ কথা তোমায় ব'লতে না হয়।"

সুহাস। বেশ, তাই করবো। আর তোমায় বিরক্ত করবো না। তাহার মনে মন্দার কথাগুলি জাগিয়া উঠিল—। সে বলিয়াছিল—"এ সময় সই মান অভিমান ভাল নয়, তাহাতে বিপরীত ফল ফলে। ধৈর্য্য ধারণ ক'রে দুটো মিষ্টি কথা কইলে হয়-তো তাঁর সুমতিও হ'তে পারে।"

সুহাস ক্ষণকাল নীরবে চিন্তা করিয়া বলিল—"এতে তুমি রাগ করবে জান্‌তে পারলে, আমি তোমায় ডাক্‌তেম না। আমার দোষ হ'য়েছে,

ক্ষমা কর—অপরাধ মার্জ্জনা কর। আমি আর কখনও তোমাকে ডেকে পাঠাব না। দয়া করে যদি দিনান্তেও একটিবার এসে আমার সঙ্গে দেখা ক'রে যাও"—

বাধা দিয়া উপেন্দ্র কহিলেন—"অসম্ভব! আমার মোটেই সময় নেই।"

সুহাস। দিনান্তে একটিবারও দেখা দিবার সময় নেই?"

উপেন্দ্র। না, নেই।

সুহাসিনী অভিমানকে আর বাঁধিয়া রাখিতে পারিলেন না—অভিমানে কাঁদিয়া ফেলিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে পুনরায় কহিলেন—"একটীবারও দেখা দেবার সময় নেই? পাঁচ মিনিটের জন্যও অবসর নেই? এত নির্দ্দয়—এত নিষ্ঠুর তুমি! এত কঠিন তুমি! তোমার প্রাণে কি একটু দয়া মায়া নেই! কথাটা বল্‌তে তোমার কি একটু কষ্ট হ'লো না? আমি কি তোমার কেউ নই! তোমার প্রতি কি আমার কোন অধিকারই নেই! তুমি আমার চোখের সাম্‌নে একটা বেশ্যা নিয়ে উন্মত্ত থাক্‌বে;—দিন নেই—রাত্রি নেই, সুরার স্রোতে ভেসে যাবে; আর আমি তোমার ধর্ম্মপত্নী, আমি কি না দিনান্তে একবার তোমায় দেখ্‌তেও পাব না। সামান্য ক্ষণের জন্যও তোমার অবসর নেই?"

উপেন্দ্র। বাহবা, বাহবা! 'থ্যাঙ্ক ইউ'! বেশ সুন্দর মতিবিবির পার্ট 'প্লে' হচ্ছে। দি সেকেণ্ড মতিবিবি! থিয়েটার হ'লে এতক্ষণ পায়রা গুলো সব উড়ে যেতো।

সুহাস। যদি তুমি আমায় অমন ক'রে জ্বালাবে, তবে আমায় বিয়ে করেছিলে কেন? জান—আমি তোমার ধর্ম্মপত্নী—

বাধা দিয়া উপেন্দ্র কহিলেন—"আহা; তাই তো! বড় ভুল কথাটা ব'ল্লে, 'মাই ডিয়ার!' আমি তোমায় পছন্দ ক'রে বিয়ে করি নি কিম্বা

কোর্টসিপও হয় নি। আমার ‘লেট্ ফাদার’ ইচ্ছা ক’রেই এই কাণ্ডটা ক’রেছিলেন। এখন তো ‘লাইন ক্লিয়ার’ আছে, ‘ডাইভোর্স’ করো। তা হ’লে আর এতটা কষ্ট থাকবে না। যা’ক, অনেক বকা গেছে, মাথাটা ধ’রে গেল,—চল্লুম তবে” বলিয়া তিনি প্রস্থানোদ্যত হইলেন।

সুহাস তাঁহার পথ-রোধ করিয়া কাতর কণ্ঠে কহিল—“মাপ কর,—ক্ষমা কর। এই তোমার পায়ে ধ’রে বল্‌ছি, রাগ ক’রে চ’লে যেও না,—একটু বসো—দুটো ভাল কথা কও?” বলিতে বলিতে সুহাস উপেন্দ্রের পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল এবং তাঁহার পদদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক আকুলভাবে কাঁদিতে লাগিল।

পত্নীর কাতরতাপূর্ণ কথাগুলি শুনিয়া এবং তাহাকে আকুলভাবে কাঁদিতে দেখিয়াও নিষ্ঠুর উপেন্দ্রের অন্তঃকরণে বিন্দুমাত্র দয়া হইল না। তিনি বিরক্তি সহকারে বলিলেন—“আঃ কি কর ছাই—পা ছাড়, বিরক্ত ক’রো না। তোমার সঙ্গে ব’কে ব’কে আমার মাথা ধ’রে গেল। পা ছাড়, পা ছাড়? ছাড়বে না? ভাল আপদ দেখ্‌ছি! পা ছাড় বল্‌ছি! আঃ—‘ড্যাম্, নন্‌সেন্স’ বলিতে বলিতে উপেন্দ্র সজোরে পদদ্বয় মুক্ত করিয়া লইলেন এবং এই কয়েকটি কথা বলিয়াই তিনি চলিয়া গেলেন।—“শোন, আমি তোমায় স্পষ্টই বলি, তোমার সঙ্গে আমার বনিবনাও হ’ল না—হ’বেও না। এতে ইচ্ছে হয় তুমি এ বাড়ীতে থাক, না হয়—যা ইচ্ছে করো। প্যান প্যানানি আমার ভাল লাগে না।”

উপেন্দ্র প্রস্থান করিলেন। সুহাস আর একটি কথাও কহিল না, কক্ষদ্বার রুদ্ধ করিয়া শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িল। অভিমানিনী সে রাত্রে আর কিছুই আহার করিল না।

দারুণ অভিমানে—অসহ্য যন্ত্রণায় সুহাস আত্মহত্যা করিতে সঙ্কল্প করিল। ভাবিল—“যাহার কোন সুখের আশা নাই, তাঁহার মরণই মঙ্গল।

আমি নিশ্চয় মরবো,—ব্যর্থ দেহভার বহন ক'রে লাভ কি? আমি তাঁর ধর্ম্মপত্নী হয়ে এত মিনতি ক'ল্লেম, তবু তাঁর একটুকু দয়া হ'ল না। তাঁর পায়ে ধ'রে কত কাঁদলেম, কতবার ক্ষমা প্রার্থনা কল্লেম, তবুও তিনি আমায় প্রত্যাখ্যান কল্লেন—ত্যাগ কল্লেন,—তখন আর কেন! আর বেঁচে থেকে সুখ কি! যখন আমার কোন সাধ—কোন আকাঙ্ক্ষাই পূর্ণ হ'ল না—হবার সম্ভাবনাও নাই, তখন আর এ তুচ্ছ জীবন ধারণে ফল কি? তিল তিল ক'রে দগ্ধ হ'য়ে মরণ অপেক্ষা একেবারে মরণই ভাল। আমি মরবো—মরবো! আমার মরণে কাহারও কোন ক্ষতি হবে না। আমার জন্য কেহ তো এক ফোটা চক্ষের জলও ফেল্‌বে না। এমন কি, অনেকে হয় তো নিশ্চিন্তই হবে। আমিও সকল যন্ত্রণার হাত হ'তে এড়াব। আর এ সব তো আমায় দেখ্‌তে হবে না।

সুহাস সমস্ত রাত্রি এই প্রকার কত কি চিন্তা করিল। কতবার ভাবিল—এখনি মরি, কিন্তু পারিল না। ভাবনা যত সহজ, কার্য্যে পরিণত করা তত সহজ নহে। সংসারে শোকসন্তপ্ত—মর্ম্মাহত হইয়া অনেকেই হয় তো আত্মহত্যায় কৃতসঙ্কল্প হয়েন, কিন্তু সকলেই সঙ্কল্প স্থির রাখিতে পারেন কি? তাই বলি—'আত্মহত্যা করিব'—কথাটা বলা সহজ—করা সহজ নহে। সুহাস আত্মহত্যা করিবে ভাবিয়াছিল—পারিল না। অবশেষে সে উপায়ান্তর না দেখিয়া অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করিবে স্থির করিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

পরদিন দ্বিপ্রহর অতীত হইল—সুহাস ঘরের বাহির হইল না—আহারও করিল না। লক্ষ্মীর মা দুই তিনবার আসিয়া আহারের জন্য অনুরোধ করিল—পায়ে ধরিল, "অসুখ ক'রেছে, আমি কিছু খাব না" বলিয়া সুহাস তাহাকে ফিরাইয়া দিল।

এমন সময় দৈনিক ক্রিয়াকর্ম্ম সমাপন পূর্ব্বক পিসীমা আসিয়া ডাকিলেন—"হাগো বৌমা, তোমার কি হ'য়েছে? কা'ল রেতে কিছু খাও নি, এখনও খাবে না বল্‌ছ—কেন, তোমার হ'ল কি?"

সুহাস। আমার শরীর ভাল নেই, আজ কিছু খাব না, আপনারা খান গে পিসীমা!

পিসী। তা শরীর ভাল নেই বলে একেবারে উপোস ক'রে থাক্‌তে নেই। এতে গেরস্থের যে অমঙ্গল হয়! ভাত না খাও, দুধ টুধ কিছু খেয়ে শুয়ে থাক। খেঁদীর মার একটু আক্কেল নাই—বৌটা উপোস করে আছে, তা একবার ব'ল্লেও না। এদিকে গিন্নীপনা করতে আসেন। চল মা, একটু দুধ খাবে চল। আমার কথা অমান্য ক'রো না, চল।

পিসীমা এইরূপে কত সাধিলেন—কত বলিলেন, সুহাস কিছুতেই আহারে সম্মত হইল না। তখন তিনি আর কি করিবেন,—বৌমার জন্য জল-সাগুর ব্যবস্থা করিয়া,—"ঠ্যাঠা বৌ, পাজি বৌ, হাড়ে হাড়ে বজ্জাতি" ইত্যাদি বলিতে বলিতে তথা হইতে ক্রোধভরে প্রস্থান করিলেন।

পিসীমা প্রস্থান করিলে—সুহাস দরোজা বন্ধ করিয়া ঘরের মেজেতেই পড়িয়া রহিল।

ঠিক সেই সময়ে পুনঃ পুনঃ দ্বারে আঘাত করিয়া লক্ষ্মীর মা ডাকিল— "অ-মা, দোর খোল গো! তোমার সঙ্গে কে দেখা ক'ত্তে এসেছে দেখ।"

সুহাস ক্রোধপূর্ণ স্বরে কহিল—"বার বার তোকে বল্‌ছি, আমায় বিরক্ত করিস্ না, তবু আমার কথা শুন্‌বি না! ঝাঁটা খাবি এইবার! আমি খাব না যা!"

"এত রাগ ভাল নয়! দরোজা খোল, নইলে আমি চল্লুম" কথাগুলি বাহির হইতে কে বলিল। সুহাস আর কাল বিলম্ব করিল না দরোজা খুলিয়া দিল।

হাসিমাখা মুখে একটী সুন্দরী যুবতী দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া ছিলেন, দরোজা খুলিবামাত্র কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া সুহাসের হস্তধারণ পূর্ব্বক কোমলস্বরে কহিলেন—"দিন দুপুরে ঝগড়া ক'রে ঘরে কপাট দিয়েছিলি। মুখখানি যে শুকিয়ে গেছে—কিছু খাস্ নি বুঝি?"

সুহাস কহিল—"আজ তোর সঙ্গে দেখা হ'লো, ভালই হলো। সই, এতদিনে বুঝি গরীব বোন্‌টীকে মনে প'ড়েছে?"

মন্দাকিনীকে দেখিয়া সুহাসিনীর বড় আনন্দ হইল। তিনি সানন্দে সখীকে সমাদর পূর্ব্বক বসিতে আসন দিলেন। মন্দা আসনে উপবেশন করিলে সুহাস জিজ্ঞাসা করিল—"হ্যা সই! খোকাকে আনিস্ নি কেন?"

মন্দা। "এনেছি বই কি! নিস্তারের কাছে আছে। বাহিরে ময়ূর দেখ্‌ছে। তা হ্যা সই, তুই খাস্ নি কেন? আবার ঝগড়া করছিস্ ভাই?"

মন্দার কথা শুনিয়া সুহাসের মনে বড় দুঃখ হইল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"সই! আর এ প্রাণ রাখ্‌ব না, আমার মরণই ভাল। যার স্বামী এমন নিষ্ঠুর-লম্পট—পাষাণ, তার আর বেঁচে থেকে ফল কি? তার মরণই ভাল। মর্‌বার আগে তোর সঙ্গে দেখা হলো, ভালই হলো! আর একদণ্ডও আমার বাঁচতে ইচ্ছে নেই। আমি মর্‌বোই মর্‌বো!"

"ছিঃ ছিঃ ছিঃ! সই আবার সেই কথা! আমার কথা শোন্।—কিছুদিন ধৈর্য্য ধারণ কর্। তোর স্বামী আবার তোরই হবে"।

"ছাই হবে সই! আর সে আশা নাই। আমি আর সে আশা করি না। তিনি কাল আমায় স্পষ্টই ব'লেছেন—পরিষ্কার ভাবে আমায় ত্যাগ ক'রেছেন। কেন আমি তার সুখের পথে কণ্টক হ'য়ে থাক্‌বো! সই, সব কথা তোকে বলি শোন্!"

সুহাস মন্দার নিকট গত দিবসের ঘটনা সকল খুলিয়া বলিল, কিছু-মাত্র গোপন করিল না। তৎপর অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে কহিল—"সই! এত লাথি ঝাঁটা খেয়ে বেঁচে থাকা অপেক্ষা মরণই মঙ্গল নয় কি? আমি আর তাঁকে বিরক্ত করবো না,—আমি নিশ্চিতই মরবো"!

সুহাসের নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া মন্দা বহুক্ষণ নীরবে বসিয়া ভাবিলেন। তৎপরে সান্ত্বনা বাক্যে কহিলেন—"আমি বলছি সই, চিরদিন সমান যায় না! আবার তোর সুদিন হবে,—আবার তোর স্বামী তোরই হবে। না খেয়ে কেন নিজের শরীর পাত কর্‌বিস্ ভাই! আমি এখানে এসে তোর ঝির মুখে সবই শুনতে পেয়েছি।—তুই কাল থেকে খাস্ নি! আমার দিব্যি! তোকে খেতেই হবে। চল্ ভাই, খাওয়া দাওয়া করবি, তারপর কথা বার্ত্তা হবে।—লক্ষ্মী বোন্‌টী! আমার কথা অমান্য করিস্ নি!"

সুহাস করযোড়ে কহিল—"তোর দুটী পায়ে পড়ি দিদি, আমায় মাপ কর্! আমার মোটেই ক্ষিদে নেই—

সে আরও কি বলিতে যাচ্ছিল, কিন্তু বাহিরে কাহার পদশব্দ শুনিয়া চুপ করিল;—তাহার আর কিছু বলা হইল না। উভয়েই দরোজার দিকে চাহিয়া রহিল।

এমন সময়ে পান চিবাইতে চিবাইতে তারাসুন্দরী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া সুহাসকে কহিলেন—"হ্যাগো বৌমা, কাল থেকে তোমার হোল

কি ? এই লক্ষ্মীর মার মুখে শুনলেম্—কাল থেকে তুমি কিছু খাও নি, এ কি রাগ বাছা ! আমাদেরও এক দিন ভাতার ছিল—ঝগড়াও হোত, তা ব'লে খাব না কেন ? চল, খাবে চল ?" পরে মন্দাকিনীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—'তুমি কে গা ?'

মন্দা কিছু বলিবার পূর্ব্বেই সুহাস তারাসুন্দরীর নিকট তাহার পরিচয় দিল।

শুনিয়া তারাসুন্দরী কহিলেন—"ও মা ! এর কথা সেদিন বল্‌ছিলে, বটে ! আহা ! তা এসেছ, বেশ ক'রেছ ! তোমার সই কাল থেকে কিছু খায় নি ! যদি পার, ওকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে খাওয়াও গে বাছা ! আমাদের কথা তো আর শুন্‌চে না ! বৌমা ! তোমার সইকে জল টল খাওয়াইও।" এই বলিয়া তিনি গজেন্দ্র গমনে চলিয়া গেলেন।

তারাসুন্দরী প্রস্থান করিলে মন্দা সুহাসের নিকট তাহার পরিচয় লইল। সুহাস চুপি চুপি বলিল—"সই ! ইনি হ'লেন এ সংসারের ছোট গিন্নী ! বড় গিন্নীকেও দেখাব। এ বলে—আমায় দেখ্, ও বলে—আমায় দেখ। ইনি তো টাকার গরমে চোখে দেখ্‌তে পান না"।

মন্দা কহিল—"না ভাই, ও সব বাজে কথা রাখ, পরে শোনা যাবে। আমার কথা রাখ। এখন খাও, তারপর রাগ কোরো। বুদ্ধিমান লোকে খেয়ে দেয়ে রাগ করে। এসো, উঠে এসো" বলিয়া সুহাসকে আহারের জন্য বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিল। সুহাস তাহার সখীর কথা অগ্রাহ্য করিতে পারিল না—ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, আহার করিতে চলিল। মন্দা নিজে বসিয়া থাকিয়া সুহাসকে আহার করাইলেন। তৎপরে উভয়ে ঘরে আসিয়া গল্প করিতেছেন, এমন সময় বেঙ্কুকে জোড় করিয়া নিস্তার তথায় আসিয়া দাঁড়াইল এবং ক্রুদ্ধ-স্বরে কহিল—"অনেক বড় মানুষের বাড়ীতে আমি চাকরি ক'রেছি, কিন্তু এমন কখনও দেখি নি।

ছেলে—শিশু—নারায়ণ, ও মা! তাদের কি আবার আপন পর জ্ঞান আছে! একটু পেচ্ছাব ক'রেছে ব'লে তাকে কি না গা'ল দেবে!"

নিস্তারের কথার ভাবে প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া মন্দা তাহাকে ইঙ্গিতে বারণ করিলেন। প্রকাশ্যে কহিলেন—"নিস্তার! তুই বেজুকে আমার কাছে দিলি না কেন বাছা? যাই হউক, তুই খোকাকে নিয়ে বাহিরে যা—নয় তো দাঁড়া! যেখানে প্রস্রাব ক'রেছে, আমি পরিষ্কার ক'রে দিয়ে আসি।"

নিস্তার। নাও, তোমার আর পরিষ্কার ক'ত্তে যেতে হবে না। আমি সে মুক্ত ক'রে দিয়ে এসেছি। বাবা! যেন দশবাই চণ্ডী, এমন অপমান আমি কখনও হই নি। মাগীর কি মুখ গা! শেষে কি দরোয়ানে হাতে মা'র খেয়ে যাব মা? আস্তে আস্তে ভালয় ভালয় বাড়ী চল।

এতক্ষণে সুহাস নিস্তারের কথা বুঝিতে পারিল। সে তাহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক কহিল—"মা, তুমি কিছু মনে ক'রো না! উনি একটু শুচি-বাইয়ে লোক কি না, তাই—

বাধা দিয়া নিস্তার বলিল—"তাই ব'লে কি দুধের বাছাকে এমন ক'রে ছড়াবন্দি গা'ল দেবে? ওর কি ছেলে পুলে নেই?"

নিস্তারের কথা সমাপ্ত হ'তে না হ'তেই পদভরে মেদিনী কাঁপাইয়া ত্রৈলোক্যমোহিনী রণরঙ্গিণী বেশে তথায় আসিয়া দর্শন দিলেন। নিস্তারের প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া কহিলেন—"বলি—আমার তো নেই; আমার গুলো যেখানে গেছে, তোরও যাক্। হারামজাদী! মাগীর চ্যাচানি দেখো! ঝাঁটা মেরে দূর করবো এইবার!"

সুহাস প্রমাদ গণিল। পিসীমার ব্যবহার সে আদৌ পছন্দই করিত না, বিশেষতঃ সইয়ের শিশু সন্তানটীকে গালি দেওয়ায় লজ্জায় অভিমানে সে যেন মরিয়া যাইতে লাগিল। বিরক্তি সহকারে কহিল—"পিসী-মা

এ কি অন্যায়! কচি ছেলে, ওরা কি আপন পর বোঝে? যদি প্রস্রাব ক'রেও থাকে, তা ব'লে অমন ক'রে গা'ল দেওয়া কি ভাল?"

অনলে ঘৃতাহুতি পড়িল—সুহাসের কথা শুনিয়া পিসীমা একেবারে সপ্তমে চড়িলেন। "আঃ মর্! তোকে আবার কে দালালী ক'র্‌তে ব'ল্‌ছে? ভাল কি মন্দ—আমি বুঝি, আমি বুঝ্‌বো। তুই কথা কইবার কে লা বাঁদী?"

সুহাসিনী অতিমাত্র রাগান্বিত হইলেন। 'বাঁদী' কথাটা তাঁহার প্রাণে বড় লাগিল। তিনি আজ পিসীমাকে বেশ দু'কথা শুনাইয়া দিলেন, কিছুমাত্র ভীত বা বিচলিত হইলেন না। কেনই বা হইবেন! কিসের ভয়! তিনি তো আজ মরিয়া হইয়া আছেন।

পিসীমা আর দাঁড়াইতে পারিলেন না—সুহাসের মুখের সাম্‌নে ক্ষুদ্র তৃণের ন্যায় ভাসিয়া গেলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি আপন কক্ষে প্রবেশ পূর্ব্বক সশব্দে দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন।

মন্দা এতক্ষণ কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। পিসীমা চলিয়া গেলে সামান্য দু'একটী কথার পর তিনি সুহাসের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। সুহাস মন্দার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক অতি কাতরভাবে কহিল—"সই! কিছু মনে ক'রো না। তোমায় এখানে আস্‌তে বলাই আমার অন্যায় হ'য়েছে।"

মন্দা মৃদু হাসিয়া কহিলেন—"না না, মনে কি ক'র্‌বো সই! তুমি একদিন যেও—দেখা ক'রো। আর এমন ক'রে না খেয়ে থেকো না। রাগ ক'র্‌লে তোমারই ক্ষতি" ইত্যাদি নানা কথা বলিয়া বিদায় লইলেন। গাড়ীতে বসিয়া তিনি পুত্রটীকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া বারংবার তাহার মুখ-চুম্বন করিলেন। তৎপরে আপন মনে কহিলেন—"বাছারে আমার বাট্‌—বাট্‌!

একাদশ পরিচ্ছেদ।

তারাসুন্দরী এতক্ষণ আপন কক্ষে বসিয়া তামাসা দেখিতেছিলেন। কিজন্য যে সুহাসের সহিত ত্রৈলোক্যমোহিনীর বিবাদ উপস্থিত হইল, তাহা জানিবার নিমিত্ত তিনি যারপর নাই অস্থির হইলেন।

মন্দা চলিয়া গেলে তারাসুন্দরী আর অপেক্ষা করিতে পারিলেন না—ধীরে ধীরে সুহাসের কক্ষে প্রবেশ করিয়া গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হ'য়েছে গো বৌমা! দিন দুপুরে এত গণ্ডগোল কিসের? আবার হ'লো কি?"

সুহাস ভাবিতেছিল—"আমার স্বামীর সংসারে আমি কি দাসী বাঁদীরও অধম! যে সে আমাকে যা ইচ্ছে ব'ল্‌বে, আমি চুপ ক'রে ব'সে শুন্‌বো!" তাঁহার সুন্দর মুখখানি ক্রোধে আরক্তিম হইয়া উঠিল। দ্বিতীয়া গৃহিণী তারাসুন্দরীকে দেখিয়া সে কিছুমাত্র ভীত বা বিচলিত হইল না। বলিল—"দেখুন না মামী-মা, পিসীমার কাণ্ডটা! আমার সই জন্মে কখনও এ বাড়ীতে আসে নি। কত ব'লে ক'য়ে চিঠি-পত্র দিয়ে সইকে আনলুম! তা ব'লবো কি! তাঁর কি অপমানটাই না ক'ল্লেন। সাতটা নয়—পাঁচটা নয়, সবে তাঁর ঐ একটীমাত্র ছেলে। সেই ছেলেকে তাঁরই মুখের সাম্‌নে ছড়াবন্দি গা'ল! সই তো খেতে আসে নি—থাকতেও আসে নি; আমার সঙ্গে দেখা কর্‌বার জন্যে দুদণ্ডের তরে এসেছিল;—কোথায় তাঁকে সকলে একটু আদর যত্ন কর্‌বে, না তাঁর ছেলে ঐ ঘরের বারাণ্ডায় বুঝি প্রস্রাব ক'রেছিল, তারই জন্য এত কাণ্ড—এত গা'ল-মন্দ! সই আমার অপমানে এতটুকু হ'য়ে চ'লে গেল। এ কি সহ্য হয়? তারপর আবার ছুটে এলেন কি না ঝগড়া ক'ত্তে! তা স্পষ্টই বল্‌ছি মামী-মা! আমি আর

কারু তোষামোদী ক'র্‌বো না—ক'র্‌তে পারবো না। তাঁরা যেন আমার কোন কথায় না থাকেন। তা হ'লে ভাল হবে না ব'লে দিচ্ছি!"

একান্ত আশ্চর্য্যভাবে তারাসুন্দরী বলিয়া উঠিলেন—"ও মা! কি ঘেন্নার কথা! ছিঃ ছিঃ! ভদ্রলোকের মেয়ে, কি মনে ক'র্‌বে? একি কম লজ্জার কথা! পরের ছেলে পুলেদের গা'ল-মন্দ দিতে দিতেই তো নিজের গুলির মাথা খেয়ে বসেছেন; তবু তো আক্কেল হ'লো না! তোমার সইয়ের মুখখানি দেখ্‌লে প্রাণ জুড়ায়। আর উনি কি না তাঁরই সঙ্গে এমনি ব্যবহারটা ক'ল্লেন? তিনি হয় তো কত কি মনে ক'র্‌বেন! আমি আস্‌ছিলেম—তোমার সইয়ের সঙ্গে দুটো কথা বল্‌বার জন্য,—তা হাড়ী চামারের মত মুখ ছুটিয়ে ভদ্রলোকের মেয়েকে দুদণ্ড বস্‌তে দাঁড়াতেও দিলে না গো"—

তারাসুন্দরীর কথা শেষ না হইতেই ত্রৈলোক্যমোহিনী আসিয়া পুনরায় তথায় উপস্থিত হইলেন। রণরঙ্গিণী এবার সুহাস ও তারাসুন্দরী উভয়কে আক্রমণ করিলেন।

তারাসুন্দরী হঠিবার পাত্রী নহেন। তায় আবার সুহাসিনী আজ তাঁহারই পক্ষ সমর্থন করিতেছেন।—কাযেই ব্যাপার ক্রমে গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল—অন্দর মহল ছাড়িয়া সদরে গিয়া পৌঁছিল।

বন্ধুবেষ্টিত উপেন্দ্র আনন্দস্রোতে ভাসিতেছিলেন, তাঁহার সে আনন্দে বাধা পড়িল—পিসীমার চীৎকারে তিনি মনে মনে প্রমাদ গণিলেন। বিশেষতঃ কোন বন্ধুর উপহাসে তাঁহার আর ক্রোধের সীমা রহিল না, তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে অন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শুনিলেন,—পিসীমা তাঁহার স্বর্গীয় পিতাকে স্মরণ করতঃ বক্ষে করাঘাত পূর্ব্বক আকুলভাবে কাঁদিতেছেন ও সুহাসকে গালি দিতেছেন। সুহাস তাহার প্রত্যুত্তর দিতে ছাড়িতেছে না।

উপেন্দ্রকে দেখিয়া ত্রৈলোক্যমোহিনীর ক্রন্দন আরও বৃদ্ধি পাইল তিনি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"তোর বৌ আর আমায় এ বাড়ীতে থাকতে দেবে না, বাবা! ওরে, আমায় কি না ব'ল্লে রে! তুই দেখ্ বাবা! ওরে আমার উমা ভাই রে! তুই কোথায় গেলি রে? একবার এসে দেখে যা রে, তোর বেটার বৌ আজ আমায় এ বাড়ী ছাড়া ক'ল্লে রে! না, আর আমি এ বাড়ীতে থাকবো না"।

স্বামীকে দেখিয়া সুহাস অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইল বটে, কিন্তু অভিমানিনী কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে আপন কক্ষে প্রবেশ পূর্ব্বক অভিমানভরে বলিতে লাগিল—"তুমি কেন যাবে বাছা; জন্মে জন্মে গিন্নীপণা কর—আমার মাথায় যত চুল, তত পরমায়ু তোমার হউক, তুমি কেন যাবে! এখন আমিই হ'য়েছি এ বাড়ীর আপদ বালাই,—আমিই বিদেয় হবো"।

"শুনলি বাবা শুনলি—মাগীর বাক্যিগুলো শুনলি! কথার শ্রী দেখলি!" বলিয়া পিসীমা উপেন্দ্রকে সাক্ষী মানিলেন।

তারাসুন্দরী এতক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া ছিলেন, অবসর বুঝিয়া এবার তিনি কথা কহিলেন। বলিলেন—"তা শুনবে কি? তুমিই তো এই দিন দুপুরে কি মাতনটাই মাতালে? বাঁদরকে খোঁচাতে খোঁচাতেই লাফিয়ে উঠে। ওগো! উপরে থুথু ফেললে তা নিজের গায়ে প'ড়ে থাকে। ওর দোষ কি? যত দোষ তোমার। বৌমার কোন দোষ নাই"।

"হ্যালো! যত দোষ—নন্দ ঘোষ! আমারই যত দোষ। মা গো, বৌ'য়ের মুখের কি তোড়! কি হাতমুখ নাড়ার ধুম! যেন রণচণ্ডী আর কি; উপেন আমার সোণার টুকরো ছেলে,—তার কি না ঐ বৌ? ... ই জন্যই তো বাছা আমার এদিক মাড়ায় না—মুখদর্শন পর্য্যন্ত করে ... ঝাঁটা মেরে বাড়ী ছাড়া করা উচিত অমন বৌকে"।

সুহাস তখনও ক্রোধে ফুলিতেছিল—অভিমানে কাঁদিতেছিল ... পিসীমার

কথাগুলি শ্রবণ করিয়া স্থির থাকিতে পারিল না;—গৃহের মধ্যে থাকিয়াই বলিয়া উঠিল—"তাই করো গো গিন্নী—তাই করো! আমায় ঝাঁটা পেটা ক'রে তাড়িয়ে দিয়ে ভাইপোর আবার বিয়ে দাও,—দিয়ে গিন্নীপণা কর"।

পিসীমা ইঙ্গিতে উপেন্দ্রকে সুহাসের কথাগুলি শুনাইলেন। অনলে ঘৃতাহুতি পড়িল—ক্রুদ্ধ উপেন্দ্র গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া কর্কশকণ্ঠে কহিলেন—"কি হারামজাদী! আমায় গ্রাহ্য হ'ল না? বাঁদী কোথাকার? তোর বড় আস্পর্দ্ধা বেড়েছে! এই দণ্ডে তোর যেখানে খুসী চ'লে যা! বাঁদীগিরি ক'র্ত্তে পারিস্ তো এখানে থাক্‌বি।"

স্বামীর কথাগুলি সুহাসের অন্তরে বড়ই বাজিল। তিনি কোথায় দুই পক্ষের কথা শুনিয়া একটা সুবিচার করিবেন; না তিনি তাহাকে অনর্থক তিরস্কার করিতেছেন। কাযেই সে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া নীরবে থাকিতে পারিল না। তীব্রকণ্ঠে কহিল—"বাঁদীগিরি ক'র্‌তে পার্‌বো না—কর্‌বো না! কেন কর্‌বো? শ্বশুরের ঘরে বাঁদীগিরি কর্‌বো কেন? আজ আমার শ্বশুর শাশুড়ী বেঁচে থাক্‌লে কার সাধ্য আমায় এত কথা বলে? আজ তাঁরা নেই—তাই না আমি দাসী-বাঁদী? আজ আমার পিতা জীবিত থাক্‌তেও নাই। তোমাদের জন্য আমি অমূল্য পিতৃস্নেহে বঞ্চিত,—পিতার চক্ষুঃশূল হ'য়ে আছি।"

সুহাসের কথা সমাপ্ত হ'তে না হ'তেই উপেন্দ্র ক্রোধে আত্মহারা হইয়া বেগে গৃহমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক সুহাসের কুসুম-কোমল গণ্ডস্থলে বিষম চপেটাঘাত করিলেন এবং ক্রোধ-কম্পিত স্বরে কহিলেন—"বটে রে হারামজাদী! আমাদের জন্যই তুই তোর বাপের চক্ষুঃশূল হয়েছিস্! যা না,—বাপের কত মুরোদ একবার দেখে আয় না? আজই—এখনই যা! আর তোর সঙ্গে আমার কিসের সম্পর্ক? আমি ত তোকে ব'লেই দিয়েছি। যা, তোর 'ইডিয়ট্ ষ্টুপিড্' বাপকে সব বল্ গে যা! সে আমার কি করে,

একবার দেখ্‌বো। তখন বাবা ছিলেন, তাই চেপে গিয়েছিলুম—এবার আর সহজে ছাড়্‌বো না। তার গুমোর ভাঙ্গবো—তবে আমার নাম। মামী মা! একে আজই দূর ক'রে দাও! যদি না দাও—আমি রসাতল ক'র্‌বো! কা'ল যেন ওকে এ বাড়ীতে দেখ্‌তে না পাই।"

গর্ব্বিত কণ্ঠে সুহাস বলিল—"আর আমি এ বাড়ীতে থাকৃতে চাই না। এখুনি তুমি আমায় পাঠিয়ে দাও। তুমি আমার গায়ে হাত তোল—এত বড় আস্পর্দ্ধা?"

তারাসুন্দরী তখন উত্তেজিত উপেন্দ্রকে গৃহের বাহিরে লইয়া যাইতে যাইতে সুহাসকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন—"বৌ মা! চুপ কর। আর কথা বাড়িও না।" উপেন্দ্রকে বলিলেন—"উপেন্দ্র, লক্ষ্মী বাবা আমার! চুপ কর।"

উপেন্দ্র চুপ করিবার পাত্র নহেন, চীৎকার পূর্ব্বক কহিলেন—"না মামী-মা! ওর বড় আস্পর্দ্ধা বেড়েছে? ওকে উচিত মত শিক্ষা দেওয়া দরকার! তা হ'লো কৈ? আর ওর সঙ্গে আমার বনিবনাও হবে না।"

গৃহমধ্য হইতে সুহাসিনী তারাসুন্দরীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—"না মামী-মা! আমিও আর এ বাড়ীতে থাকৃতে চাই না,—মুখও দেখাতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু ওঁরা যে আমার বাপের বাড়ী যাবার মুখও রাখেন নাই! আমায় বিয়ে ক'রেছেন—আমার একটা ব্যবস্থা করুন"।

উপেন্দ্র। কিসের ব্যবস্থা? একটা কাণা কড়িও দেবো না। বাপকে নিয়ে কোর্টে গিয়ে নালিশ কর্ গে—যা। তা না পারিস্ তো বেশ্যাগিরি ক'রে খা গে-যা।

"বেশ তাই হবে—তাই ক'রবো।" গর্ব্বিত স্বরে কথাগুলি বলিয়া সুহাস নীরব হইল, আর একটীও কথা কহিল না।

উপেন্দ্র প্রস্থান করিলেন। তারাসুন্দরী আসিয়া সুহাসকে কত বুঝাইলেন,

সে একটী কথাও কহিল না—এক ফোঁটা চক্ষের জলও ফেলিল না। অন্যমনে কি যেন চিন্তা করিতে লাগিল। তারাসুন্দরী কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া প্রস্থান করিলেন। তৎপরে সুহাস দরোজা বন্ধ করিয়া জানালায় গিয়া দাঁড়াইল। সে রাত্রে তাহার আর নিদ্রা হইল না।

পরদিন প্রভাতে উপেন্দ্রের পরিবারবর্গ প্রায় সকলেই শয্যা ত্যাগ করিয়া আপন আপন কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছে, এমন সময়ে লক্ষ্মীর মা আসিয়া তারাসুন্দরীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল—"ছোট মা? বৌঠাকুরুণকে দেখ্‌তে পাচ্ছি না? খিড়্‌কীর দরোজা খোলা!"

একান্ত বিস্মিতভাবে তারাসুন্দরী বলিলেন—"ও মা! বলিস্ কি গো! সে কি! তবে সত্যি সত্যিই চ'লে গেল না কি? কার সঙ্গে গেল গো! ও মা, বৌয়ের কি সাহস! এখন কি হবে?

ঝি। সকলেই তো বাড়ীতে র'য়েছে ছোট মা! বৌঠাকুরুণ বোধ হয় একাই কোথায় চ'লে গেছেন। ধন্যি সাহস বাবা!

তারা। তুই এদিক ওদিক খুঁজে দেখেছিস্?

ঝি। হ্যাঁ গো মা ঠাকুরুণ! না দেখে কি আর আগেই খবর দিতে এসেছি? আমি সব জায়গায় তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজেছি, কোথাও নেই! ঘরও খোলা!

তারাসুন্দরী পরিচারিকাদিগকে সুহাসের অনুসন্ধান করিতে আদেশ করিলেন। তাহারা অনেক অনুসন্ধান করিল—কোথাও সুহাসের সন্ধান মিলিল না।

পিসীমা তখনও ঘরের বাহির হয়েন নাই। সবে মাত্র বিছানায় বসিয়া ঠাকুর দেবতার নাম করিতেছিলেন। হঠাৎ শুনিতে পাইলেন—"ঘরে বৌ নাই, কোথায় চলিয়া গিয়াছে। অনেক অনুসন্ধানেও কোন খোঁজ পাওয়া যাইতেছে না"। শুনিবামাত্র তাঁহার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া

পড়িল। তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন—"ও মা! যাবো কোথা! কি সর্ব্বনেশে বৌ গো! কি বুকের পাটা গো! শেষে কি না কুলে কালি দিয়ে বেরিয়ে গেল? বাপের বাড়ী সে কখনও যায় নি। তার চরিত্র যে ভাল নয়, তা আমি বেশ জানি। আহা! শেষে কি না কুলে কালি দিলে! লোকের কাছে মুখ দেখাব কি ক'রে? তা হ্যা গো! সে গেল কা'র সঙ্গে?" ইত্যাদি বলিতে বলিতে তিনি ঘরের বাহির হইলেন। সে দিন আর তাঁহার ঠাকুর দেবতার নাম করা হইল না।

তারাসুন্দরী কহিলেন—"তা এত অপমান মার-ধর ক'ল্লে। কি বৌ-ঝি ঠিক থাকে? সে তার বাপের বাড়ী চ'লে গেছে।"

পিসীমা। যদি বাপের বাড়ীই গিয়ে থাক্‌বে, তবে লুকিয়ে যাবে কেন? আজ গেল না কেন? রা'ত দুপুরে একেলাই বা যাবে কি ক'রে? সে নিশ্চয়ই কা'রও সঙ্গে গেছে। আগে থেকে গড়াপেটা ছিল—তাই! নইলে মেয়ে মানুষের এত সাহস! তা' কি কখনও হ'তে পারে?"

পিসীমা তখন নানা প্রকারে সুহাসের চরিত্র-দোষেরই প্রমাণ করিতে অগ্রসর হইলেন।

কথাগুলি তারাসুন্দরীর ভাল লাগিল না। 'কথা বাড়িয়ে লাভ নাই' বিবেচনা করিয়া তিনি কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

"মা! বাবু তো সংসারে একটী পয়সাও দিচ্ছেন না,—সব উড়িয়ে দিচ্ছেন, আর তুমি একটী কথাও ব'ল্‌বে না? দু'কথা না ব'ল্লে চ'ল্‌বে কেন? তুমি না ব'ল্লেই বা ব'ল্‌বে কে?

নিস্তারের কথা শুনিয়া মন্দা বলিলেন—"কি ক'র্‌বো নিস্তার! আর তাঁকে বোঝাবই বা কেমন ক'রে?"

নিস্তার। কেন? একটু রাগ টাগ ক'রে এক দিন দু'দশ কথা শুনিয়ে দাও না? তুমি কিছু বল না ব'লেই তো বাবু মজা পেয়ে গেছেন!

মন্দা মৃদু-মন্দ হাসিলেন মাত্র, নিস্তারের কথার কোন উত্তর করিলেন না।

নিস্তার। হাস্‌লে যে?

মন্দা। হাস্‌বো না? তোর যেমন কথা!

নিস্তার। কেন, আমি কি মন্দ কথাটাই বল্লুম! আজ দু'মাস ধ'রে বাবু সংসারে একটী পয়সাও দেন না—

বাধা দিয়া মন্দা কহিল—"তিনি দেন না তো এত বড় সংসার চ'ল্‌ছে কেমন ক'রে? সবই তো চ'লে যাচ্ছে, তিনিই তো দিয়েছিলেন? তখনও যেমন দিন চ'লে যেত—এখনও চ'লে যাচ্ছে। তখনও যেমন দু'বেলা খেতুম্‌—এখনও খাচ্ছি। তবে কেন এ সব কথা নিয়ে তাঁকে বিরক্ত ক'র্‌বো নিস্তার? যখন সময় হবে, তখন তিনি আপনা হ'তেই দেবেন।—"

নিস্তার। না চাহিলে আপনা হইতে তিনি একটী পয়সাও দেবেন না।

তুমি না পার—আমিই বাবুকে ব'লে খরচাটা আদায় ক'রবো। রাজুর স্কুলের মাহিনা দু'মাস বাকী প'ড়েছে, মুদি প্রায় ৪০৲।৫০৲ টাকা পাবে। ধোপার চা'র কুড়ি বার খানা কাপড়ের দাম বাকী আছে, গয়লা বৌ দু'মাস একটা পয়সাও পায় নি। আমার কথা ছেড়ে দাও। সহিস্ কোচম্যান—এরাও কিছুই পাচ্ছে না। বাবু যে মাসে মাসে টাকাগুলো নিয়ে কি ক'চ্ছেন,—তা তিনিই জানেন। তুমি না ব'ল্লে তো চ'ল্‌বে না মা? তুমি না ব'ল্‌তে পার, আমিই ব'ল্‌বো।

নিস্তারের কথা শুনিয়া মন্দার মুখে চিন্তার রেখা দেখা দিল। তিনি মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিলেন—প্রায় তিন শত টাকার উপর বাজারে দেনা হইয়াছে। মন্দা প্রমাদ গণিলেন। এত টাকা কি করিয়া পরিশোধ হইবে, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

তাহাকে চিন্তিত দেখিয়া নিস্তার কহিল—"কি ভাব্‌ছ মা"?

মন্দা। তাই তো, কি হবে মা? অনেক টাকা বাজারে দেনা হ'য়েছে? ভেবেছিলাম—"তাঁর কাছে কিছু চাইব না। তিনি পূর্ব্বে যেমন আপনা হইতেই সব দিতেন—এখনও দিবেন।—এ মাসের মাহিনা পেলেই সকলকে কিছু কিছু দিবেন। তা তো কিছুই দিলেন না। আজ মাসের ১২।১৩ দিন হ'য়ে গেল"।

নিস্তার। আর কি সে টাকা বাবুর কাছে আছে? সে সব খরচা হ'য়ে গেছে বোধ হয়। তাই তো বল্‌ছি মা, না চাইলে কি চলে! ধার না হয় কল্লুম, কিন্তু তাও তো শোধ ক'ত্তে হবে?

মন্দা। নিস্তার, আমি এই ক'দিন ধ'রে কেবল সেই কথা ভাব্‌ছি। ভেবে ভেবে একটা উপায়ও স্থির ক'রেছি। এ রকম না ক'ল্লে আর চ'ল্‌বে না। বামুনদিদিকে জবাব দিয়েছি, আমি নিজেই রাঁধবো। আর চাকর দু'জন রেখে কি হবে? রাজু এখন ত একেলাই

স্কুল থেকে আস্‌তে পারে। খাবারের না হয় পয়সা দেবো—স্কুলে কিনে খাবে। আর এ বাড়ী ছেড়ে দিতে হবে। মাসে ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা ক'রে বাড়ী ভাড়া জম্‌ছে! বাড়ীওয়ালা ভাল লোক—তাই এখনও কিছু বলেন নি। অল্প টাকায় ছোট খাটো একখানা বাড়ী দেখে ভাড়া নেব। অথবা যদি কোন গৃহস্থের বাড়ীর কোন অংশ ভাড়া পাওয়া যায়, তাই নেব। আর এই যে ধার টার গুলো হয়েছে, চুড়ি ক'গাছা বাঁধা রেখে বা বিক্রী ক'রে সেগুলো শোধ ক'রে দেবো। তার পর কষ্টে স্বষ্টে এক রকম ক'রে দিন কাটাব। তোমাকে—বলিতে বলিতে মন্দা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন।

নিস্তার বহুক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিল। তাহার চক্ষে জল দেখা দিল। সে বাষ্পাকুলনেত্রে গদগদ কণ্ঠে কহিল—"হ্যা মা! আমাকেও জবাব দিতে চাও না কি?"

মন্দা। না মা? তোকে জবাব দিলে আমার চ'লবে না। রাজু বেজু তোকে না দেখ্‌লে হয় তো মারা যাবে? তবে নতুন ঝি কামিনীকে রেখে কি হবে? তাকে জবাব দেব। নিস্তার? তুই আমায় মায়ের মত যত্ন করিস্। সত্যি কথা ব'ল্‌তে কি, তোকে ছেড়ে আমিও থাক্‌তে পারবো না।

মন্দা কাঁদিয়া ফেলিলেন। নিস্তারও কাঁদিতে লাগিল।—কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল—"তুমি ছেড়ে থাক্‌তে পা'ল্লেও আমি পার্‌বো না মা! দু'বেলা দু'মুটো খেতে পেলেই আমার যথেষ্ট। আমি মাইনে টাইনে চাই না। রাজু-বেজুকে ছেড়ে—তোমায় ছেড়ে আমি কোথাও থাক্‌তে পার্‌বো না। আর ঝি চাকর সকলকেই জবাব দিলে হাট বাজার ক'র্‌বে কে? কোথাও যেতে আস্‌তে দরকার হ'লে যাবে আস্‌বে কে? একজন ঝি তোমায় রাখ্‌তেই হবে। ঐ কচি ছেলে নিয়ে রান্না-বান্না থেকে বাসন কোসন ধোয়া পর্য্যন্ত সব কি তুমি ক'ত্তে পার্‌বে?"

মন্দা। তা পা'লেও আমি তোমায় ছাড়্‌বো না। এই এত বড় বাড়ীটায় একলাটী থাকি কেবল তোমার ভরসায়। আমার পোড়া ঘুম, বেজু রেতে কেঁদে খুন হয়, তুমি আমায় ডেকে তুলে দাও, তবে উঠি। তুমি ভিন্ন আমার আপনার তো আর একটীও নাই। তার উপর আবার অন্যত্র গেলে একজন অভিভাবক থাকাও তো দরকার! তুমিই এখন আমার অভিভাবক।

নিস্তারের বড় ভাবনা হইয়াছিল—মন্দা হয় তো তাহাকেও জবাব দিবেন। এক্ষণে মন্দার কথা শুনিয়া তাহার সে ভাবনা দূর হইল—নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া বসিয়া নিদ্রাবেশে পড়িয়া যাইতে লাগিল। শেষে সে অঞ্চল পাতিয়া সেই স্থানে শুইয়া পড়িল।

মন্দাকিনী নীরবে বসিয়া আপন মনে ভাবিতে লাগিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

মন্দা যাহা সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাহাই করিলেন। চাকর চাকরাণীদিগকে একে একে জবাব দিলেন। বাড়ীওয়ালার নিকট আপনার অলঙ্কার বাঁধা রাখিয়া খুচরা দেনা যাহার যাহা ছিল—পরিশোধ করিলেন। বাড়ীওয়ালা আসিয়া নিস্তারের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। তাঁহারা বাড়ী ছাড়িয়া দিয়া অন্যত্র যাইবেন শুনিয়া কহিলেন—"এ কথাটা বড় ভাল বোধ হ'চ্ছে না। আর জান্‌লে বাছা! এই যে ডাক্তার বাবু এ বাড়ী খানা দু-বৎসরের এগ্রিমেণ্ট ক'রে নিয়েছিলেন, তা দু'বৎসর ত এখনও পূর্ণ হয় নাই।"

মন্দার কথানুসারে নিস্তার কহিল—"তা বাবু! আপনি যখন এতটা দয়া ক'রলেন, তখন এটিও করুন। আপনার উপকার আমরা কখনও ভুল্‌তে পারবো না। আপনার বাড়ী যতদিন না ভাড়া হয়, আমরা না হয় অর্দ্ধেক ভাড়া দিব। এত বড় বাড়ীতে থাক্‌লে আমাদের চ'ল্‌বে না—এত টাকা মাসে মাসে ভাড়া দিতে পার্‌বো না।"

মন্দার মধুর কণ্ঠস্বরের মোহিনী শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়াই হউক অথবা নিজের স্বাভাবিক দয়ালুতা বশতঃই হউক, বাড়ীওয়ালা বলিলেন—"না, না! আমি সে কথা বল্‌ছি না! বাড়ী আমার প'ড়ে থাক্‌বে না। বাড়ী কি প'ড়্‌তে পায়? আর অর্দ্ধ ভাড়াও চাই না। বরং আমি একটা কথা ব'ল্‌তে যাচ্ছিলাম—"বলিয়া বৃদ্ধ বাড়ীওয়ালা একবার নীরব হইলেন। কিছুকাল পরে পুনরায় কহিলেন—"কথাটা

এই, বুঝ্‌লে কি না—এই কলিকাতা সহরে লোক চেনা ভার! কে কেমন চরিত্রের লোক,'তার ঠিক নেই। আর ইনি বৌ মানুষ, একলাটী থাক্‌বেন—সে কি ভাল দেখায়? ডাক্তার বাবু তো সকল সময়ে বাড়ীতে থাকেন না। তা তুমি বৌ-মাকে জিজ্ঞাসা কর,—যদি উনি আমার বাড়ীতে থাকেন, আমি বড় সুখী হব। আর আমার বাড়ীর মেয়েরাও ওঁকে দেখ্‌তে শুন্‌তে পারবে—কোনরূপ অসুবিধা হবে না। বৌমার মত হ'লে আমি সব বন্দোবস্ত ক'র্‌তে পারি।"

অন্তরালে থাকিয়া মন্দাকিনী বৃদ্ধের কথাগুলি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর তিনি নিস্তারের দ্বারায় সমস্ত বলিয়া পাঠাইলেন। নিস্তার আসিয়া বলিল—"আপনার কথায় মাঠাকুরুণের কোনই আপত্তি ছিল না। আমাদের ইচ্ছা—অল্প টাকায় একখানি বাড়ী ভাড়া ক'রে থাকি। আর আপনি যা ব'ল্লেন, বাবু হয় তো তাতে রাগ ক'ত্তে পারেন।

বৃদ্ধ। আহা, হা! এতে তিনি রাগ ক'র্‌বেন কেন? আমারই তো ঠাকুর বাড়ীর লাগোয়া ছোট বাড়ীটা খালি আছে।

নিস্তার। সেটা কি আপনি ভাড়া দেবেন?

বৃদ্ধ। সেটা ভাড়াই তো ছিল। তবে দোতলা নয়—একতলা; কল টল সবই আলাদা। কেবল একটু দোষ—অন্দরে যাবার আসবার পথ, সদরের পার্শ্বেই। না না, তাতে তোমাদের কোনই অসুবিধা হবে না—বে-আবরুও হবে না। বৌমা না হয় গিয়ে একবার দেখে আস্‌তে পারেন। তোমরা সেখানে গেলে আমিও দেখ্‌তে শুন্‌তে পার্‌বো। লোকে যতটা ক'র্‌ত্তে পারে, আমি ক'রবো।

বাড়ীওয়ালার কথা শুনিয়া মন্দা মনে করিলেন—"ইনি বড় ভদ্রলোক—বড় দয়ালু! আপনার লোকেও কখন এতটা আত্মীয়তা দেখায় না। ইচ্ছা

করিলে আমাদের নিকট হইতে দুই বৎসরের সমুদায় ভাড়া আদায় করিয়া লইতে পারিতেন! তার উপর ইনি বৃদ্ধ পিতৃতুল্য! যখন ইঁহারই একখানি ছোট ভাড়াটিয়া বাড়ী আছে, তখন সে স্থানে না গিয়া অন্যত্র যাওয়া একান্ত অন্যায়; আর এখন অন্যত্র যাই বা কোথায়? বরং ইঁহার আশ্রয়ে থাকলে সময় অসময় উপকার পাইব" ইত্যাদি চিন্তা করিয়া মন্দা অস্ফুটস্বরে কহিলেন,—"নিস্তার! এখন আর কোথায় যাব। ইনি আমাদের জন্য অনেক ক্ষতি স্বীকার ক'রেছেন। তুমি বল—আমরা ওঁরই বাড়ীতে যাব। সেই সঙ্গে একবার ভাড়ার কথাটাও জিজ্ঞাসা করো।"

নিস্তারকে আর বলিতে হইল না। বাড়ীওয়ালা নিজেই কথাগুলি শুনিয়া কহিলেন—"না না! আমার তেমন ক্ষতি কিছুই হয় নি। এ আর ক্ষতি কি! বাড়ী আমার প'ড়ে থাকবে না। পনর বিশ দিনের মধ্যেই ভাড়া হ'য়ে যাবে। আর—সে বাড়ীটার ভাড়ার কথা? তা তোমরা যখন ব্যস্ত হ'চ্ছ, তখন ব'লে রাখি—ও বাড়ীটায় যিনি ভাড়াটে ছিলেন, তিনি মাসিক সাড়ে তের টাকা ভাড়া দিতেন। তোমাদের আমি পুরো দশ টাকাতেই ছেড়ে দেব।"

নিস্তার। সে আপনার দয়া! আমার মাঠাকরুণ ছেলে মানুষ, অন্য কোন অভিভাবক নাই। আপনার বাড়ীতেই আমরা যাবো, দশ টাকাই ভাড়া দেবো। তবে আজ যাওয়া হবে না। ক'াল মঙ্গলবার। পরশু বুধবার আমরা এ-বাড়ী ছেড়ে দেবো।

বাড়ীওয়ালা। কেন? মঙ্গলবার তো উত্তম দিন! "মঙ্গলের উষা বুধের পা, যথা ইচ্ছা তথায় যা।" মঙ্গলবার উৎকৃষ্ট বার। আর বিলম্বই বা কেন? তোমার মাঠাকরুণকে কোন বিষয় ভাবতে হবে না। জিনিষ পত্র যা কিছু আছে, আমিই আমার লোকজন দিয়ে পাঠিয়ে দেব। সে

জন্য ওঁকে কিছু ভাব্‌তে হবে না। আমি যখন আছি, তখন কোনই ভাবনা নেই।

মন্দা মঙ্গলবারে যাইবেন স্থির করিয়া বাড়ীওয়ালা প্রস্থান করিলেন।

বাড়ীওয়ালা চলিয়া গেলে মন্দার বড় ভাবনা হইল। স্বামীর বিনা অনুমতিতে তাঁহার এরূপ স্বেচ্ছাচারিতা ভাল হয় নাই। একবার তাঁহার অনুমতি লওয়া আবশ্যক। স্বামীর অনুমতি না লইয়া তিনি যে কখনও কোন কার্য্যই করেন নাই। তবে আজ কেনই বা এমন করিবেন? মন্দা নিস্তারকে সকল কথা বলিয়া বলিলেন—"নিস্তার মা! কাযটা ভাল হয় নি। তাঁর মতামত সর্ব্ব প্রথমে জানা দরকার! তিনি হয় তো আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হ'তে পারেন। তুই মা, একটীবার বাড়ীওয়ালা কর্ত্তাকে গিয়ে ব'লে আয়—'আমরা এখন দু-তিন দিন যেতে পারবো না। এমন কি, এমাস পূর্ণ হ'তে আর পাঁচ সাত দিন বাকী আছে, ১লা তারিখে আমরা নূতন বাড়ীতে যাব।' এর মধ্যে তাঁর একটা মতামত নিতে পার্‌বো। তা না হ'লে আমি কখনও যেতে পারবো না। তিনি যাতে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট না হন, তাই আমায় ক'ত্তে হবে। তুই একবার গিয়ে এই কথাটা ব'লে আয় লক্ষ্মী মা আমার!"

নিস্তার প্রস্থান করিল। একটু ভাবিয়া মন্দা স্বামীকে এইরূপ একখানি পত্র লিখিলেন।

পরম পূজনীয়—

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—

শত সহস্র প্রণাম জানিবেন। আজ কয় দিন হইল, আপনি একটীবারও আসেন নি কেন? যদি কোন অপরাধ ক'রে থাকি, ক্ষমা ক'রবেন। দয়া করিয়া একবার দাসীকে দেখা দিবেন। অনেক কথা আছে—সে সকল পত্রে জানাইবার নহে। আপনি আসিলে মুখেই বলিব। বিশেষ

প্রয়োজন না হইলে আপনাকে বিরক্ত করিতে সাহস পাইতাম না। একবারটী অবশ্য অবশ্য আসিবেন। আপনি আসিলে কৃতার্থ হইব। ইতি ১২ই মাঘ।

আপনার—

চরণাশ্রিতা দাসী—

মন্দা।

পত্র লেখা শেষ হইল। নিস্তার ফিরিয়া আসিলে তাহাকে দিয়া পত্রখানি ডাকে ফেলিতে দিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন সকাল হইতে মন্দা স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। বেলা বাড়িতে লাগিল। পুত্র দু'টীকে আহার করাইয়া তিনি অন্যান্য কতকগুলি কার্য্য সমাধা করিলেন। ক্রমে বেলা শেষ হইতে চলিল, রমণীবাবু আসিলেন না। নিস্তার ও মন্দা আহার করিল। মন্দা উপরে আসিয়া নিস্তারকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন—"নিস্তার! চিঠিখানা ডাক ঘরে দিয়ে এলি—এখনও তো এলেন না? তবে কি হবে মা! বোধ হয় তিনি আস্‌বেন না।"

নিস্তার। সে কথা তো আমি পূর্ব্বেই বলেছি—বাবু আস্‌বেন না।

মন্দা। তবে কি হবে মা! কি ক'র্‌বো? আমি যে মহাভাবনায় পড়্‌লেম! ঐ বুঝি আস্‌ছেন!

বলিতে বলিতে শুনিতে পাইলেন—সদর দরোজায় কে কড়া নাড়িতেছে। মন্দা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন—"না এ নয়"!

ঠিক সেই সময় পিয়ন আসিয়া দরোজায় আঘাত করিয়া কহিল—"চিঠ্যি লে যাও—চিঠ্যি!"

মন্দার সর্ব্বশরীর পুলকে রোমাঞ্চিত হইল—হৃদয় আনন্দে ভরিয়া গেল। মনে মনে বলিলেন—"তিনি আস্‌তে পারেন নি, চিঠি দিয়েছেন।"

নিস্তার পিয়নের নিকট হইতে পত্রখানি আনিয়া মন্দার হস্তে প্রদান পূর্ব্বক ব্যগ্রভাবে বলিল—"বাবুর হাতের লেখা ব'লে বোধ হ'চ্ছে! দেখ দেখি?"

মন্দা পত্রখানি লইয়া নির্নিমেষ নয়নে দেখিতে লাগিলেন। আনন্দে

তাঁহার মন-প্রাণ ভাসিয়া যাইতেছিল,—এ যে তাঁর চির-পরিচিত হস্তাক্ষর—এ যে তাঁর স্বামীর পত্র! তিনি সানন্দে বলিলেন—"নিস্তার! আস্‌তে পারেন নি, বোধ হয় সেই জন্য চিঠির উত্তর দিয়েছেন"।

নিস্তার আর কোন কথা কহিল না, কার্য্যান্তরে গমন করিল। কেন না, সে জানিত—মন্দা তাঁহার সম্মুখে স্বামীর পত্র কিছুতেই পড়িবেন না। কাযেই সে চলিয়া গেল।

নিস্তার প্রস্থান করিলে মন্দা ক্ষিপ্রহস্তে পত্রাবরণ মোচন পূর্ব্বক পত্রখানি পাঠ করিতে লাগিলেন।

পত্রখানি হাতে লইয়া তিনি যেরূপ আনন্দিত হইয়াছিলেন, পত্র পাঠকালীন তাঁহার সেরূপ আনন্দের লক্ষণ দেখা গেল না। তাঁহার সেই হাসিমাখা মুখখানি ক্রমে ক্রমে ম্লান হইয়া আসিল। তিন চারিবার তিনি পত্রখানি পড়িলেন। তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল—

"এই মাত্র তোমার পত্র পাইলাম। তোমার সহিত দেখা করিতে পারিলাম না। বিশেষ কোন দরকারে বিদেশে যাইতেছি, আর পত্র দিও না। ইতি"—

শ্রীরমণীমোহন মুখোপাধ্যায়।

বিষম চিন্তায় মন্দার মন আস্থির হইল। তিনি ব্যাকুলভাবে করযোড়ে বলিতে লাগিলেন—"নারায়ণ! আর তো ভাব্‌তে পারি না ঠাকুর! আমার এ ভাবনার শেষ ক'রে দাও, হরি! মা মঙ্গলচণ্ডি! আমায় এ মহাবিপদ হ'তে রক্ষা কর—পরিত্রাণ কর। তিনি কোথা যাচ্ছেন—কেন যাচ্ছেন, কিছুই জানি না। মা দয়াময়ি! তুমি তাঁকে রক্ষা কর। দীনবন্ধু! পতিতপাবন দয়াময় হরি! তিনি যে কাযেই যান্, যেন তাঁর ভালয় ফিরে আসেন। তুমি তাঁকে রণে বনে বিপদে রক্ষা কর।"

এমন সময়ে নিস্তার আসিয়া ডাকিল—'মা!'

'মা' শব্দটী কর্ণে প্রবেশমাত্র মন্দা চমকিত ভাবে নিস্তারের প্রতি সজলনেত্রে দৃষ্টিপাত করিলেন।

নিস্তার স্থিরদৃষ্টিতে মন্দার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি ভাব্‌ছিলে মা? কাঁদ্‌ছো কেন? বাবু কি লিখেছেন?"

মন্দা। তিনি এখানে নাই।

নিস্তার। এখানে নাই! তবে কোথায় গেছেন? এ কা'র চিঠি?

মন্দা ধীরে ধীরে কহিল—"তাঁরই বটে, তবে তিনি কোথায় গেছেন, তা জানি না"।

নিস্তার। সে কি মা! আমি তো কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না! তুমি কি লিখ্‌লে—বাবুই বা তা'র কি উত্তর দিলেন, কিছুই তো আমায় ব'ল্লে না? ধন্যি তোমার লজ্জা মা! এ সময় তোমার লজ্জা করা ঠিক নয়। লজ্জা না ক'রে আমার কাছে বল দেখি—"বাবুকে তুমি কি লিখেছিলে?"

মন্দা কোনই উত্তর করিল না।

নিস্তার পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—"মা! বাবুকে তুমি কি চিঠি দিয়েছিলে?"

মন্দা অন্যমনে কহিল—"কি লিখেছিলেম্—মনে নেই! আস্‌বার কথা লিখেছিলেম্ বোধ হয়।"

নিস্তার। বাবু কি সেই চিঠির জবাব দিয়েছেন?

মন্দা। হুঁ।

নিস্তার। তিনি কি আস্‌বেন না লিখেছেন?

মন্দা। বিদেশে গেছেন, কেমন ক'রে আস্‌বেন নিস্তার? এখানে থাক্‌লে নিশ্চয়ই আস্‌তেন।"

নিস্তার কিছুকাল নীরবে থাকিয়া কি ভাবিল। পরে পুনরায় জিজ্ঞাসা

করিল—"সে সব কথার কি উত্তর দিয়েছেন? নাও মা, তোমার লজ্জা রাখ। আমার কাছে লজ্জা টজ্জা ক'রো না,—সবটা পড় শুনি।"

মন্দা। লজ্জা তো করি নি মা! তবে কিই বা পড়্‌বো, দু'লাইন তো চিঠি! বলিয়া মন্দা নিস্তারের নিকট রমণীবাবুর পত্রখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিল।

নিস্তার একমনে শ্রবণ করিয়া একটু বিরক্তি-সহকারে বলিল—"ও মা, এই চিঠি! তা' কাযের কথা তো একটীও নেই! এ বাড়ী বদলান হবে কি না, তা'র তো কিছুই লেখেন নি? তবে কি হবে মা! বাবু তো সে কথার কিছুই উচ্চ-বাচ্য ক'ল্লেন না! তুমি না হয় আর এক খানা চিঠি লিখে দাও—এখনি আমি ডাকে ফেলে দিয়ে আসি।"

মন্দা। তিনি যে চিঠি দিতে মানা ক'রেছেন নিস্তার! আর চিঠি দেবই বা কোথায়?

নিস্তার। মানা ক'ল্লেনই বা! তাতে দোষ কি? এই আগের ঠিকানায় ফের চিঠি লেখ।

মন্দা। তিনি যে এখানে নেই। থা'ক্ নিস্তার, আর চিঠি দেব না।

নিস্তার। নেই কি! এখানে—এই কল্‌কাতাতেই তিনি আছেন। ও সব মিথ্যা অছিলা—সেই মাগীর চক্র। তুমি ফের চিঠি লেখ।

মন্দা নীরবে কি ভাবিতে লাগিল।

নিস্তার। কি ভাব্‌ছো মা! আমার কথা শোন,—আজই আর একখানা চিঠি দাও। এ তো অন্যায় নয়। অত কথার কি না এই জবাব?

মন্দা। আমি সে সব কথার কিছুই লিখি নি নিস্তার?

নিস্তার একটু ক্রোধের সহিত কহিল—"তবে কি লিখেছিলে? ছাই মাথামুণ্ড?"

ধীরে ধীরে মন্দা কহিল—"তাঁকে আস্‌তে লিখেছিলেম্‌। এ সব কথা চিঠিতে লিখ্‌তে আমার লজ্জা কচ্ছিল। আর তাও বটে,—যদি অপরে পড়ে, সেই ভয়ে ঘর-সংসারের এ সব কথা লিখি নি। ভেবেছিলেম—তিনি এলে ব'ল্‌বো।"

নিস্তার। ঐ তো তোমার দোষ! ঐ পোড়া লজ্জার জন্যই তো এত কাণ্ড হ'য়ে গেল। তুমি যদি গোড়াগুড়ি লজ্জা না ক'রে বাবুকে দু'দশ কথা ব'লতে, তা হ'লে এমনটী হ'তো না। সে কথা যা'ক্‌—তুমি চিঠিতেও যদি এ সব কথা খুলে লিখ্‌তে, বাবু সেখান থেকেই যা হয় একটা বন্দোবস্ত ক'রে দিতে পা'র্‌তেন। তা এখন কি ক'র্‌বে! বাড়ীওয়ালা তো আজ সকালে এসে ব'লে গেল—বাড়ী ঘর পরিষ্কার ক'রে রেখেছে। এখন কি হবে?

মন্দা। যত দিন না তিনি অনুমতি করেন, কেমন ক'রে যাব নিস্তার! রাগ ক'রবেন্‌ যে?

নিস্তার। তবে কি ক'রবে, এখানেই থাক্‌বে? এতেই দিন চলে না। পঞ্চাশ টাকা ক'রে অনর্থক বাড়ী-ভাড়া গুণ্‌বে?

মন্দা। অগত্যা তাই ক'র্‌তে হবে। তিনি ঘরে আসুন, তাঁর মত নিয়ে যা হয় ক'র্‌বো। অনর্থক তাঁকে অসন্তুষ্ট ক'র্‌বো না।

নিস্তার চুপ করিল।

ক্রমে আরও একমাস কাটিয়া গেল, রমণীবাবু আসিলেন না। নিস্তার অনুসন্ধানে জানিল—রমণীবাবু কলিকাতায় আছেন। সে পুনরায় মন্দাকে পত্র দিতে অনুরোধ করিল।

তিনি নিস্তারের অনুরোধ না রাখিয়া পারিলেন না।—সাংসারিক সমস্ত অবস্থা বর্ণন করিয়া রমণীবাবুকে সুদীর্ঘ একখানি পত্র দিলেন। দু'দিন পরে তাহার উত্তর আসিল—

"তোমার পত্র পাইয়া যারপর নাই দুঃখিত হইলাম। আমার অবসর মাত্র নাই। তুমি বুঝিয়া সংসার চালাইবে। বাড়ীর সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছ, আমার মতে তাহা যুক্তিসঙ্গত। কেন না—আমার অনেক টাকা দেনা হইয়াছে, তার উপর খরচ পত্র আছে। আপাততঃ কিছুই দিতে পারিব না, তুমি বুঝিয়া চলিবে। যদি সময় পাই, দেখা করিব। তুমি আর পত্র দিও না। ইতি—"

পুনশ্চ—তোমরা সাবধানে থাকিও। আমি নিয়ত তোমাদের সংবাদ পাই, সেই জন্য নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি। ইতি—

শ্রীরমণীমোহন মুখোপাধ্যায়।

পত্র পাইয়া মন্দাকিনী দুইদিন পরে নূতন বাড়ীতে উঠিয়া গেলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

মন্দাকিনী যে বাড়ীতে আশ্রয় লইলেন, তাহাতে মাত্র তিনখানি ঘর। দুইখানি শয়ন-গৃহ, একখানি ভাণ্ডার-গৃহ এবং বারাণ্ডার একপার্শ্বে অস্থায়ী রন্ধন-গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। খানিকটা উঠান আছে। তৎপরে ঠাকুর-বাড়ী—ঠাকুর-বাড়ীর পার্শ্বেই গৃহস্বামীর বাড়ী। তাহা মন্দার গৃহ হইতে স্পষ্টই দেখা যায়। এমন কি, জানালায় দাঁড়াইয়া পরস্পর কথাবার্ত্তা কহিতে পারা যায়।

এই সময় গৃহস্বামী বা বাড়ীওয়ালার কিছু পরিচয় দিয়া রাখি। এই সব ঘর-বাড়ী ও টাকা-কড়ি তাঁহার পৈতৃক বা স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি না হইলেও উপস্থিত তিনিই ইহার মালিক। কেন না, তাঁহার ভগিনীপতি মৃত্যুকালে একমাত্র তাঁহাকেই সমস্ত সম্পত্তির হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা করিয়া যান। তাঁহার ভগিনীও অধিক দিন বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে পারিলেন না, স্বামীর মৃত্যুর কয়েক মাস পরে তিনিও আপন সন্তানটীকে ভ্রাতার হস্তে অর্পণ করিয়া কালগ্রাসে পতিত হন। কাযেই এ সকল বিষয়-সম্পত্তি তাঁহার ভাগিনেয়ের হইলেও বর্ত্তমানে তিনিই ইহার মালিক। তাঁহার ভাগিনেয়ের বয়স এক্ষণে ষোল বৎসর, নাম আনন্দমোহন। আনন্দমোহন দেখিতে সুন্দর, কিন্তু লেখা পড়ায় তেমন নহে। মাতুলও তাহাকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করিবার জন্য বড় একটা মনোযোগ করিতেন না। লেখা পড়ায় সুপণ্ডিত না হইলেও আনন্দ একজন সুগায়ক। গান-বাজনায় তার বড়ই সখ। গায়ক ও বাদকদিগের সহিত তাহার আলাপ পরিচয়ও যথেষ্ট। ক্রমে অনেকগুলি গায়ক ও বাদক জুটিল। সকলেই যুবক—সকলেই ওস্তাদ, আর আনন্দ-মোহন সকলের ওস্তাদ।

কিছুদিন পরে সখের থিয়েটার আরম্ভ হইল। থিয়েটারে বিল্বমঙ্গল 'প্লে' হইবে। সম্মুখে ঝুলন আসিতেছে—সেই সময় অভিনয় করিতে হইবে, তাহারই আয়োজন হইতে লাগিল। আনন্দের মাতুল এ সব বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য করিতেন না, বরং কেহ কিছু বলিলে বলিতেন—"আরে! ছেলে বেলায় আমরাই কি না করেছি, হেঃ! মা-বাপ মরা ওই একটা ভাগ্নে, চাকরী তো ক'র্‌তে হবে না! যাক্ত ক'রে হোক্, আনন্দ সুখে থাকে, থাক্।" মুখে এ সব বলিতেন বটে, কিন্তু ভাগিনেয়কে বাজে খরচ করিতে একটী কপর্দ্দকও দিতেন না। আনন্দ চালাক ছেলে, মাতুলের নিকট কিছুই চাহিত না। মাসীমার নিকটই তাহার যত আব্দার। তাঁহার নিকট চাহিবামাত্র পাইত। তিনি পরে ভ্রাতার নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতেন। কাযেই আনন্দের কোন অসুবিধা হইত না।

আনন্দের মাতুলের বয়ঃক্রম পঞ্চাশের কিছু উপরে; নাম—হরেকৃষ্ণ মিত্র। পাড়ায় তাঁহার আর একটী নাম ছিল—ভণ্ড-তপস্বী। তবে তাঁহার এ নামটী কেহ প্রকাশ্যে ব্যবহার করিত না। মিত্র মহাশয় একজন গোঁড়া হিন্দু, বৈষ্ণব ধর্ম্মে তাঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা-ভক্তি। জনসমাজে যাহাতে আপনাকে পরম বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত করিতে পারেন, এজন্য তিনি সততই চেষ্টা-যত্ন করিতেন। ৺গোপালজীউর সান্ধ্য আরতি সমাপ্ত হইলে, বৈষ্ণব বাবাজীগণ খোল-করতালি বাজাইয়া যখন মধুর হরিনাম সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিতেন, হরেকৃষ্ণ তখন তাঁহাদের সুরে সুর মিলাইয়া তালে বেতালে গাহিতেন—

(ভজ) "নিতাই গৌর রাধে শ্যাম
হরে কৃষ্ণ হরে রাম।"

হরেকৃষ্ণ সম্বন্ধে আমাদের অনেক কথা বলিবার ছিল, কিন্তু সকল কথা বলিতে গেলে ভাল দেখায় না। কথায় বলে—"বোবার শত্রু নাই।"

যাহা হউক্, হরেকৃষ্ণের ন্যায় মামলাবাজ লোককে বিশেষতঃ না ঘাঁটানই ভাল। আমরা তৎসম্বন্ধে কয়েকটীমাত্র কথা সঙ্ক্ষেপে বলিব। পাঁচ ছয় বৎসর হইল—তিনি বিপত্নীক। গৃহিণীর মৃত্যুতে তিনি তেমন ব্যথিত হন নাই।—সেই দন্তহীনা কলহপ্রিয়া প্রিয়ার মৃত্যুতে আদৌ তিনি ব্যথিত হন নাই। কেই বা এইরূপ অঙ্গহীনা অর্দ্ধাঙ্গিনীর অভাবে বিরহ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকেন! যাহা হউক্, পত্নীর মৃত্যুর পরে হরেকৃষ্ণ অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছেন—বৈষ্ণব-ধর্ম্মে মাতিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য অতি মহৎ, অতি গভীর, অতি উদার! তিনি অবলা রমণীদিগের দুঃখ-কষ্ট দেখিতে পারেন না। এমন কি, তাহাদের দুঃখ-কষ্ট দূর করিবার জন্য নিজের জীবনটা পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে—অকাতরে দান করিতে পারেন। কন্যাদায়ে প্রপীড়িত কোন দরিদ্র সন্তান তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে দারোয়ান দিয়া তখনই তাহাকে বাহির করিয়া দেন—বেচারীর অপমান লাঞ্ছনার সীমা পরিসীমা থাকে না; কিন্তু সেই একই উদ্দেশ্যে কোন রমণী আসিয়া দাঁড়াইলে, সে তাহার রূপ-গুণের অনুপাতে কিছু না কিছু সাহায্য পাইয়া থাকে। দোল, রাস, ঝুলন প্রভৃতি পর্ব্বসমূহে নামজাদা কীর্ত্তনওয়ালীরা বিলক্ষণ দু'পয়সা রোজগার করে, কিন্তু সখের থিয়েটারওয়ালারা তথায় স্থান পায় না।

হরেকৃষ্ণ বড় কৃপণস্বভাব, অতি নীচদৃষ্টি! অত বড় সংসারের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য তিনি একটীমাত্র চাকরাণীর ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার কনিষ্ঠা বিধবা ভগিনী অম্বিকাসুন্দরী উপস্থিত সংসারের গৃহিণী। অম্বিকাসুন্দরীর একটীমাত্র কন্যা। সেও আজ প্রায় চারি বৎসর হইল বিধবা হইয়া মাতুলালয়ে বাস করিতেছে; তাহার নাম তরুলতা। জননী কন্যার সম্পূর্ণ বৈধব্যবেশ দর্শন করিতে না পারায়—তাহার হস্তে বলয়, কণ্ঠে হার এবং কর্ণে মাকড়ী রাখিয়া দিয়াছেন। সাদা থান কাপড়ও তাহাকে পরিধান করিতে দেন নাই। তরুর বয়স,

অষ্টাদশ বৎসর। বিবাহের তিন চারি বৎসর পরেই সে বিধবা হয়। তরু সুন্দরী না হইলেও দেখিতে কুৎসিতা নহে।

অম্বিকাসুন্দরী গৃহিণীপণা করিলেও তিনি এখন বৃদ্ধা—বয়স পঞ্চাশতের কিঞ্চিৎ নিম্নে। স্বামীর মৃত্যুর পর দেবর, ভাসুর ও তৎপত্নীদিগের সহিত মনোমালিন্য উপস্থিত হওয়ায় তিনি হরেকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তখন তরুর বিবাহ হয় নাই। বুদ্ধিমান্ হরেকৃষ্ণ তাহাদের সহিত মামলা করিয়া কতকটা বিষয় ভাগিনেয়ীর বিবাহের খরচাস্বরূপে আদায় করিয়া লয়েন। অম্বিকাসুন্দরী নিজের অলঙ্কারাদি বিক্রয় করিয়া অর্থ-সংস্থানপূর্ব্বক বন্ধকী কারবারে অনেক টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন ও করিতেছেন। পরন্তু, সংসার হইতেও তিনি বিলক্ষণ দু'পয়সা জমাইতেছেন। তাই বলিয়া তিনি কৃপণ-স্বভাবা নহেন, ধর্ম্ম-কর্ম্ম, বার-ব্রত ইত্যাদিতে কিছু কিছু ব্যয়ও করিয়া থাকেন।

অম্বিকাসুন্দরী আনন্দকে অতিশয় স্নেহ যত্ন করেন—আনন্দের অনেক আব্দার সহ্য করেন। আনন্দও মাতার ন্যায় তাঁহার নিকট আদর যত্ন পায়—আব্দার করে।

মন্দাকিনী এ বাটীতে আসিবার পূর্ব্বেই অম্বিকাসুন্দরী ভ্রাতার নিকট সমুদয় শুনিয়াছিলেন। সরলা মন্দা এ বাড়ীতে আসিয়া কয়েক দিনের মধ্যেই অম্বিকাসুন্দরীর সহিত ঘনিষ্ঠতাপূর্ণ 'মাসীমা' সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া ফেলিল। মন্দার মিষ্ট মধুর অমায়িক ব্যবহারে অম্বিকাসুন্দরীও তাহার প্রতি যথেষ্ট আকৃষ্ট হইলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

দিন চলিয়া যায়—থাকে না। সুদিন হউক—কুদিন হউক, সুখে হউক—দুঃখে হউক, হাসিয়া হউক—কাঁদিয়া হউক, যেমন করিয়াই হউক দিন চলিয়া যায়—থাকে না। তবে কাহারও দিন যায় সুখে, কাহারও দিন যায় দুঃখে। কাহারও দিন যায় হাসিয়া নাচিয়া গাহিয়া, কাহারও দিন যায় কাঁদিয়া কাটিয়া অতি কষ্টে—অতি দুঃখে। ধনী-দরিদ্র, ইতর-ভদ্র সকলেরই দিন চলিয়া যায়। দিন যায় বটে, কিন্তু স্মৃতি যায় না। যাহার সুখে দিন যায়, তাহার সুখের স্মৃতি; যাহার দুঃখে দিন যায়, তাহার দুঃখের স্মৃতি। সুখের সময় দুঃখের স্মৃতি বিশেষ কষ্টদায়ক নহে। কিন্তু দুঃখের সময় সুখের স্মৃতি অতীব কষ্টদায়ক। সুখের সময় দুঃখের স্মৃতি—অতীত জীবনের ঘটনাগুলি মনে পড়িলে সুখীর মন প্রাণ শিহরিয়া উঠে বটে, কিন্তু তেমন দুঃখদায়ক হয় না—মন প্রাণ কাঁদে না। দুঃখের সময় সুখের স্মৃতি—অতীত জীবনের সুখের কথাগুলি স্মরণ হইলে দুঃখীর দুঃখ কমে না, বরং বৃদ্ধি পায়, হৃদয় ফাটিয়া যায়—মন প্রাণ কাঁদিয়া আকুল হয়। সে সময় অতীত সুখের কথাগুলি যেমন যন্ত্রণাপূর্ণ, তেমনই কষ্টদায়ক। দুঃখী তখন জীবন্মৃতাবস্থায় শরীর ধারণ করিয়া কষ্টে সৃষ্টে দিনের পর দিন কাটাইতে থাকে। তাই বলি, যেমন করিয়াই হউক, দিন চলিয়া যায়,—থাকে না।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর মন্দার অনেকগুলি দিন চলিয়া গিয়াছে। দিন যতই যাইতেছে, মন্দার দুঃখ কষ্ট ততই বাড়িতেছে—দুঃখে কষ্টে দিন

চলিয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে সময় সময় রমণীবাবু আসিতেন, তাঁহাকে দেখিয়া মন্দা দুঃখকে দুঃখ,—কষ্টকে কষ্ট বলিয়া গ্রাহ্য করিত না। এক্ষণে আর তিনি আসেন না। তাহার উপর অর্থাভাব। যাহা কিছু সঞ্চিত ছিল—তাহাদ্বারা অতিকষ্টে এতদিন চলিয়াছে। যে কয়খানি অলঙ্কার ছিল, তাহাও বন্ধক পড়িয়াছে। ব্যয় আছে, আয় নাই। কাযেই অর্থাভাবে মন্দা বড়ই বিব্রত হইল। নিস্তার মুদীকে বলিয়া জিনিষ-পত্র ধারে আনিত, কিন্তু ধার করিয়া কতদিন চলে। অনেক টাকা পাওনা হইয়াছে, কিছুই পাইতেছে না, দোকানদার ধারে জিনিষ দেওয়া বন্ধ করিয়া দিল। কিছু টাকা না পাইলে সে আর ধার দিবে না, কাযেই মন্দার কষ্টের সীমা পরিসীমা রহিল না। তথাপি যাহা ছিল, তদ্দ্বারা দুই তিন দিন এক প্রকার চলিল, কিন্তু আর তো চলে না।

নিস্তারের পরামর্শে মন্দা রমণীবাবুকে পুনরায় একখানি পত্র লিখিয়াছিল—কিছু অর্থ-সাহায্য চাহিয়াছিল। উত্তরে রমণীবাবু একটা পয়সাও দিতে পারিবেন না লিখিয়াছেন। স্বামীর পত্র পাইয়া মন্দা বড় কান্নাটা কাঁদিল, কিন্তু কাঁদিলে কি হইবে? দুঃখ-কষ্টের এই তো সূত্রপাত! জীবনে কত দুঃখ—কত কষ্ট সহ্য করিতে হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? মন্দা মনে মনে চিন্তা করিল—"ভাগ্যে সুখ থাকে তো হবেই। যদি সতী হই, স্বামীর প্রতি—দেবতার প্রতি বিন্দুমাত্র ভক্তি থাকে, পুনরায় সব পাব, পুনরায় সুখী হব।" এইরূপ আশায় বুক বাঁধিয়া সে আপনা আপনি মনকে প্রবোধ দিল, স্থির করিল—"যে কোন উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিতেই হইবে, নচেৎ বাছারা যে আমার না খেয়ে মারা যাবে! যেমন ক'রে হ'ক, মান-সম্ভ্রম বজায় রেখে অর্থের সংস্থান ক'র্‌তেই হ'বে।" মন্দা নিস্তারকে শুনাইয়া কত কাঁদিল—কত কি ভাবিল। একবার বলিল—"আমার মরণই মঙ্গল।" আবার কহিল—"না না, আমি মরলে ওদের কে দেখ্‌বে? আমি

ভিন্ন বাছাদের মুখের দিকে চাইবার তো কেহই নাই! আমি মর্‌লে ওরা কোথায় যাবে? বাছারে! ষা'ট্!"

সে পুনরায় ভাবিল—"বোনার কায, সাঁচ্চার কায, উলের কায ক'রে স্বাধীন ভাবে কি অর্থোপার্জ্জন হয় না? তাতে কি কষ্ট দূর হবে না? হ'তে পারে, কিন্তু তাতেও কিছু মূলধন চাই, নতুবা কায চালাব কেমন ক'রে?

কার্য্যটী মন্দার মনে বেশ লাগিল এবং সে কিরূপে ইহা সাধন করিতে পারে, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল। তৎপর কথাপ্রসঙ্গে অম্বিকা-সুন্দরীকে কহিল—"মাসী-মা! একটা কথা ব'ল্‌তে সাহস হ'চ্ছে না, না ব'ল্‌লেও নয়। যদি মামাবাবুর নিকট হ'তে আমায় আরও কিছু টাকা ধার ক'রে দেন, অথবা আমার গহনাগুলি বিক্রী ক'রে আপনাদের সুদ আসল নিয়ে বাকী টাকাটা আমায় দিয়ে দেন, তা হ'লে আমার বড়ই উপকার হয়। আমি ঘরে ব'সে কিছু উপায় ক'র্‌তে পারি। নইলে ত আর চলে না।"

অম্বিকা। তা' আমি ব'ল্‌বো মা! দাদা না দেন, আমি যোগাড় যন্ত্র ক'রে দেব। গহনা আছে থা'ক, বিক্রী করবার দরকার কি? এখন ক'টাকা চাই বলো, আমি কিছু দিচ্ছি। তারপর না হয় দাদার কা থেকে চেয়ে দেব।

মন্দা অম্বিকার নিকট হইতে ২৫৲ পঁচিশ টাকা ধার লইয়া আসিল। পাঁচটী টাকা সংসার খরচার জন্য রাখিয়া অবশিষ্ট টাকা দ্বারা নিস্তারকে দিয়া নানারূপ বুনিবার জিনিষ পত্র আনাইল এবং অবসর মত কার্পেট, লেশ, ফুল, সাঁচ্চার জুতা মোজা ইত্যাদি বুনিতে আরম্ভ করিল। দু'চার দিনের মধ্যেই তাহার অনেক জিনিষ তৈয়ারি হইয়া গেল।

সবই তো হইল, কিন্তু জিনিষ খরিদ করে কে? মন্দা নিস্তারকে দিয়া কতকগুলি জিনিষ বাজারে নমুনা স্বরূপ পাঠাইয়া দিল। সম্মুখে ৺পূজা।

এ সময় দোকানদারগণ জিনিষগুলি নিতেও পারে, এই আশায় মন্দা নিস্তারকে পাঠাইল। দোকানদারগণ ঐ সকল নমুনা দেখিয়া মূল্য নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক তখনই কতকগুলি 'অর্ডার' দিল। নিস্তার আসিয়া মন্দাকে তাহা কহিল। মন্দা আর দর-দস্তর করিল না। তাহার মন প্রাণ ভগবদ্-ভক্তিতে পূর্ণ হইল। সে বারংবার ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিয়া উদ্দেশ্যে প্রণাম করিল। তৎপর পূর্ণ উদ্যমে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিল। তিন দিবসের মধ্যেই 'অর্ডার' অনুযায়ী দ্রব্য সকল প্রস্তুত করিয়া দিয়া তাহার লাভের সামান্য অংশ সংসার খরচার জন্য রাখিল। অবশিষ্ট অর্থে পুনরায় নানাপ্রকার পশম, সূতা, গুলি প্রভৃতি আবশ্যক মত জিনিষ-পত্র আনাইল। ইতিমধ্যে নিস্তারও একে একে অনেকগুলি দোকান স্থির করিয়া ফেলিল। দোকানদারগণও বাজার দর অপেক্ষা অনেকটা সুবিধায় জিনিষ পাইয়া বিশেষ লাভবান হইতে লাগিল। তাহারা নিস্তারকে বাজার দর অপেক্ষা কম দর বলিলেও মন্দা নিস্তারের মুখে তাহা শুনিয়া অসন্তুষ্ট হইত না। সে মনে করিত—এখন দর-দস্তরের সময় নয়, জিনিষ বিক্রী করাই একমাত্র উদ্দেশ্য ও আবশ্যক। ৺পূজার পূর্ব্বেই তাহার রোজ দেড় টাকা হইতে দুই টাকা পর্য্যন্ত আয় হইতে লাগিল। তাহা হইতে সংসার খরচের জন্য সামান্য কিছু রাখিয়া অবশিষ্ট টাকা দ্বারা সে নিজের প্রয়োজন মত জিনিষ-পত্র সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিল। সাঁচ্চার কাযেই তাহার অধিক 'অর্ডার' আসিতে লাগিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

আহারান্তে মন্দা তাহার কার্য্য করিতেছিল। পার্শ্বে বসিয়া রাজেন্দ্র এটা সেটা করিয়া মাতার সাহায্য করিতেছিল এবং নিস্তার বেজুকে লইয়া সম্মুখস্থ কক্ষে নিদ্রা যাইতেছিল। এমন সময় হস্তে কয়েকটি পান লইয়া তরুলতা ধীর মন্থর গতিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া মন্দা মৃদু হাসি হাসিয়া কহিল—"এস ভাই তরু, বস! রাজু বাবা, আসনখানা তোর মাসীমাকে এনে দে ত?"

"না না, থাক্ দিদি! আমি অমনিই বস্‌ছি।" বলিয়া তরুলতা ভূতলেই বসিয়া পড়িল এবং রাজুকে জিজ্ঞাসা করিল—"রাজু, আজ স্কুলে যাও নি?"

রাজু। আজ যে মুসলমানদের পর্ব্ব-দিন মাসী-মা! ছুটি আছে। আমাদের যেমন দুর্গা পূজা হয়, এও তাদের তেমনি ধারা।

মন্দা ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল—"ছেলে আমার সব বিষয়ে পণ্ডিত! তুই কেমন ক'রে জান্‌লি রে?"

বিস্ফারিত নেত্রে রাজেন্দ্র কহিল—"আমি কি ছেলে মানুষ মা! আমি সব জানি। আমাদের ক্লাসে একটি মুসলমান ছেলে পড়ে। সে ব'লেছে, আজ তারা নূতন কাপড়, জামা জুতো প'র্‌বে, সকলের সঙ্গে দেখা শুনা ক'র্‌বে, কোলাকুলি ক'র্‌বে, নমস্কার ক'র্‌বে। ঠিক আমাদের বিজয়ার মতন—না মা? 'মা এইটে দাও, এইটে দাও বেশ মানাবে, সুন্দর হবে।"

বালক কথা কহিতেছিল বটে, কিন্তু মাতার কার্য্যের প্রতি বিলক্ষণ লক্ষ্য রাখিয়াছিল এবং পূর্ব্বের ন্যায় মাতাকে সাহায্য করিতেছিল।

তরু মৃদু মৃদু হাসিতেছিল। সে তখন মন্দাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল —"দিদি! তোমার এ ছেলে যদি বেঁচে থাকে—খুব মস্ত বড় বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, পণ্ডিত হ'বে। 'বড় চালাক ছেলে।"

"বেঁচে থাকে তবে ত?" বলিয়া মন্দা রাজুর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।

তরু। আহা! বেঁচে থাক। রাজু! সেই রাখাল বালকের গানটা একবার গাও ত বাবা! লক্ষ্মী ছেলে! কি গান সেটা?

রাজেন্দ্র ঈষৎ হাস্য সহকারে কহিল—"ভুলে গেছেন মাসীমা! বাঃ, আমি ব'লবো।"—'সেই বৃন্দাবনে' বলিতে বলিতে বালক অপ্রস্তুতভাবে মাতার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। মাতা মৃদুমন্দ হাসিয়া আপন কার্য্যে মন দিলেন।

তরু কহিল—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, এইটে বটে, গাও ত!"

মাতার মুখপানে চাহিয়া রাজেন্দ্র সঙ্কুচিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল—'গাইব মা?'

মাতা সম্মতিসূচক মস্তক সঞ্চালনপূর্ব্বক কহিলেন—"গাও না বাবা, গাও।"

মাতার আদেশ প্রাপ্তিমাত্র বালক হাততালি দিতে দিতে হেলিয়া দুলিয়া নাচিতে নাচিতে মধুরকণ্ঠে গাহিল—

"আমি বৃন্দাবনে বনে বনে ধেনু চরা'ব।"

গান শুনিতে শুনিতে মন্দার কার্য্য বন্ধ হইল—সে অনিমেষ নেত্রে রাজেন্দ্রের মুখপানে চাহিয়া রহিল।

"এ কি! কে এ লোকটা! জানালার অন্তরালে লুকাইয়া থাকিয়া পলকশূন্য নয়নে মন্দার প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে? কে ঐ পাষণ্ড! দুষ্ট লালসিত ভাবে সতী রমণীর রূপ-সুধাপানে অভিলাষ করিতেছে! মন্দা ত

ইহাকে দেখিতে পায় নাই! দেখিলে নিশ্চয়ই সাবধান হইত—গাত্রবস্ত্র সংযত করিত।”

মন্দার গাত্রে আবরণ থাকিলেও কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় তাহা সংযত নহে—বিশৃঙ্খল। মস্তক—অবগুণ্ঠনশূন্য। এলায়িত কেশরাশি পৃষ্ঠের চারিপার্শ্বে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে তাহার রূপ যেন শতধা উছলিয়া উঠিয়াছে। লোকটা সেই একভাবেই দাঁড়াইয়া আছে। দেখিলে বোধ হয়, তথা হইতে চলিয়া যাইবার ক্ষমতাও যেন তাহার নাই।

রাজুর গান শেষ হইল। মন্দা মৃদু হাস্য সহকারে কহিল—“রাজু! সেই গানটা গাও ত বাছা! ‘আয় রে আয় হরি ব’লে।’ সেইটে—”

জননীর আদেশে বালকের আনন্দের সীমা নাই! সে পূর্ণ উৎসাহে হাতে তাল রাখিয়া গাহিল—

“আয় রে আয় হরি ব’লে বাহু তুলে নেচে আয়।”

বালকের কণ্ঠনিঃসৃত সুমধুর হরিগুণ গান শুনিতে শুনিতে মন্দার অন্তর ভক্তিরসে পূর্ণ হইল। সে মনে মনে কহিল—“হরি! আমায় তোমার রাঙ্গা পায়ে স্থান দিও।” তরুলতা মুগ্ধভাবে রাজেন্দ্রের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

সেই সময় মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে আনন্দ আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল।

হঠাৎ তাহাকে দেখিয়া ব্যস্তভাবে গাত্রবস্ত্র সংযত করিয়া মন্দা একটু সরিয়া বসিল। আনন্দ মন্দার প্রতি একবারমাত্র দৃষ্টিপাত করিয়া ঈষৎ হাস্য সহকারে রাজুকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল—“রাজু! বেশ গাইতে পার তো, বাবা? বাঃ, বেশ বেশ!” তৎপর লজ্জিতা অধোমুখী মন্দাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল—“দিদি! আমায় দেখে এত লজ্জা কেন? আমি যে তোমার ছোট ভাই! তুমি আমার বড় দিদি, আর তরু আমার ছোট

দিদি।" বলিতে বলিতে মন্দার পরিত্যক্ত কার্য্যের প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িবামাত্র একান্ত বিস্মিত এবং উৎসুক ভাবে বলিল—"বাঃ, বাঃ! 'ফাষ্টক্লাস' হ'চ্ছে ত? তুমি এমন সুন্দর কাষ জান? বাঃ!"

মন্দাকে কিছুই বলিতে হইল না। তরু কহিল—"এ কি দেখ্‌ছ ভাই! দিদি এর চেয়ে ভাল ভাল কাষ ক'র্ত্তে পারেন। আমি যে শিখ্‌চি! দিদি আমায় শেখাবেন ব'লেছেন"।

আনন্দ হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল। কিঞ্চিৎ অবজ্ঞাসূচক স্বরে কহিল—"তুমি যেদিন এমন 'ফাষ্টক্লাস' কাষ ক'র্ত্তে পারবে দিদি, আমি তোমায় একটা 'প্রাইজ' দেব। শেখ এখন সাত বৎসর। ও সব ঈশ্বরদত্ত গুণ, জান? এই যে রাজু এমন সুন্দর গান গাইছে,—অনেক বড় বড় লোকে পারবে না। ও সব ঈশ্বরদত্ত গুণ জান্‌লে? সকলে পারে না। মন দিয়ে যদি চেষ্টা কর, তবে শিখ্‌তে পারবে। আহা! বড় দিদি, আমায় এক যোড়া সাঁচ্চার জুতা তৈয়ারি ক'রে দেও না! পূজার সময় প'রবো! কত খরচা পড়বে?"

তরু কহিল—"তা আমি জেনে তোমায় বল্‌বো। এখন তুমি যাও, দিদির কাষ হ'চ্ছে না। এতক্ষণ কতটা হ'য়ে যেত।"

আনন্দ কিছু অপ্রস্তুত ভাবে কহিল—"তাই তো! আমি এসেই সব নষ্ট ক'চ্ছি। তা, দিদি তো আমার কথা শুনছেন। আমার এক যোড়া চাই। এর পর অনেক কাষ আমি এনে দেব। আমার বন্ধুরা সকলে একবার দেখ্‌তে পেলে হয়।" বলিতে বলিতে আনন্দ তথা হইতে প্রস্থান করিল।

"এ কি! এখনও লোকটা নড়ে চড়ে নাই! ঠিক দাঁড়াইয়া আছে! তবে চক্ষু দুইটী পলকশূন্য নহে—ক্রোধে আরক্ত। মুখখানা মুগ্ধভাবের পরিবর্ত্তে ক্রুদ্ধভাবে ভরিয়া উঠিয়াছে। লোকটা অস্ফুটস্বরে আপন মনে

বলিতেছিল—"নাঃ, আর না! ছোঁড়াটা দিন দিন বড় বাড়িয়ে তুল্‌ছে! আরে মলো, হতভাগা! বেশ হেসে হেসে কথা ব'ল্‌ছে ত! একটুও লজ্জা হ'চ্ছে না! এত বেহায়া! ঐ যে ঘন ঘন বৌটার দিকে চাইছে। ঐ যে! ঐ, চেয়ে চেয়ে কি যেন ব'ল্‌ছে—ব'লে ব'লে হাস্‌ছে! নাঃ! অসহ্য,—অসহ্য! এ সব চুপ ক'রে চোখে দেখা যায় না, একটা যা'হয় বিহিত ক'র্ত্তেই হবে!" আনন্দ প্রস্থান করিবার পরও লোকটা বহুক্ষণ দাঁড়াইয়াছিল, পরে ধীরে ধীরে পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

এই লোকটা কে? পাঠক ইহাকে চিনিয়াছেন কি? ইনি আমাদের বৈষ্ণব চূড়ামণি 'হরেকৃষ্ণ'।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

৺পূজার আর অধিক বিলম্ব নাই। অনেকগুলি কাষ একত্রে লইয়া মন্দার স্নানাহারের অবসর পর্য্যন্ত নাই।. প্রতিবেশীদিগের অনেকগুলি বালিকা আজ কা'ল মন্দার নিকট লেশ, কার্পেট্‌ ইত্যাদি উলের এবং সাঁচ্চার কার্য্য শিক্ষা করিতে আসিয়া থাকে। মন্দা তাহাদিগকে অতি যত্নসহকারে শিক্ষা দিয়া থাকে। দিবাভাগের অধিকাংশ সময়ই সে অনেকগুলি বালিকা লইয়া থাকে। অনেক গৃহিণীর সহিতও তাহার আলাপ পরিচয় হইয়াছে। তাহার মিষ্ট মধুর ব্যবহারে অনেকেই তাহাকে বিলক্ষণ স্নেহ যত্ন করিয়া থাকেন। মন্দা সুহাসের বাড়ীর ঘটনা স্মরণ করিয়া কাহারও বাড়ী যায় না। সে জন্য অনেকে অনেক সময় দুঃখপ্রকাশ করিয়া থাকেন। তাহার দিনগুলি এক প্রকার কাটিয়া যাইতেছে। ক্ষুদ্র জীবনটীকে কর্ম্মস্রোতে ভাসাইয়া দিয়া সে অনেক দুঃখ-যন্ত্রণার লাঘব করিয়াছে বটে, কিন্তু পতির অদর্শন জনিত দুঃখটী ভুলিতে পারে নাই। একটু অবসর পাইলেই স্বামীর বিষয় চিন্তা করে,—দেবদেবীর নিকট স্বামীর মতি-গতি সুপথে ফিরাইয়া দিবার জন্য কায়মনে প্রার্থনা করে। স্বামীর চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার অন্তর নানারূপ দুর্ভাবনায় অস্থির হইয়া পড়ে।

নিস্তার আজ কা'ল সংসারের সমুদয় কার্য্য করিয়া থাকে,—রন্ধনের সমুদয় উদ্‌যোগ করিয়া দেয়। তাহাতে এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টার মধ্যেই মন্দার রন্ধন কার্য্য শেষ হয়। সে অসম্ভব পরিশ্রম করে। নিস্তার এজন্য তাহাকে কত নিষেধ করে, এমন কি, রাগ করিয়া কত কথা শুনাইয়া দেয়। মন্দা সে কথার উত্তরই দেয় না।

অত্যধিক পরিশ্রমে মন্দার শরীর ক্রমশঃ কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। নিস্তার আহার করিতে বসিয়া তাহাকে এজন্য দু'কথা শুনাইয়া দিল। মন্দাও তখন আহারে বসিয়াছিল, কোন উত্তর করিল না। নিস্তার একান্ত দৃঢ়ভাবে কহিল—"আজ থেকে রেতে কায ক'ত্তে পাবে না। দেখি তুমি কেমন ক'রে কায কর?" এই কথাগুলি বলিয়া নিস্তার তাড়াতাড়ি এক গ্রাস ভাত তুলিয়া মুখে পূরিল এবং মন্দার মুখের দিকে চাহিয়া চর্ব্বণ করিতে করিতে পুনরায় কহিল—"শুনতে পাচ্ছ মা! আজ থেকে আর রেতে কায করা হবে না।" বলিতে বলিতে থালাখানি কিঞ্চিৎ সরাইয়া দ্বারের নিকট ভাল করিয়া জাঁকিয়া বসিল। গৃহের মধ্যে মন্দা আহার করিতেছিল, নিস্তারের কথা শুনিয়া কহিল—"পাগলের মত কি বল্‌ছিস্ মা! যাদের কায নিয়েছি—ক'রে দিতে হবে ত?"

নিস্তার। আমি কি তাদের কায ফিরিয়ে দিতে বল্‌ছি? আমি বল্‌ছি,—রোজ রোজ দেড়টা অবধি রা'ত জাগ কেন? এখন থেকে আর সেটি হবে না।

মন্দা। তা কি হয় মা? কাযগুলো নিয়েছি, একটু শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর ক'রে না দিলে চ'লবে কেন? এখনও কায কত বাকী আছে।

নিস্তার। থাকে, থা'ক্ গে। তা ব'লে এমন ক'রে পরিশ্রম ক'ল্লে ক'দিন বাঁচবে মা! এদিকে খাওয়াও ত দিন দিন উঠে যাচ্ছে। ঐ ভাত ক'টা নিয়ে খাও, টক দিয়ে খাও—ফেলে রেখ না। শেষে কি একটা ব্যামো স্যামো ক'র্ব্বে? নাও, ও ক'টা রেখ না। সব খাও।

মন্দা। আর পারি না মা! থা'ক্।

নিস্তার কিছুতেই তাহা শুনিল না। মন্দা অগত্যা সেগুলিও খাইল। নিস্তার প্রত্যহই এইরূপ জিদ করিয়া মন্দাকে খাওয়াইত।

আহার সমাপ্ত হইলে রন্ধনগৃহ পরিষ্কার করিয়া মন্দা আপন কক্ষে

উপস্থিত হইল। কক্ষের ভিতরে ও বাহিরে কয়েকটী বালিকা ও যুবতী তাহার অপেক্ষায় বসিয়াছিল। তাহারা শুধু বসিয়াছিল না—কেহ লেশ, কেহ কার্পেট, কেহ বা মোজা বুনিতেছিল। কেবল একটী পাঁচ ছয় বৎসরের বালিকা বেজুকে লইয়া খেলা করিতেছিল। মন্দাকে দেখিবামাত্র বালিকাটী নাচিতে নাচিতে ছুটিয়া গিয়া মধুরস্বরে কহিল—"মা! আমি ক আর র—কর, থ আর ল—খলটা সব প'ড়ে ফেলেছি। বেজু অ আ প'ড়ছে।—অকে বলে—ত, আকে বল্‌ছে—মা!"

মন্দা বালিকাকে বক্ষে লইয়া সস্নেহে তাহার মুখচুম্বন পূর্ব্বক কহিল—"সুবর্ণ! তুমি কা'ল আস নি কেন মা? কি হ'য়েছিল?"

বালিকার নাম সুবর্ণলতা। সুবর্ণ—মাতৃহীনা, জনৈক প্রতিবেশীর কন্যা। বালিকা মন্দাকে মা বলিত এবং অধিকাংশ সময় তাঁহার নিকটেই থাকিত। সুবর্ণের পিতার অবস্থা তেমন স্বচ্ছল নহে। তিনি কোন সওদাগরী অফিসে সামান্য বেতনে চাকরি করেন। কাযেই কোনরূপে তাঁহার দিন কাটিত। পত্নীর মৃত্যুর পর তিনি পুনরায় বিবাহ করেন নাই। বৃদ্ধা মাতা সেজন্য কত অনুরোধ করিতেন, কিন্তু সুবর্ণের পিতা কিছুতেই দ্বিতীয়বার বিবাহে সম্মত হন নাই। সুবর্ণ পিতার নিকট অনেক সময় মৃতা মাতার জন্য কাঁদিত। কিন্তু মন্দার সহিত সাক্ষাতের পর বালিকা আর জননীর কথা বলিয়া পিতার অন্তরে ব্যথা দিত না।—মন্দার কথা—বেজু, রাজু প্রভৃতির কথা বলিত, মন্দা তাহাকে কত ভালবাসে, তাহা বলিত। সুবর্ণের পিতা তাঁহার মাতার নিকট মন্দার সুন্দর চরিত্রের কথা অবগত হইয়া অনেকটা আশ্বস্ত হইয়াছিলেন। সুবর্ণ প্রতিদিন মন্দার নিকট আসিত, মন্দাকে মা বলিত—বেজুকে লইয়া খেলা করিত। সুবর্ণ না আসিলে মন্দা মনে বড় কষ্ট পাইত। কল্য সুবর্ণ আসে নাই, তাই মন্দা জিজ্ঞাসা করিল—"সুবর্ণ! কা'ল আসিস্ নি কেন মা, কি হ'য়েছিল?"

সুবর্ণ মন্দার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল—"মা! আমার বাবার অসুখ ক'রেছিল যে! বাবার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলুম যে!"

মন্দা। কি হ'য়েছে মা! তোমার বাবার কি অসুখ ক'রেছে?

সুবর্ণ। জ্বর হ'য়েছিল, জান্‌লে মা!—বাবার বড্ড জ্বর হ'য়েছিল। সাহেব ছুটি দেয় নি ব'লে বাবা না খেয়ে আফিসে চ'লে গেল। ঠাকুর-মা কত বারণ ক'ল্লেন, আমিও বল্লুম, বাবা চ'লে গেল। অসুখ ভাল হ'য়ে গেছে ব'ল্লে—কিন্তু খেয়ে গেল না কেন মা?

মন্দা। কা'ল অসুখ ক'রেছিল কি না, তাই আজ খান নি। খেলে অসুখ বাড়বে যে মা! ভয় কি, ভাল হ'য়ে যাবে।

মন্দা মনে মনে জানিল—"চাকরিটী বজায় রাখিবার জন্য সুবর্ণের পিতা অসুস্থ হইয়াও আফিসে গিয়াছেন।" এমন সময় আর একটী বালিকা আসিয়া কহিল—"সুবর্ণের বাপের বড় অসুখ। এইমাত্র তিনি পাল্কী ক'রে বাড়ী এলেন।"

বালিকার কথা শুনিয়া মন্দার মন আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। পিতা আসিয়াছেন শুনিয়া সুবর্ণ আর বিলম্ব করিল না। "আমার বাবার অসুখ ক'রেছে, আমি বাড়ী যাব মা! বাবার মাথায় হাত বুলিয়ে দিই গে!" বলিয়া বালিকা প্রস্থান করিল।

সুবর্ণ চলিয়া গেল বটে, কিন্তু মন্দা বড়ই অস্থির হইল। তাহার আর কোন কার্য্য ভাল লাগিল না, কোন কার্য্যে তাহার মন বসিল না। সুবর্ণের পিতার অবস্থা জানিবার জন্য নিস্তারকে পাঠাইয়া দিল। নিস্তার ফিরিয়া আসিয়া কহিল—"আহা! বুড়ীটার কি অদৃষ্ট গো! এখন ছেলেটী বাঁচ্‌লে হয়! সুবর্ণের বাপের বড় অসুখ গো! বাঁচে কি না সন্দেহ। এত বড় অসুখ, কিন্তু চিকিৎসা তো হ'চ্ছে না মা!"

মন্দা জানিল, অর্থাভাবেই তাঁহার চিকিৎসা হইতেছে না। সে

আর কাল বিলম্ব করিল না,—নিস্তারকে লইয়া সুবর্ণদের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল এবং নিজের সঞ্চিত অর্থদ্বারা সুবর্ণের পিতার রীতিমত চিকিৎসা করাইতে আরম্ভ করিল—ডাক্তার দেখাইয়া ঔষধ ও পথ্যের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া সন্ধ্যার পর গৃহে ফিরিল। গৃহে আসিয়াও মন্দা স্থির থাকিতে পারিল না। "আহা। মা-মরা মেয়েটীর কি অদৃষ্ট! বিধাতা যাকে দুঃখ দেন, এমনি ক'রেই দেন। মেয়েটীর জগতে ঐ একমাত্র অবলম্বন, তাও বুঝি বিধাতা ছিন্ন ক'রে দেন!" মন্দা এইরূপ কত চিন্তা করিল, কতবার নিস্তারকে পাঠাইল—কতবার খবর আনিল—কত চেষ্টা করিল। কিন্তু মনুষ্যের চেষ্টায় কি হইবে!

মন্দার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল। তিন দিন মাত্র ভুগিয়া সুবর্ণের পিতা কোন অজানা জায়গায় চলিয়া গেলেন। বৃদ্ধা মাতা বা মাতৃহীনা বালিকা কেহই তাঁহার গতিরোধ করিতে পারিল না।

মন্দাকিনী পিতৃ-মাতৃহীনা বালিকাকে কোলে করিয়া কত কাঁদিলেন—কত ভাবিলেন। অবশেষে অনাথা বালিকা এবং সম্বলহীনা বৃদ্ধার সমস্ত ভার তিনি নিজেই গ্রহণ করিলেন। বৃদ্ধা ও বালিকা মন্দার আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইতে লাগিল।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

স্বামীর শেষ কথাগুলি শ্রবণ করিয়া সুহাস দারুণ অভিমানে আত্মহারা হইয়া বলিয়াছিল—"বেশ তাই হবে,—তাই ক'র্‌বো।" তৎপর তারাসুন্দরী তাহাকে কত বুঝাইলেন—কত উপদেশ দিলেন, তাহাতে কোনই ফল হইল না—সুহাস গৃহত্যাগ করিল। ইহাই পাঠক অবগত আছেন। কিন্তু কেমন করিয়া এই দুর্ঘটনা ঘটিল, এবারে আমরা তাহাই বলিব।

তারাসুন্দরী প্রস্থান করিলে সুহাস বহুক্ষণ বসিয়া ভাবিল। শত সহস্র দুর্ভাবনা আসিয়া তাহাকে অধিকার করিয়া বসিল। সে আর স্থির থাকিতে পারিল না,—জানালায় আসিয়া দাঁড়াইল। তখন রাত্রি হইয়াছে, জ্যোৎস্নালোকে দেখিতে পাইল—সদর বাড়ীর ছাদে একটী লোক দাঁড়াইয়া আছে। সুহাস পূর্ব্বেও এক দিন তাহাকে ঐ স্থানে, ঐ ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছিল, কাযেই সেই বন্ধুদ্রোহী পাপিষ্ঠকে কতকটা চিনিতে পারিল বটে, কিন্তু এবার পূর্ব্বের ন্যায় লোকটাকে দেখিয়াই সরিয়া পড়িল না,—নড়িল না, স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। লোকটা কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া সুহাসকে ইঙ্গিতে যেন অপেক্ষা করিতে বলিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

সে সময় সুহাসের অন্তর পুড়িয়া খাক্ হইতেছিল। দুঃখে—ক্ষোভে—অভিমানে আত্মহারা হইয়া সুহাস ভীষণ সঙ্কল্প করিয়াছিল। তাই সে

নড়িল না—স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া চিন্তা করিতে লাগিল। "জানি না, বিধাতা আমার অদৃষ্টে কি লিখেছেন? তুমি এত কঠিন—এত নিষ্ঠুর—এত পাষাণ? যথার্থই আমায় ত্যাগ ক'ল্লে? তুমি স্বামী হ'য়ে কোথায় তোমার ধর্ম্মপত্নীকে রক্ষা ক'রবে, না তুমিই তাকে উপদেশ দিলে—'যা, বেশ্যাবৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ কর্ গে!' আচ্ছা, বেশ! আমিও তাই ক'র্‌বো। তুমি স্বামী দেবতা, তোমার আদেশ শিরোধার্য্য। আমি তাই ক'রবো। তুমিই মরবে, তুমিই লোকসমাজে মুখ দেখাতে পার্‌বে না! আমিও তাই চাই! আমার রূপ আছে—যৌবন আছে। আমি ইচ্ছা ক'রলে এই মুহূর্ত্তে তোমার সংসার ত্যাগ ক'রতে পারি! কিন্তু না—তা কেন ক'র্‌বো! স্বেচ্ছায় মহাপাপ ক'রে নরকের পথ পরিষ্কার ক'র্‌বো কেন? কেন ইহকাল পরকাল নষ্ট ক'র্‌বো! আমার তো সকলই আছে,—বাপ, মা, ভাই, ভগিনী সবই তো আছে! আমার পিতা কি আমার ভার বহন ক'র্‌তে পারবেন না? তবে কেন ম'র্‌বো, কেন মহাপাপে ম'জ্‌বো? কেন পরকাল নষ্ট ক'রবো? না, না! কিসের স্বর্গ, কিসের নরক! কিসের পাপ-পুণ্য—ইহকাল পরকাল? এ জন্মে সুখভোগ ক'ত্তে পেলেম কৈ! পরজন্মে পাব কি না, তা কে ব'ল্‌তে পারে? পরজন্ম আছে কি না তা-ই বা কে জানে? স্বর্গ নরকও হয় তো নেই! সকলই মিথ্যা—সকলই কল্পনা!"

সুহাস এইরূপ চিন্তা করিতেছে, এমন সময় লোকটী পূর্ব্বস্থানে আসিয়া হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক সুহাসকে একখানি পত্র দেখাইল। সুহাস নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। এবারে লোকটা সাহস পাইয়া কথা কহিল, বলিল—"সুহাস! আমি বিনোদ।"

'বিনোদ' নাম শুনিবামাত্রং সুহাস শিহরিয়া উঠিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইল। হর্ষ-বিষাদ, আশা-নিরাশা এককালে আসিয়া তাহাকে

আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সে এতক্ষণে লোকটাকে সম্পূর্ণরূপে চিনিতে পারিল। চিনিতে পারিয়াও স্থান ত্যাগ করিল না; দাঁড়াইয়া রহিল। আরও সাহস পাইয়া বিনোদ অস্ফুট স্বরে কহিল—"চিঠি দেব কি ? নেবে ?"

সুহাস নীরবেই দাঁড়াইয়া রহিল। বিনোদের সাহস বাড়িল। বুঝিল—'মৌনং সম্মতিলক্ষণং'। সে পত্রখানি ছুঁড়িয়া সুহাসের কক্ষে নিক্ষেপ পূর্ব্বক কহিল—"দোহাই তোমার,—প'ড়ে দেখ—উত্তর দাও।"

সুহাস পত্রখানি কুড়াইয়া লইয়া পাঠ করিল। পত্রে লেখা ছিল—

সুহাস !

এতদিনেও অভাগা তোমায় ভুলিতে পারে নাই। ভাবিয়াছিলাম—তোমায় ধর্ম্মপত্নীরূপে পাইব, সংসারে তোমায় লইয়া নন্দনকানন সৃজন করিব,—আরও কত শত আশা ছিল। তুমি অপরের হইয়াছ—আমায় হয় ত তোমার মনেই নাই ? আমি কিন্তু তোমায় ভুলিতে পারি নাই। এখনও আশা করি, তুমি আমার হইবে। তোমার সম্মতি পাইলে আমি সকলই ত্যাগ করিতে পারি। আর সময় নাই। ধর্ম্মসাক্ষী বলিতেছি, তোমায় না পাইলে আমি উন্মাদ হইব। তুমি কি আমার হইবে না ? তোমায় পাইবার আশায় আমি উপেনের সহিত মিশিয়াছি। উপেন হইতে সুখের আশা করিও না। সে শীঘ্রই বেশ্যার কন্যা বিবাহ করিবে, সেই জন্যই তোমায় তাড়াইবার এত চেষ্টা ! আমার এ সাদর আহ্বান কি শুনিবে না ? এখনই উত্তর দাও। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিও না। ইতি—

শ্রীবিনোদ—

পত্র পাঠ করিয়া সুহাস অনেক ভাবিল, তাহার চক্ষুদ্বয় ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল—"সত্যই কি তবে আমার অদৃষ্টে তাঁহার অভিশাপ ফ'লবে ? না, না ! কেন স্বেচ্ছায় এমন পাপ-পথে যাব ? কেন ম'জ্‌বো—কখনই না"।

সুহাস সেই পত্রের অপর পৃষ্ঠায় লিখিল—"কখনই তাহা হইবার নহে,—অসম্ভব!"

পুনরায় সে কতক্ষণ কি ভাবিল। পরে লিখিত অংশটা কাটিয়া দিয়া লিখিল—"গভীর রাত্রে খিড়্‌কীতে আসিও"। এই কয়েকটী কথা লিখিয়া জানালা দিয়া পত্রখানি নিম্নে ফেলিয়া দিল।

যথাসময়ে সুহাস খিড়্‌কীতে আসিয়া দেখিল—বিনোদ দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখিবামাত্র সুহাসের সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইল, নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল, মাথা ঘুরিয়া গেল, সে আর স্থির থাকিতে পারিল না, বসিয়া পড়িল।

বিনোদ কহিল—"শীঘ্র এস, ঐ গাড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে। এস, বিলম্ব ক'রো না—"

কম্পিত কণ্ঠে সুহাস কহিল—"আমায় কোথায় নিয়ে যাবে বিনোদ-দা?" পরক্ষণেই কহিল—"তুমি যাও। আমি যাব না।" সুহাস উঠিল—কম্পিত পদে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইল। হঠাৎ বিনোদ আসিয়া সুহাসের হস্তধারণ পূর্ব্বক কাতর স্বরে কহিল—"যেও না সুহাস, বড় অনর্থ হ'বে! সে চিঠিখানা বোধ হয় উপেন পেয়েছে। যেও না, ফিরে এস—আমার কথা শোন,—আমায় যা ব'ল্‌বে ক'র্‌বো।"

সুহাস। ক'র্‌বে, সত্য বল?

বিনোদ। সত্য বল্‌ছি, ক'র্‌বো। সুহাস,—তোমার সুখের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বলি দিতে প্রস্তুত আছি। এসো।

সুহাস আর একটীও কথা কহিল না। গাড়ীতে চাপিয়া বসিল, গাড়ী ছুটিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নৈহাটীর নিকটবর্ত্তী কোন গণ্ড গ্রামে সুহাসের জন্ম। তাহার পিতা ভোলানাথ বসু তথাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি। জমি-জমা বিষয় সম্পত্তির অভাব নাই, নিজে ওকালতী করিয়া যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন। সুহাস ভোলানাথ বাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যা। বহু যত্ন সহকারে তিনি সুহাসকে শিক্ষিতা করিয়াছিলেন। বিনোদ ভোলানাথ বাবুর প্রতিবেশী জনৈক বন্ধুর পুত্র। বিনোদের পিতা মণীন্দ্রনাথ দত্ত কয়েক বৎসর হইল মারা গিয়াছেন। সুহাসের সহিত পুত্র বিনোদের বিবাহ দিতে তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল। সুহাস বিনোদের ভগ্নীর সঙ্গে খেলা করিবার জন্য তাহাদের বাড়ী যাইত, বিনোদের ভগ্নীও সুহাসদের বাড়ী আসিত। উভয়ের মধ্যে বেশ ভালবাসা জন্মিয়াছিল, এই উপলক্ষে বিনোদের সহিত সুহাসের প্রায়ই দেখা সাক্ষাৎ হইত। সুহাস বিনোদকে 'দাদা' বলিয়া ডাকিত। বিনোদ সুহাসকে প্রাণের সহিত ভালবাসিত। পরে বিবাহের প্রস্তাব করা হইলে সুহাস আর বিনোদদের বাড়ী যাইত না। বিনোদ বাগানে আসিয়া সুহাসের সহিত দেখা করিত—কত ভালবাসার কথা শুনাইত। সুহাস নীরবে বসিয়া শুনিত, কখনও বা লজ্জায় ছুটিয়া পলাইত। সখী মন্দাকে সুহাস কিছুই গোপন করিত না, সকল কথাই বলিত। মন্দা শুনিয়া হাসিত।

মণীন্দ্রনাথ বিবাহের কথা উত্থাপন করিলেও ভোলানাথ বাবু তাহাতে কাণ দিতেন না। তাঁহার ইচ্ছা—কুলীনে কন্যা-দান করিয়া তিনি বংশের মুখোজ্জ্বল করিবেন। কাজেই মণীন্দ্রের প্রস্তাবে কোনই উত্তর করিতেন না। ফলে এই বিবাহ লইয়া উভয়ের মধ্যে একটা বিবাদের সূত্রপাত হইল।

ভোলানাথ বাবু কুলীন উপেন্দ্রকে কন্যা দান করিলেন। মণীন্দ্র অসন্তুষ্ট—অবমানিত হইলেও প্রতীকারে সমর্থ হইলেন না, কারণ ইহার অল্পদিন পরেই তিনি কালগ্রাসে পতিত হইলেন।

পৈতৃক সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী বিনোদ, ভোলানাথ বাবুর ব্যবহারে যারপর নাই দুঃখিত হইল বটে; কিন্তু সুহাসকে ভুলিল না। মনের ক্ষোভ মনে লুকাইয়া সুচতুর বিনোদ ভোলানাথ বাবুর সহিত পূর্ব্বের ন্যায় মিশিতে লাগিল। ভোলানাথ বাবুর পত্নীর ইচ্ছা ছিল—বিনোদের সহিত তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহ দেন, কিন্তু তাহাও হইল না। কারণ বিনোদের অসচ্চরিত্রের কথা পাড়ার সকলেই জানিত, কাযেই ভোলানাথ বাবু তাহার সহিত দ্বিতীয়া কন্যারও বিবাহ দিতে সম্মত হইলেন না।

বিনোদ চটিয়া লাল হইল। 'যে কোন উপায়ে হউক, প্রতিশোধ লইতে হইবে,' মনে করিয়া উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিল।

প্রতিহিংসাপরায়ণ বিনোদ উপায়ান্তর না দেখিয়া, কলিকাতায় আসিয়া উপেন্দ্রের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিল এবং বিবিধ কৌশলে তাহাদের উভয় কুটুম্বের মধ্যে এমন বিবাদ বাধাইয়া দিল যে, তাহাদের পরস্পর মুখ দেখাদেখি পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া গেল।

বিনোদ ভাবিয়াছিল—এরূপ করিতে পারিলে তেজস্বী ভোলানাথ কন্যাকে কিছুতেই তাহার শ্বশুরালয়ে পাঠাইবেন না। তাহা হইলে সে অনায়াসে সুহাসকে আপন করিয়া লইতে পারিবে। সুহাসকে লাভ করিতে না পারিলে তাহার যে শান্তি নাই!"

বিনোদের চেষ্টা ব্যর্থ হইল। উপেন্দ্রের পিতা ভোলানাথ বাবুকে পত্র দিলেন—"পত্র পাঠমাত্র আপনি বধূ-মাতাকে আমার গৃহে রাখিয়া যাইবেন। অন্যথায় আমি পুনরায় পুত্রের বিবাহ দিব।" ভোলানাথ

বিচক্ষণ লোক, পত্র পাইয়াই তিনি কন্যাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। সুহাস তদবধি শ্বশুরালয়েই ছিল, পিত্রালয়ে যায় নাই।

এদিকে উপেন্দ্রের পিতার মৃত্যু হইল। অত বড় সম্পত্তির একমাত্র অধিকারী উপেন্দ্র, বিপুল অর্থ হাতে পাইয়া কলিকাতার মধ্যে অল্প দিনেই একজন কাপ্তেন বাবু বলিয়া পরিচিত হইল। বিনোদ উপেন্দ্রের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন পূর্ব্বক সর্ব্বদাই ছিদ্র অন্বেষণ করিতেছিল। এখন সুযোগ পাইয়া উপেন্দ্রকে যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার ন্যায় চালাইতে লাগিল। উপেন্দ্র সব ভুলিল,—আপন পর সমস্ত ভুলিয়া পাপের স্রোতে অঙ্গ ভাসাইল।

ক্রমে ক্রমে বিনোদ সুহাসের সহিত উপেন্দ্রের বিচ্ছেদ ঘটাইল। সুহাস উপেন্দ্রের ভালবাসা হারাইল—তাঁহার চক্ষুঃশূল হইল।

সুহাসের সহিত উপেন্দ্রের মনোমালিন্য যতই বাড়িতে লাগিল, বিনোদ সুহাসকে লাভ করিবার জন্য ততই প্রয়াস পাইতে লাগিল। বন্ধুবর উপেন্দ্রকে বলিয়া বাহির বাটীর উপরের ঘরখানি আপন করিয়া লইল এবং তথা হইতে সুহাসকে নিত্য দেখিতে লাগিল। অবশেষে কি উপায়ে পাপিষ্ঠ আপনার পথ পরিষ্কার করিল, তাহা পাঠক অবগত আছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

গাড়ী ছুটিল—কলিকাতার রাজপথ ঘড় ঘড় শব্দে মুখরিত করিয়া গাড়ী ছুটিল। আকাশের অপরপ্রান্তে ঢলিয়া পড়িয়া চন্দ্রদেব ক্রমে অদৃশ্য হইলেন। রাজ-পথের আলোকমালা সকল কেমন নিষ্প্রভ হইয়া আসিতেছিল, গাড়ীর শব্দের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা এক একবার নাচিয়া উঠিয়া পুনরায় পূর্ব্বভাব ধারণ করিতে লাগিল।

গাড়ী ছুটিতেছে,—সম্মুখের বড় বড় রাস্তাগুলি পশ্চাৎ করিয়া বেগে ছুটিতেছে। সুহাস বা বিনোদ কেহই কোন কথা কহিতেছে না, উভয়েই নীরব—উভয়েই চিন্তামগ্ন। প্রায় একঘণ্টা পরে সুহাস ধরা-ধরা ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় কহিল—"আমায় কোথায় নিয়ে যাবে?"

বিনোদ পকেট হইতে একটা সিগারেট বাহির করিয়া তাহাতে অগ্নি-সংযোগ পূর্ব্বক ধূমপানে প্রবৃত্ত হইল, সুহাসের কথার কোন উত্তর করিল না। সুহাস আর কিছু বলিল না—চিন্তা করিতে লাগিল।

এ কি! সুহাস কাঁদিতেছে কেন? এতক্ষণ মনে মনে কাঁদিতেছিল, বিনোদ তাহা জানিতে পারে নাই। এক্ষণে সুহাস আকুলভাবে কাঁদিতেছে। সিগারেটের ক্ষীণ আলোকে বিনোদ তাহা দেখিল, কিন্তু কোন প্রকার সান্ত্বনার চেষ্টা করিল না, ধূমপানই করিতে লাগিল।

সুহাসের ক্রন্দনের বিরাম নাই। যতই কাঁদিতেছে, ততই দুঃখ বাড়িতেছে। বুক যেন ফাটিয়া শতধা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইতেছে। অনুতাপ—আত্মগ্লানি তাহাকে নিরন্তর দগ্ধ করিতেছে, তাহার হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া যাইবার উপক্রম হইতেছে। সে আকুলভাবে কাঁদিতেছে।

কাঁদ সুহাস, প্রাণ ভরিয়া কাঁদ! আমরাও বলিতেছি—প্রাণ ভরিয়া কাঁদ। অভিমানের বশবর্ত্তিনী হইয়া আজ তুমি যাহা করিয়াছ, তাহার জন্য হয় তো তোমাকে দারুণ অনুতাপানলে আজীবন জ্বলিয়া পুঁড়িয়া খাক্ হইতে হইবে। তাই বলি সুহাস! তুমি আরও একটু কাঁদ। যতক্ষণ কাঁদিবার সময় পাও, কাঁদিয়া লও। শেষে হয় তো তোমার ভাগ্যে কাঁদিবার অবসরও মিলিবে না। কাঁদ সুহাস! এইবার তুমি মুক্তকণ্ঠে কাঁদিয়া লও।

সুহাসের ক্রন্দনের মাত্রা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। আর নীরব থাকা চলে না। এ সময় একটু সহানুভূতি প্রদর্শন—একটু সান্ত্বনা দান না করিলে চলে কি? অগত্যা বিনোদ একটু সান্ত্বনা-পূর্ণ স্বরে কহিল—"ছিঃ, কাঁদ্‌ছ কেন, চুপ কর?"

সুহাস চুপ করিল না, আরও অধিক কাঁদিতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে হাঁপাইতে হাঁপাইতে আকুলভাবে বলিল—"আমি যাব না—বিনোদ-দা, আমি যাব না। আমার বড় ভয় হচ্ছে, আমি তোমার সঙ্গে যাব না। আমায় তুমি রেখে এসো, আমি যাব না।"

বিনোদ। কেন, সুহাস! আমার কাছে তোমার ভয় কি! আমি কি তোমার পর? যদি তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হ'তো, তুমি কি আমায় পর ভাব্‌তে পার্‌তে? সুহাস, কেঁদ না, চুপ কর?

বলিতে বলিতে বিনোদ সুহাসের হস্ত ধারণ করিল। সুহাস সবলে আপন হস্ত মুক্ত করিয়া কহিল—"আমায় তুমি রেখে আস্‌বে কি না বল? আমি তোমার সঙ্গে যাব না।"

বিনোদ। তা কি হয়? এখন তোমায় রেখে আসা অসম্ভব? ভোর হ'তে দেরী নেই, লোকে ব'ল্‌বে কি?

সুহাস সকোপে কহিল—"লোকে যা বলে ব'লবে, তুমি আমায় রেখে আস্‌বে কি না বল? নইলে আমি এখনই চেঁচাব—পুলিশ?"

বিনোদ প্রমাদ গণিল। ব্যস্তভাবে কহিল—"আঃ কর কি—কর কি! আচ্ছা, আমার কথাটা ভাল ক'রে শোন—তার পর যা ইচ্ছে ক'রো। তুমি তো স্বেচ্ছায় আমার সঙ্গে এসেছ? আমি তো তোমায় জোর ক'রে নিয়ে আসি নি? শোন—কথাটা শোন—চেঁচিও না। তোমার স্বামী তো তোমায় ত্যাগ ক'রেছে!"

সুহাস। করুন না! তবুও আমি সেখানেই যাব। তুমি আমায় রেখে আস্‌বে কি না বল?

বিনোদ। আস্‌ব—আস্‌ব, কেন আস্‌ব না? আমার কথাটা শোনই না ছাই! তুমি তো কাল ব'লেছিলে—সে বাড়ীতে আর থাকবে না। সেও আর তোমায় রাখ্‌বে না। এতক্ষণে হয় তো তোমার খোঁজ হ'চ্ছে। এ সময় আমি তোমায় রেখে এলে লোকে তোমাকে নিন্দা ক'রবে। উপেন হয় তো তখনই তোমায় বাড়ীর বাহির ক'রে দেবে! তোমার জন্য হয় তো আমারও প্রাণটী যাবে!

সুহাস। বেশ! তবে আমায় নৈহাটীতে বাবার কাছে রেখে আস্‌বে চল?

বিনোদ স্তোকবাক্যে কহিল—"আমিও তো তাই বল্‌ছিলেম। যখন রাগ ক'রে চ'লে এসেছ, সেস্থলে না যাওয়াই ভাল। আমি তোমায় নৈহাটীতে রেখে আস্‌বো। এখন আমরা বেলগেছিয়া যাচ্ছি। সেখানে আমার পিসী আছেন, তাঁকে দিয়ে তোমায় পাঠিয়ে দেব। আমার সঙ্গে গেলে লোকে তোমায় নিন্দা ক'রবে। কেমন, হ'ল তো?"

সুহাস নীরব হইল, আর কোন কথা কহিল না। বিনোদ অনেকটা নিশ্চিন্তমনে নির্ব্বাণোন্মুখ সিগারেটে দম দিয়া পুনর্জ্জীবিত করতঃ ধূমপানে রত হইল।

গাড়ী শ্যামবাজারের মোড় ছাড়াইয়া বেলগেছিয়া অভিমুখে ছুটিল।

এবং অনতিবিলম্বে একটী অৰ্দ্ধভগ্ন বাগান-বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। বিনোদ গাড়ী হইতে নামিয়া সুহাসকে সম্বোধন পূৰ্ব্বক কহিল—"এই আমার পিসীর বাড়ী, নেমে এস।"

সুহাস কোন আপত্তি করিল না—গাড়ী হইতে নামিল। বিনোদ গাড়োয়ানের হস্তে পাঁচ টাকার একখানি নোট দিলে গাড়োয়ান আশাতিরিক্ত লাভে সেলাম বাজাইয়া সন্তুষ্টমনে প্রস্থান করিল।

বিনোদ পথ দেখাইয়া চলিল। কম্পিতবক্ষে ধীরপদবিক্ষেপে সুহাস তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। ক্রমে ফটক পার হইয়া বাগানে প্রবেশ করিল। কতকটা অগ্রসর হইলে একটী অৰ্দ্ধভগ্ন অট্টালিকা দেখিতে পাইল। দরোজা ভিতর হইতে বন্ধ ছিল, বিনোদ কড়া নাড়িয়া ডাকিল—"পিসী, পিসী—ও পিসী!"

কিয়ংক্ষণ পরে একটী বর্ষীয়সী রমণী আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। বৃদ্ধা একবারমাত্র সুহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বিনোদকে ঈষৎ হাস্যসহকারে জিজ্ঞাসা করিল—"এটী কে বিনোদ?" বৃদ্ধার কথা সমাপ্ত না হইতেই বিনোদ অস্ফুটস্বরে তাহাকে কি বলিল। রমণী অমনি বিশেষ আত্মীয়তা প্রদর্শন পূৰ্ব্বক সুহাসকে বহুযত্নে ভিতরে লইয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি অতীত হইল—প্রভাত আসিল, সূর্য্য উঠিল—পুনরায় ডুবিল, আবার রজনী আসিল। চন্দ্র হাসিল—জ্যোৎস্না ফুটিল। বাগান-বাড়ীতে সুহাসের একটী দিন কাটিল। সে সমস্তদিন অনাহারে থাকিল, জল পর্য্যন্ত স্পর্শ করিল না। বিনোদ তাহাকে রাখিয়াই প্রস্থান করিয়াছে, সমস্ত দিনে আর আসে নাই। সুহাস তাহার ছলনা বুঝিতে পারিল—কত কাঁদিল। অনাহারে—অনিদ্রায়—দারুণ মনঃকষ্টে তাহার প্রাণ অস্থির হইয়া পড়িল।

বিনোদ যাঁহাকে আপন পিসী বলিয়া পরিচয় দিয়াছে, তিনি যে তাহার পিসী নহেন, সুহাসের তাহা জানিতে বাকী রহিল না। কেন না, সুহাস পূর্ব্বে অনেকবার বিনোদদের বাড়ী গিয়াছিল, কিন্তু কখনও ইহাকে দেখে নাই, এবং কখন শুনে নাই যে, বিনোদের একজন পিসী আছেন।

এ রমণী কে? কিরূপ চরিত্রের লোক? সুহাস তাহা না জানিলেও আমরা বেশ অবগত আছি। অনেক চরিত্রহীন যুবকের সহিত ইহার পরিচয়। ইহার যত্নে ও চেষ্টায় কত শত কুলকামিনী রমণীর যথাসর্ব্বস্ব সতীত্বরত্নে জলাঞ্জলি দিয়া কুলত্যাগিনী হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। অসচ্চরিত্রা যুবতীগণ থিয়েটার দেখিবার ছলে এই বাগান-বাড়ীটী একটী রাত্রির জন্য ভাড়া লইয়া কত রকম অভিনয় করিয়া গিয়াছে, তাহা কে বলিবে? বৃদ্ধা বাড়ীওয়ালী এই সকল কার্য্যে সিদ্ধহস্ত।

বৃদ্ধার অর্দ্ধভগ্ন বাগান-বাড়ীখানি দিনমানে নিস্তব্ধ থাকিলেও বিবিধ কুৎসিত অভিনয়ের আবাসভূমি বলিয়া রাত্রিকালে ইহা প্রায়ই মুখরিত থাকে। নিকটে কাহারও বাড়ী নাই। পার্শ্বেই এক জন ধনীর বাগান,

সম্মুখেও তাই। কাযেই চীৎকার করিলেও বাধা দিবার কেহ ছিল না। যুবতীরা আপন আপন ইচ্ছানুসারেই কার্য্য করিতে পারিত।

বাগান-বাড়ীতে তিন চারিখানি ঘর। সকলগুলিই সুসজ্জিত, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং আসবাবপত্রে পরিপূর্ণ। কিছুরই অভাব ছিল না, যে যাহা চাহিত, তাহাই পাইত। বাড়ীওয়ালী পিসী দ্বিগুণ মূল্যে জিনিষগুলি সরবরাহ করিত। এই উপলক্ষে তাহার বেশ দু'পয়সা লাভ হইত।

বিনোদ তাহার একজন মক্কেল ও দালাল। এই বিনোদের সাহায্যে বৃদ্ধা অনেক ধনশালী উচ্ছৃঙ্খল যুবকের সহিত পরিচিত হইয়াছে। বিনোদ তাহাকে সময় সময় সাহায্য করিত। সুতরাং বিনোদ সুহাসকে রাখিয়া প্রস্থান করিলেও বৃদ্ধার বলিবার কিছু ছিল না। বৃদ্ধার নাম কামিনী সুন্দরী।

কামিনী অনেক অনুরোধ করিল, সুহাসকে আহার করাইতে পারিল না। সে মনে মনে বিরক্ত বা রুষ্ট হইলেও প্রকাশ্যে কিছু বলিল না।

এদিকে বিনোদ প্রভাত হইতে না হইতেই উপেন্দ্রের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং আপন কক্ষে গিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িল। আকাশ তখনও পরিষ্কার হয় নাই। সদর বাটীর দুই এক জন জাগিয়াছিল, কিন্তু কেহই তাহাকে সন্দেহ করিল না। ক্রমে সকলেই জাগিল—সকলেই শয্যা ত্যাগ করিল। বিনোদ একটু বেলা হইলে শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিল এবং নিত্য নিয়মিত কার্য্যগুলি সমাপন করিয়া যথাসময়ে উপেন্দ্রের সহিত চা পানে প্রবৃত্ত হইল। তৎপর স্নানান্তে উভয়ে আহার করিতে বসিল। আহারে বসিয়া উপেন্দ্র কহিলেন—"শুনেছ বিনোদ ?"

বিনোদ। কি ?

উপেন্দ্র। এই শালীর কথা—আমার 'ওয়াইফে'র কথা। কাল সে চ'লে গেছে ?

একান্ত বিস্ময়ের ভাণ করিয়া বিনোদ কহিল—"আরে বল কি? ভারি রাগী তো? তা যা'ক্ না—তুমিও চুপ ক'রে থাক।"

উপেন্দ্র। হেঃ! তুমিও যেমন, তুমি আমায় তেমন ছেলে পেয়েছ না কি যে, রাগ রাগ ক'রে যাবে, আর আমিও তাকে 'ফলো' ক'রে তার বাপের পায়ে ধ'রবো? 'ইম্‌পসিবল'—অসম্ভব! এ সে মান্দা নয় বাবা!

বিনোদ। সে কি আমি জানি না দাদা! তোমার মত 'হাই মাইণ্ড' কয়টা আছে? যা'ক্ না বাপের ধাড়ী।

বলিয়া বিনোদলাল আপন মনে আহার করিতে লাগিল।

আহারান্তে উপেন্দ্র শয়ন করিলে বিনোদ আপন কক্ষে প্রবেশ করিয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি গুছাইয়া ট্রাঙ্কে পূরিল এবং উপেন্দ্রের নিদ্রা-ভঙ্গের পূর্ব্বেই বাহির হইয়া গেল। একজন বন্ধুর সহিত অনেক কথাবার্ত্তার পর সে ফিরিয়া আসিয়া তাস-পাশার দলে যোগ দিল।

উপেন্দ্রের নিদ্রা ভঙ্গ হইলে সঙ্গীতের আড্ডা বসিল। বিনোদ তবলার সুর বাঁধিতেছিল। হঠাৎ একটী লোক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"বিনোদ বাবু কোথায়?"

আগন্তুকের মুখের প্রতি চাহিয়া বিনোদ কহিল—"কেন? আমাকে খুঁজ্‌চেন মশাই?"

আগন্তুক। আমি একটা বিশেষ কার্য্যে এসেছি। আপনাকে এখনই আমার সঙ্গে আস্‌তে হবে।

বিনোদ। কেন, বলুন দেখি?

আগন্তুক। আপনার মামার বড় অসুখ। তিনি আপনাকে তাঁহার বিষয়-সম্পত্তি লিখে দিবেন। আজই আপনাকে যেতে হবে।

বিনোদ। আঃ! মামার অসুখ! তাই তো? কেমন ক'রে যাই এখন।

উপেন্দ্র সমস্ত শুনিতেছিলেন, বলিলেন—"না হে! যাওয়া উচিত! যথালাভং—।"

বিনোদ। তোমাকে ছেড়ে যে কোথাও যেতে ইচ্ছা হয় না দাদা! তা কি বল, যাব—না যাব না?

উপেন্দ্র। যাওয়া একান্ত উচিত। উইল হবে,—এ সময় দূরে থাকাটা ঠিক নয়। তোমার মামার কত টাকার বিষয় বিনোদ?

বিনোদ। কত হবে তা তো জানি না। তবে শুনছিলেম—অনেক টাকা ক'রেছেন।

উপেন্দ্র। তবে আর কি, মার দিয়া কেল্লা! যাও! তবে কি না—এক দিন খুব জাঁকাল রকমের পার্টি দিতে হবে, জান?

বিনোদ যেন একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে উঠিয়া সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক ট্রাঙ্কটা লইয়া গাড়ীতে উঠিল। কেহই তাহার চাতুরি বুঝিল না;—তাহাকে সন্দেহ করিল না।। গাড়ী ছুটিল। পাপী বিনোদ গাড়ীতে বসিয়া নিজেই নিজের বুদ্ধিমত্তার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে সে অপর একখানা গাড়ীতে বেলগেছিয়া অভিমুখে যাত্রা করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যার পর কামিনী কতকগুলি জল খাবার লইয়া সুহাসের নিকট উপস্থিত হইল। থালাখানা তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া কহিল—"তুমি মা, সমস্ত দিনটা কিছু খেলে না,—বিনোদ এসে আমায় কত কি ব'লবে! এমন ক'রে ক'দিন থাক্‌বে মা! আমার কথা শোন—লক্ষ্মী মা আমার! এইগুলি খাও! রাত্রে বিনোদ ভাল খাবার আন্‌বে—খেও।"

সুহাস সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কামিনীর মুখখানা একবার দেখিয়া লইল। পরে বলিল—"সে কোথায় গেছে? আমায় এমন ক'রে রেখে গেল কেন?"

কামিনী। ও মা! সে কোথায় গেছে, আমায় কি ব'লে গেছে! সেই জন্য বুঝি রাগ হ'য়েছে? তা মা, সে এই এল ব'লে! তোমায় তো পরের কাছে রেখে যায় নি? জানে—পিসী রইল, আর ভাবনা কি? একা পিসী দশটা মিন্‌সের উপর যায়! তোমার কোন ভয় নেই মা! খাওয়া দাওয়া কর,—সে এখনই আস্‌বে।

সুহাস। সে আসুক, না আসুক, আমার কোনই ক্ষতি বৃদ্ধি নেই। বরং না এলেই ভাল।

কামিনী। আস্‌বে বই কি! কেন আস্‌বে না?

সুহাস। আসুক বা না আসুক, আমি এখনই যাব। আর এখানে একদণ্ডও থাকি্‌ব না।

কামিনী। ও মা, সে কি কথা! এ সময় তুমি আবার কোথা যাবে? বিনোদ আসুক, সে-ই তোমায় রেখে আস্‌বে। আমিও তোমার সঙ্গে যাব। তোমায় তোমার বাপের বাড়ী রেখে আস্‌ব।

সুহাস। বাছা, তুমি যদি আমায় নৈহাটীতে রেখে আস, আমার এই হারগাছটী তোমায় দেব—আমার আর এ নরকে থাক্‌তে ইচ্ছা হয় না। এখানে থাক্‌লে আমি পাগল হব। তুমি আমায় রেখে আস্‌বে, চল।

কামিনী। ও মা, তা পূর্ব্বে বল নি কেন? আমি যে রেতে ভাল দেখ্‌তে পাই নে! তা বেশ তৃ, এখন জলটল খাও। এর পর কা'ল বিনোদ যদি তোমায় রেখে না আসে—আমিই রেখে আস্‌বো। আমি যখন আছি, তোমার ভাবনা কি? এখন জলটল খেয়ে ঘরের দরোজা বন্ধ ক'রে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোও।

কামিনী কথাগুলি এমনভাবে বলিল, সুহাস বিন্দুমাত্র সন্দেহ করিতে পারিল না। বিশেষতঃ কল্য রাত্রি হইতে কিছু খায় নাই, অনাহারে তাহার শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল। সে মনে মনে ভাবিল—"এ সময় এরূপ অবসাদ ভাল নয়, কিছু আহার করিলে শরীর সুস্থ ও সবল হইতে পারে।" এইরূপ চিন্তা করিয়া কহিল—"আচ্ছা, আমি খাচ্চি। সত্যি ক'রে বল মা, তুমি আমায় রেখে আসবে?"

সন্দেহ দূর করিবার মানসে কামিনী সুন্দরী সত্য করিলে সুহাস অনেকটা আশ্বাসিত হইল। পরে খাদ্য দ্রব্যগুলি সম্মুখে টানিয়া লইয়া আহারে নিযুক্ত হইল।

সুহাসকে আহারে বসিতে দেখিয়া কামিনী কার্য্যান্তরে প্রস্থান করিল। সুহাস আলোর কাছে বসিয়া আহার করিতেছিল—কিন্তু দুগ্ধের মধ্যে কেমন একটা ঘোলাটে দাগ দেখিয়া তাহার মনে সন্দেহ হইল। সে জানিত—"স্বাভাবিক উপায়ে পাপ-তৃষ্ণা নিবারণ করিতে না পারিলে, পাপীরা মাদক দ্রব্যের সাহায্যে অচৈতন্য করিয়া স্বার্থ-সিদ্ধি করিয়া থাকে। সুহাস কামিনীপ্রদত্ত দ্রব্যগুলি জানালার সাহায্যে বাগানে নিক্ষেপ পূর্ব্বক গৃহস্থিত কলসী হইতে খানিকটা জল গ্লাসে ঢালিয়া পান করিতে লাগিল।

ঠিক সেই সময়ে কামিনী সুন্দরী কয়েকটী পান লইয়া সুহাসের গৃহে প্রবেশ করিল। সুহাস তখন পূর্ব্বস্থানে বসিয়া জলপান করিতেছিল। বৃদ্ধা সুহাসের চাতুরি বুঝিল না—ঈষৎ হাস্য সহকারে কহিল—"তবু ভাল যে, সবগুলি খেয়েছ? ও সরবৎটী ফেলে রেখ না মা! তুমি সমস্ত দিন খাও নি ব'লে আমি ঐ সরবৎটা তৈয়ারি ক'রে এনেছি। কেমন লাগলো?"

অকুল দুঃখপাথারে ভাসিলেও বৃদ্ধার কথায় সুহাসের মনে হাসি আসিল। সে মনে মনে হাসিল। 'পরে কহিল—"বেশ হ'য়েছে! শরীর ঠাণ্ডা হ'লো। কিন্তু দুধটা যেন কেমন কেমন লাগ্‌লো!"

কামিনী। ও মা! তাই ত বলি,—এক কড়া দুধে কি প'ড়েছে; বোধ হয় রান্না ঘরের ঝুল-টুল প'ড়ে থাক্‌বে। আমি যে রেতে ভাল দেখ্‌তে পাই নে। তা মা, দুধটা সব খেলে ত?

সুহাস। সবই খেয়েছি। বড় ক্ষুধা পেয়েছিল।

কামিনী। তা, বেশ ক'রেছ মা, বল ত না হয় আরও কিছু এনে দি—আন্‌বো?

"না থাক্, বড্ড ঘুম পাচ্চে। আমি এখন একটু ঘুমুই।" বলিয়া সুহাস কামিনীর প্রতি চাহিল। কামিনী যথেষ্ট আত্মীয়তা প্রদর্শন পূর্ব্বক সুহাসকে ঘুমাইতে বলিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। কক্ষদ্বার বন্ধ করিয়া সুহাস ভূমিতলে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। চিন্তার বিরাম নাই—সীমা নাই; অবিরাম চলিতেছে। মধ্যে মধ্যে আত্মগ্লানি, অনুতাপ আসিয়া তাহাকে পুড়িয়া ছাই করিতেছে।

সুহাস এখন বিপদে পড়িয়া ভক্তি সহকারে বিপদ-ভঞ্জন মধুসূদনকে ডাকিতে লাগিল। গললগ্নী-কৃত বাসে আপন সতীত্ব রক্ষার্থ দেবতার চরণে প্রার্থনা করিতে লাগিল। নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্য নিজেই অনুতাপে দগ্ধ হইতে লাগিল। ক্রমে তাহার চক্ষু দুইটী জড়াইয়া



'পাপিষ্ঠা! এখন অনুতাপ করিলে কি হইবে?
..........ঐ দেখ, সাবধান!" (১০৯ পৃষ্ঠা)

আসিল, সে তখন ভূতলেই শুইয়া পড়িল। শয়ন করিবামাত্র নিদ্রাদেবী তাহাকে আপন ক্রোড়ে টানিয়া লইলেন।

অদৃষ্টে সুখ না থাকিলে শত চেষ্টাও তাহার কিছুই করিতে পারে না। নিদ্রাবস্থায়ও সুহাস শান্তি লাভ করিতে পারিল না। ভীষণ স্বপ্ন তাহার অন্তরায় স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। সে স্বপ্ন দেখিল—যেন মন্দা আসিয়া তাহাকে ভর্ৎসনা পূর্ব্বক বলিতেছেন—"পাপিষ্ঠা। এখন অনুতাপ করিলে কি হইবে? তখন যদি আমার কথা শুন্‌তিস্, তাহা হইলে এত দুঃখ ভোগ করিতে হইত না।" সুহাস আকুল ভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে মন্দার পদদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক কহিল—"সই, সই! তুমি সতী সাধ্বী পতিব্রতা, আমি অভাগিনী তোমার সদুপদেশ অগ্রাহ্য ক'রে আজ বড়ই বিপদে পড়েছি। সই, আমায় রক্ষা কর—আমায় পথ দেখিয়ে দাও। আমি নিশ্চয় তোমার অমূল্য উপদেশ পালন ক'র্‌বো।" মন্দা কোমল কণ্ঠে কহিলেন—"সই! মনে প্রাণে সেই পতিতপাবন দয়াময় হরিকে ডাক। তিনিই তোমার সকল দুঃখ হরণ ক'রবেন, তোমায় সুপথে নিয়ে যাবেন। সেই বিপদ-ভঞ্জন মধুসূদনকে ডাক, তিনিই তোমায় এ মহাবিপদ্ হ'তে উদ্ধার ক'র্‌বেন।"

সুহাস। সই! বাল্যাবধি আমি যে ভক্তিহীনা! কেমন ক'রে ডাক্‌ব সই! আমার যে ভক্তির লেশমাত্র নেই!

মন্দা। সবই আছে, তোমার—না আছে কি? এখনও তুমি সতী। সতীকুলরাণী দয়াময়ী ভগবতী সতীর মর্য্যাদা রক্ষা করেন,—তোমাকেও রক্ষা ক'রবেন, তিনিই তোমায় উদ্ধার ক'রবেন। বিপদে ধৈর্য্য হারাইও না সই! স্বামীর চরণ চিন্তা ক'র্‌তে ক'র্‌তে দেখ্‌বে,—হরিভক্তিতে তোমার অন্তর পূর্ণ হয়েছে।

সুহাস চক্ষু মুদ্রিত করিয়া করযোড়ে ডাকিল—"হরি, পতিতপাবন

দীনবন্ধু! আমায় রক্ষা কর প্রভু। সই সই! পারি না যে সই। শূন্য শূন্য,—সব শূন্য!"

মন্দা। ব'ল্লেম তো, হরিকে কায়মনে ডাক। দেখ্‌বে, শেষে তিনি দেখা দিবেন। ভয় নেই, আমি চল্লুম।

বলিয়া মন্দা সুহাসের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক অঙ্গুলি সঙ্কেতে দেখাইয়া দিয়া কহিল—"ঐ দেখ, সাবধান।"

সুহাস দেখিল—বিনোদ আসিতেছে'। ভীষণ রাক্ষস-মূর্ত্তিতে বিকট মুখব্যাদান পূর্ব্বক বিনোদ তাহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। সুহাস প্রাণভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। বিনোদ অগ্রসর হইয়া বাহুপ্রসারণ-পূর্ব্বক কহিল—"কেন সুহাস ভয় কি? এস—আমার কাছে এস? আমি তোমায় কত ভালবাসি" বলিয়া সুহাসের হস্ত ধারণ করিল। অমনি 'রক্ষা কর—রক্ষা কর' বলিয়া সুহাস চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। সে নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিল—'সত্য সত্যই বিনোদ তাহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তাহাকে আকর্ষণ করিতেছে'। সুহাস সবেগে উঠিয়া বসিল। ভয়ে—আতঙ্কে—ক্ষোভে—ক্রোধে তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল, সঘনে নিশ্বাস বহিতে লাগিল। সে ক্রোধে আত্মহারা হইয়া আরক্তনয়নে বিনোদের প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিল।

তাহার সেই ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দেখিয়া মহাপাপী বিনোদ একেবারে স্তম্ভিত হইল। তাহার প্রসারিত বাহুদ্বয় আপনি সঙ্কুচিত হইয়া আসিল। সে বজ্রাহত বৃক্ষের ন্যায় অচল-অটলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বিনোদকে দেখিয়া সুহাস ক্রোধে কাঁপিতে লাগিল। কম্পিতকণ্ঠে কহিল—"কেন তুমি এ ঘরে এসেছ? যাও, এখনি চ'লে যাও?"

বিনোদ একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিল—"কেন এসেছি, তা কি জান না সুহাস! আমার চিরদিনের সাধ পূর্ণ ক'রতে এসেছি—তোমায় বক্ষে ধারণ ক'রে দারুণ বিরহের শান্তি ক'র্ত্তে এসেছি। সুহাস! আর আমায় জ্বালিও না, আশা দিয়ে নিরাশ ক'রো না। চিরদিন মনে প্রাণে তোমারই পূজা ক'রে এসেছি। আজ ভগবান আমায় দিন দিয়েছেন। এখন তোমার সম্মতি পেলেই আমার চিরসাধ পূর্ণ হয়। সুহাস! আমায় আশা দিয়ে নিরাশায় ডুবাইও না। আমি তোমায় বড় ভালবাসি সুহাস! এ ভালবাসা একদিনের নয়—বহুদিনের। এ ভালবাসা যৌবনের নয়—বাল্যের। আমি বাল্যকাল হ'তেই তোমায় পত্নীরূপে পাইবার জন্য লালায়িত।"

সুহাস। সত্যই কি তুমি আমায় ভালবাস?"

বিনোদ। সত্যই তোমায় ভালবাসি সুহাস—প্রাণাপেক্ষা ভালবাসি। তোমার ঐ সুন্দর মুখখানি দেখতে পাব ব'লে জন্মের মত নৈহাটী ত্যাগ ক'রেছি। তোমায় পাব ব'লে মনে প্রাণে তোমারই সাধনা কচ্ছি,—তুমি সদয় হও, সুহাস—আমার প্রতি তুমি সদয় হও!

সুহাস। যদি যথার্থই আমায় ভালবাস, নিশ্চয় আমায় সুখী ক'রতে চেষ্টা ক'রবে?

বিনোদ। নিশ্চয়, নিশ্চয়! নিশ্চয় তোমায় সুখী ক'রবো। সুহাস এ জীবন তোমার পায়ে ঢেলে দেব! তোমায় সুখী ক'রবার জন্য তুচ্ছ প্রাণ

পর্য্যন্ত পরিত্যাগ কর্‌তে পারি, সুহাস! তোমাকে পেলে আমি সকলি ত্যাগ কর্ত্তে পারি, সকল সুখে জলাঞ্জলি দিতে পারি!

সুহাস। বেশ! আমি যাতে সুখী হই,— তুমি কর্‌বে বল? দিব্যি ক'রে বল—আমার কথা শুন্‌বে? আমি যা ব'লব, ক'র্‌বে। যাতে আমি মনে কষ্ট না পাই, তা কি ক'র্‌বে? জান তুমি, আমার স্বামী আছেন, তিনি কুৎসিত নহেন। আমার শ্বশুরের অগাধ সম্পত্তি আছে, তিনিই তাহার একমাত্র উত্তরাধিকারী! আমার মাতা পিতা ভাই ভগিনী সকলই আছে। আমি মাতা পিতার আদরিণী কন্যা! তাঁরা আমায় স্নেহ করেন—ভালবাসেন। তুমিও যদি আমায় স্নেহ কর—ভালবাস, বল আমার কথা অবহেলা ক'র্‌বে না? আমি যাতে মনে কষ্ট পাই, তা ক'র্‌বে না?

হিতাহিত বিবেচনাশূন্য কামান্ধ বিনোদ কহিল—"বল সুহাস! কি দিব্যি ক'ল্লে তুমি আমায় বিশ্বাস ক'র্‌বে বল? আমি দেবতার নামে শপথ ক'রে বল্‌ছি,—আমি চিরদিন অনুগত দাসের ন্যায় তোমার আদেশ প্রতিপালন ক'র্‌বো! যাতে তুমি সুখী হও, তা ক'রবার জন্য প্রাণ পাত চেষ্টা ক'রবো!"

সুহাস। ক'রবে—সত্য বল? দিব্যি ক'রে বল?—

বিনোদ যে রূপেই হউক, সুহাসকে সন্তুষ্ট করিয়া বশ করিবার অভিপ্রায়ে বারংবার শপথ করিল। সুহাস একটু শান্ত হইল। তাহার শান্ত-মূর্ত্তি দেখিয়া দুষ্ট বিনোদের অন্তর আনন্দে পূর্ণ হইল—নাচিয়া উঠিল। সে ভাবিল—"সুহাস এইরূপে তাহাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিতে অভিলাষিণী হইয়াছে এবং যাহাতে তাহাকে ত্যাগ না করে, সেই জন্য শপথ করাইতেছে।" কাযেই বিনোদ শপথ করিতে পশ্চাৎপদ হইল না—বারংবার শপথ করিতে লাগিল। সুহাস একটু হাসিল। কিঞ্চিৎ

অগ্রসর হইয়া ধীরগম্ভীর ভাবে কহিল—"বিনোদ-দা! তোমার কথা শুনে বড় সন্তুষ্ট হ'লেম। আমার কথা রাখ—তুমি আমায় নৈহাটী রেখে আস্‌বে চল। তা হ'লে আমি বড় সুখী হবো। চিরদিন তোমায় বড় ভাইএর মত দেখে আস্‌ছি, তুমিও সেই রকম ভালবাস্‌লে বড় সুখী হবো। বল বিনোদ-দা, বল এ কথাটা তুমি রাখ্‌বে! দিব্যি করেছ—দেবতার নামে শপথ করেছ, নিশ্চয় তুমি প্রতিজ্ঞা পালন ক'রবে? নিশ্চয় আমায় সুখী ক'রবে? কি! চুপ ক'রে রইলে যে?"

বিনোদ যেন আকাশ হইতে পড়িল। "তাই তো, ছলনা করিয়া চলিয়া যাইতে চায়—চাতুরি করিয়া ভুলাইতে চায়?" বিনোদ সুহাসের চাতুরি বুঝিল; তাহার কথার কোন উত্তর করিল না।

সুহাস সকাতরে কহিল—"কি? আমার কথার উত্তর দিচ্ছ না যে! শোন বিনোদ-দা! যদি তুমি আমায় রেখে এস, আমার যথা-সর্ব্বস্ব তোমায় দেব।"

বিনোদ। তোমার যথাসর্ব্বস্ব আমি চাহি না সুহাস! আমি তোমায় চাই। আমার বহুদিনের বাসনা পূর্ণ ক'র্ত্তে চাই। সামান্য অলঙ্কারের লোভ দেখাচ্ছ কি সুহাস! আমার বহুদিনের বাসনা—আমি তোমায় নিয়ে সুখী হ'তে চাই!

সুহাস এবার ক্রোধপূর্ণ স্বরে কহিল—"ভণ্ড! মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক! এই তোমার দিব্যি করা—এই তোমার প্রাণ ত্যাগ ক'রেও আমায় সুখী করা—এই তোমার ভালবাসা! সামান্য আকাঙ্ক্ষাকে—সামান্য প্রবৃত্তিকে যে ত্যাগ ক'রতে পারে না, তার আবার ভালবাসা! বুঝেছি বিনোদ! ছলনায় আমায় মজাতে চাও—আমার সর্ব্বনাশ ক'রতে চাও! ঔষধের সাহায্যে অজ্ঞান ক'রে তোমার ঘৃণিত বাসনা পূর্ণ ক'র্‌তে চাও!

কিন্তু মনে রেখ বিনোদ! আমি ভগবান্‌কে সাক্ষী ক'রে প্রতিজ্ঞা কচ্ছি—তোমার এ পাপ বাসনা কখনও পূর্ণ ক'র্‌তে দেব না। যদি তুমি—"

কথা শেষ না হইতেই বিনোদ কহিল—"এত জাঁক ভাল নয়। এ জাঁক থাক্‌বে না, রাখ্‌তেও পারবে না। শোন বলি, তবে আমারও প্রতিজ্ঞা শোন। যেন তেন প্রকারে আমি আমার বাসনা পূর্ণ ক'র্‌বোই ক'র্‌বো। স্বেচ্ছায় সম্মত হও—ভাল, আমিও ভাল ব্যবহারে তোমায় সুখী ক'র্‌বো। আর যদি স্বেচ্ছায় সম্মত না হও, বলপূর্ব্বক হউক, জ্ঞানে হউক—অজ্ঞানে হউক, যেমন ক'রেই হউক, আমি আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ ক'র্‌বোই ক'র্‌বো। কেহই তোমায় রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌বে না?"

বিনোদের প্রতিজ্ঞা শুনিয়া সুহাস কিছুমাত্র ভীত বা বিচলিত হইল না। দারুণ ক্রোধে থর্‌ থর্‌ কাঁপিতে লাগিল। তাহার সে সৌন্দর্য্য-মাধুরী মুহূর্ত্ত মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হইল,—ভীষণ রাক্ষসীর ন্যায় আকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটিল। সতীত্ব-রত্ন অপহরণ ভয়ে ভীতা সুহাস অতি ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল। ক্রোধে অধর দংশন পূর্ব্বক সাপিনীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিল। "শোন্, শোন্ রে, নরপিশাচ কামার্ত্ত কুকুর! শোন্, তবে আমার প্রতিজ্ঞা শোন! নারায়ণের নামে দিব্যি ক'রে বল্‌ছি, শোন্ ভাল ক'রে শোন! যদি কখনও জানতে পারি, তুই আমার অঙ্গে হাত দিয়েছিস্, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে, নিদ্রিত অথবা ঔষধ প্রয়োগে অচৈতন্য অবস্থায় তুই আমার অমূল্য সতীত্ব-রত্নে হাত দিয়েছিস্, নিশ্চয় জান্‌বি, সেই দিনই—সেই মুহূর্ত্তেই আমি তোর রক্ত দর্শন ক'র্‌বো! তোর বুক থেকে হৃৎপিণ্ডটা টেনে ছিঁড়ে বা'র ক'র্‌বো! পরে তোকে শিয়াল কুকুরের মুখে তুলে দেবো! কামান্ধ কুকুর!

তখন জান্‌বি—গৃহস্থের মেয়ে সতীত্ব রক্ষার জন্য কত অসাধ্য সাধন ক'র্‌তে পারে? তথন বুঝবি—তারা হিংস্র ব্যাঘ্র অপেক্ষা কত ভয়ঙ্কর। আহতা সাপিনী অপেক্ষা ক'ত তেজস্বী।" বলিয়া তীব্র দৃষ্টিতে বিনোদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল, বজ্ররবে পুনরায় কহিল—"যা, যা! এখনই চ'লে যা! ভাল চাস্‌ ত চ'লে যা! এখনই আমার সম্মুখ হ'তে দূর হ নর-পিশাচ! যা! এখনই দূর হ!" • • •

সুহাসের মূর্ত্তি দর্শনে মহাপাপী বিনোদ অত্যন্ত ভীত হইল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইল। সে মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় ধীরপদে তথা হইতে প্রস্থান করিল। গৃহের বাহিরে আসিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সে যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

বিনোদ বাহিরে আসিলে বৃদ্ধা কামিনী আসিয়া কিঞ্চিৎ ভর্ৎসনার সুরে কহিল—"কেমন বিনোদ, হ'লো তো! বল্লুম, বাছা আমার কথাটা কাণে নিলে না। ছুঁড়ীকে বিগ্‌ড়ে দিলে! এখন কি হবে?"

বিনোদ। পিসী! তোমার কথাটা না শুনেই বড় অন্যায় ক'রেছি! এখন থেকে তুমি যা ব'লবে, শুন্‌বো।

কামিনী। এইটী প্রথম থেকে হ'লে পাঁচ সাত দিনের মধ্যে কায হাঁসিল হ'য়ে যেত। এখন অনেক সময় নেবে। বনের পাখী না পড়ালে কি বুলি ধরে! দুদিন বাদে ছুঁড়ী আপনা আপনি নুইয়ে আস্‌তো! তথন সামান্য একটু চেষ্টা ক'ল্লেই কায হাঁসিল হ'তো। এখন কি হবে, বলা যায় না। উঃ! ছুঁড়ীর কি তেজ! যেন দশবাই চণ্ডী!

বিনোদ। যাই হ'ক্‌ পিসী! ওর সতীগিরি আমি বা'র ক'র্‌বো! দেখি, প্রতিজ্ঞা পূর্ণ ক'র্‌তে পারি কি না!

বৃদ্ধা। উহুঁ! না না, এ সব কাযে রাগারাগী ক'র্ত্তে নেই—কৌশল চাই। আমিই সব ঠিক ক'রে দেব। সতী তো সবাই! প্রথমে অনেকেই

ও রকম ক'রে সতীগিরি ফলায়—কদর বাড়বে ব'লে। তারপর আপনা আপনি গুড়িয়ে আসে। আমি এ বয়সে অমন অনেক সতী অহল্যা দ্রৌপদী দেখেছি! লুকিয়ে লুকিয়ে কায করেন, আর মুখে সতীগিরি ফলান।

বিনোদ। পিসী! তোমার উপর ভার দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হ'লেম। তুমি যা হয় ক'রো! এখন কিছু দরকার হ'য়েছে যে পিসী! ভাণ্ডারে কিছু আছে ত? বিলাতী হউক—দেশী হউক, যা হয় একটা দাও—মাথাটা ঠাণ্ডা করি।

মৃদু হাসি হাসিয়া কামিনীসুন্দরী কহিল—"চল ঐ ঘরে। আমার ঘর লক্ষ্মীর ভাণ্ডার! অফুরন্ত! কত চাই?"

"'থ্যাঙ্ক ইউ' পিসী! বাবা, তোমার দৌলতে কত বেটা ত'রে গেল।" বলিতে বলিতে বিনোদ কামিনীর সহিত কক্ষান্তরে প্রবেশ করিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সুহাস অতি সতর্কভাবে দিন কাটাইতে লাগিল। প্রতি কার্য্যেই তাহার সন্দেহ—আশঙ্কা! রাত্রির অধিকাংশ সময়ই বিনিদ্র অবস্থায় অতিবাহিত হইত। বিনোদ আর সুহাসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসে না। বৃদ্ধা বাড়ীওয়ালীও বড় একটা তাহার নিকট আসিত না। অনাহারে অনিদ্রায়—নানারূপ দুর্ভাবনায় ভীতা সুহাস উন্মাদিনীপ্রায় হইল। দিনে দিনে তাহার শরীর শুষ্ক হইতে লাগিল। সে কায়মনে দিবারাত্র বিপদ-ভঞ্জন হরিকে ডাকিতে লাগিল। কামিনীর প্রদত্ত অন্ন আহার করিত না বলিয়া কামিনী তাহার স্বতন্ত্র রন্ধনের ব্যবস্থা করিয়াছিল—সুহাস দিবারাত্রে একবার মাত্র যাহা পারিত, রন্ধন করিয়া আহার করিত। কামিনী প্রদত্ত জলটুকু পর্য্যন্ত পান করিত না। এইরূপে তাহার তিন চারি দিন কাটিয়া গেল। কামিনী সুহাসের কাছে না আসিলেও পাছে সুহাস পলায়ন করে, এই ভয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিল, ফটকে ও সদরে সর্ব্বদা চাবি দিয়া রাখিত। সুহাস কিন্তু একটী দিনের জন্যও পলায়নের চেষ্টা করে নাই। এমন কি, সে কথা এ পর্য্যন্ত তাহার মনেও উদয় হয় নাই।

আজ সুহাস একাকিনী, 'কি উপায়ে এই পিশাচ পিশাচীর হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়' তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল। ঠিক সেই সময় কামিনী আসিয়া সুহাসের গৃহে দেখা দিল। সে অনতিদূরে উপবেশন পূর্ব্বক কহিল—"কি ভাবছিলে মা? কেন এমন ক'রে ভেবে ভেবে না খেয়ে দেয়ে সোণার শরীর নষ্ট ক'চ্ছ বাছা? আমার কথা রাখ, ভাল ক'রে খাওয়া দাওয়া কর।"

সুহাস কামিনীর মুখের প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল—"যতদিন এ নরক থেকে বেরুতে না পাচ্ছি, আর ভাল ক'রে খাব না। তোমরা আমায় ছেড়ে দাও, আমি এখনি আমার 'গায়ের সমস্ত গহনা তোমাদের দিচ্ছি।"

কামিনী। এর আর কথা কি মা? কিন্তু একটা কথা তো ভাবতে হবে! তুমি যাবে কোথায়? কে তোমার আপনার আছে মা? তোমার বাপ তো আর তোমায় ঘরে স্থান দেবেন না ব'লছেন।

সুহাস। মিথ্যা কথা! সব মিথ্যা কথা!

কামিনী। আচ্ছা, বেশ মা, আমার কথাটাই যেন মিথ্যা হ'লো। তুমি না হয় তোমার বাপকে চিঠি লেখ। আমি কালি কলম কাগজ সব দিচ্ছি। যদি তিনি তোমায় যেতে বলেন, যেও। আমিই গিয়ে তোমায় রেখে আস্‌বো।

কামিনীর কথা শুনিয়া সুহাস বিস্মিত হইল—ধীরে ধীরে একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল—"যদি তিনি সম্মত হন, বিনোদ কি আমায় ছেড়ে দেবে?"

"ও মা! সে ভয় আর তোমার নেই! সে দিন কি ছাই নেশা ভাঙ্গ ক'রেছিল—মাথা ঠিক ছিল না, তাই। দেখ্‌ছো তো, সে লজ্জায় তোমার কাছেই আসে না। আচ্ছা, আমি এখনই জিজ্ঞাসা কচ্ছি। সে কি বলে শোন?"—বলিয়া বৃদ্ধা উচ্চকণ্ঠে ডাকিল—"বিনোদ? ও বিনোদ?"

বিনোদ প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া কিছু বিরক্তিসহকারে কহিল—"কেন! আবার ডাকাডাকি কেন?"

কামিনী সুন্দরী অনেক ভণিতাপূর্ব্বক বিনোদকে সুহাসের পিত্রালয়ে যাইবার কথা জিজ্ঞাসা করিলে, বিনোদ একটু বিমর্ষভাবে কহিল—"পিসী! সে পথ তো বন্ধ। ভোলানাথ বাবু সব শুনেছেন! আর কি মেয়েকে

ঘরে নেবেন ? আমার সামান্ত বুদ্ধির দোষে লোকসমাজে বেচারীর মুখ দেখাবার উপায়টী পর্য্যন্ত নেই। সে জন্য বড় মনোতুঃখে আছি পিসী! আমি ভেবেছিলেম—সুহাসকে নিয়ে পশ্চিমাঞ্চলে গিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকণ্ণা ক'র্‌বো! সেই ভেবেই তো সুহাস এসেছিল। তখন যদি না আস্‌তো, আমার এতটা লজ্জা ভয় হ'তো না। সব জানাজানি হ'য়ে গেছে। উপেন তো—যাক্ সে সব কথা—।

সুহাস বিনোদের কথাগুলি শুনিল। ভাবিল—'বিনোদ নিশ্চয় অনুতপ্ত হইয়াছে। আবার লোক-সমাজে তাহার চরিত্রদোষের কথা প্রচার হইয়াছে শুনিয়া চক্ষে জল দেখা দিল। মনে মনে ভাবিল—"হায় ? আমি আজ আপন বুদ্ধির দোষে লোক-সমাজে কলঙ্কিনী হলেম ? পিতা মাতার স্নেহময় ক্রোড়ে আর স্থান নাই! লোকালয়ে মুখ দেখাবার উপায় নাই! আমায় দেখ্‌লে লোকে ঘৃণায় মুখ ফিরাবে! স্বামীর সংসারে এ জীবনেও আর আমার স্থান হবে না! হায়, হায়! তবে আমি যাই কোথায় ? কে আমায় আশ্রয় দিবে! আমার আপনার সব পর হ'য়েছে। যাহারা একদিন আমার সুখের জন্য লালায়িত হইত, আজ হয় তো তাহারা আমার সাহায্য করা ত দূরের কথা, আমায় দেখ্‌লে শৃগাল কুকুরের মত দূর ক'রে তাড়িয়ে দেবে।"

সুহাস আপন মনে এইরূপ কত শত চিন্তা করিতে লাগিল। কামিনী বিনোদকে কহিল—"বিনোদ! যাই হউক, উনি বাপ-মাকে একখানা চিঠি দেবেন ব'ল্‌ছিলেন।"

"বেশ ত ? আমার তাতে কোনই আপত্তি নাই। যাতে উনি সুখী হ'ন, কর" বলিয়া বিনোদ তথা হইতে প্রস্থান করিল।

কামিনী সুহাসকে কহিল—"শুন্‌লে ত মা ?" তবে কালি কলম কাগজ নিয়ে আসি, তোমার বাপের বাড়ী চিঠি লিখে দাও। বিনোদ কি তেমন ছেলে ? ব'ল্‌বামাত্র তো একটীও আপত্তি ক'র্লে না"।

সুহাস। আর কাগজ আন্‌তে হবে না,—থাক্।

কামিনী। চিঠি লিখ্‌বে না?

সুহাস। কাকে চিঠি লিখ্‌বো?

কামিনী। কেন, তোমার বাপ-মাকে লেখ না?

সুহাস। না, তাঁরা হয় তো কুলটা কন্যার পত্র পর্য্যন্তও স্পর্শ ক'র্‌বেন না। তবে আর কেন? তাঁরা হয় তো ভাব্‌ছেন, তাদের মেয়ে ম'রেছে। তাই ভাবুন—আমি তাঁদের আর বিরক্ত ক'র্‌বো না।

মনে মনে অনেকটা ভরসা পাইয়া কামিনী কহিল—"তাই তো বল্‌ছি না? এমন ক'রে মন-কষ্টে কেন থাক? যখন বেরিয়ে এসেছ—কলঙ্কের পসরা মাথায় তুলে নিয়েছ, তখন আর কেন? বিনোদ বে-থা ক'রে নি, ওকে নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরসংসার কর। তোমার স্বামী তো তোমায় আর ঘরে নেবেন না। তবে কেন আর জীবন যৌবন নষ্ট করা! বিনোদ তোমায় ভালবাসে।"

সুহাস কামিনীর কথা সমাপ্ত না হইতেই বিরক্তিসহকারে কহিল—"তুমি যাও, যাও, বাছা! আপনার কাযে যাও। আর আমায় বিরক্ত ক'রো না। আমার কাছে অত কুট্‌নীগিরি চ'ল্‌বে না।"

'কুট্‌নী' কথাটা কামিনীর অন্তরে দারুণ বজ্রের ন্যায় আঘাত করিল, সে আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিল না। চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ করিয়া ক্রোধ-পূর্ণ স্বরে কহিল—"আঃ মর ছুঁড়ি! যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা! আমি কুট্‌নী—আর উনি সতী সাধ্বী পতিব্রতা! ওলো আমার সতীলো! ভাতার তো মুখ দেখ্‌তো না, গায়ের জ্বালায়-অস্থির হ'য়ে বেরিয়ে এলেন; এসে হলেন কি না সতী! ঐ যে বলে—

দেখে দেখে হলেম কুঁজো,
ঘুচে গেল আহ্নিক পূজো!

এ বয়সে তোর মত অনেক সতী দেখ্‌ছি লো—অনেক দেখ্‌ছি। আর কদর বাড়াস্ নি! আজ তোর সতীগিরি বা'র ক'রবো! তোর বাপ চোদ্দপুরুষ কে এসে রক্ষা করে দেখ্‌বো আজ।"

আর সহ্য হইল না। অভিমানিনী সুহাস ক্রোধে আত্মহারা হইল। কামিনীর কথা শেষ হইতে না হইতেই সে তীব্রবেগে উঠিয়া বজ্রমুষ্টিতে বৃদ্ধার কেশগুচ্ছ আকর্ষণ পূর্ব্বক উপর্য্যুপরি চপেটাঘাত ও পদাঘাত করিতে করিতে ক্রোধ-কম্পিতস্বরে কহিল—"তবে রে হারামজাদী মাগী! বাঁদী কুট্‌নী! আজ তোর ইহ-লীলা ঘুচাব। তোর এই লীলা-খেলা শেষ ক'রবো! আমার চোদ্দপুরুষ আমায় রক্ষা করে কি না দেখ্! আর তোকে কুট্‌নীগিরি ক'ত্তে হবে না। কুট্‌নী মাগী! এইবার তোর শেষ।" বলিতে বলিতে সুহাস পুনরায় প্রহার করিতে লাগিল। কামিনী প্রাণভয়ে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে সুহাসকে দুই এক ঘা প্রহার করিতেও ছাড়িল না। কিন্তু তাহাতে কি হইবে? সুহাস আজ যে মূর্ত্তিতে কামিনীকে ধরিয়াছে, তাহা দেখিলে বলিষ্ঠ যুবকেরও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। শীর্ণকায়া বৃদ্ধা কামিনীর আর কথা কি! তাহার এমন কি শক্তি আছে, যুবতী সুহাসের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করে! বৃদ্ধা সাহায্যের নিমিত্ত চীৎকার করিয়া বিনোদকে ডাকিল—"ওরে আটকুঁড়ীর বেটা! ওরে কোথায় গেলি রে? ওরে বাবা রে! সর্ব্বনাশী চোকখাকী আমায় খুন ক'ল্লে রে! ওরে তোর সর্ব্বনাশ হোক্! ওরে আটকুঁড়ী! চোকখাকী তোর ভরা ডুব্‌বে রে? ওরে বাবা রে?"

দারুণ প্রহারে জর্জ্জরিত কামিনী সুহাসকে ও বিনোদকে যথেচ্ছভাবে গালি দিতে লাগিল।

এদিকে প্রহারের বিরাম নাই—সমভাবেই চলিতেছে। বৃদ্ধার প্রাণ কণ্ঠাগত হইল—গালি বন্ধ হইল। প্রাণ রক্ষার জন্য অতিকষ্টে দুই একবার

কাকুতি মিনতি করিয়া অবশেষে বৃদ্ধা মূর্চ্ছিত হইল। বিনোদ সবে মাত্র বাহির হইয়া গিয়াছিল, ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিল না। কেহই বৃদ্ধার সাহায্য করিতে পারিল না।

এইবার সুহাসের চৈতন্য হইল। ইহাই পলায়নের উত্তম সুযোগ, এইরূপ স্থির করিয়া সুহাস উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটিয়া গৃহের বাহির হইল—সদরে আসিল। দ্বার খোলা ছিল, বিনোদ বন্ধ করিয়া যায় নাই। কাযেই তাহাকে কোনরূপ বাধা বিঘ্ন ভোগ করিতে হইল না। সদর ছাড়িয়া বাগানে—বাগান ছাড়িয়া রাস্তায় আসিয়া সুহাস প্রাণপণে ছুটিল।

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মন্দা বহু যত্নে অনাথিনী বালিকা ও বৃদ্ধা কাত্যায়নী দেবীকে আপন গৃহে আশ্রয় দিলেন। কাত্যায়নী ব্রাহ্মণকন্যা, মন্দা তাঁহার স্বজাতীয়া হইলেও তিনি বিধবা বলিয়া মন্দার পাক-করা অন্ন ভোজন করিতেন না। নিজেই পাক করিতেন। মন্দার সংসারে আসিবার পর হইতে তিনি যে কেবল নিজের রন্ধনাদি করিতেন, তাহা নহে; সকলের জন্যই রন্ধনাদি করিতেন। তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চাশের উর্দ্ধে হইলেও তিনি এ বয়সে অনায়াসে একশত লোকের উপযোগী রন্ধন করিয়া দিতে পারিতেন। রন্ধন করিতে না পারিলেই বরং দুঃখিত হইতেন, সে দিনটা তাঁহার যেন বৃথা গেল মনে করিতেন। মন্দার শতসহস্র অনুরোধ সত্ত্বেও বৃদ্ধা রন্ধন ত্যাগ করিলেন না। মন্দাকে মিষ্ট কথায় ভুলাইয়া তিনি নিজেই দু'বেলা রন্ধন করিতেন। নিস্তারও মন্দাকে বিশেষ কোন গৃহকর্ম্ম করিতে দিত না। কাযেই মন্দা শিষ্যাদিগের সহিত নিজের কার্য্যেই সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন। বালিকা এবং যুবতী শিষ্যাগণের মধ্যে কেহ তাহাকে খুড়ীমা, কেহ জ্যেঠাইমা, কেহ বা মাসীমা, আবার কেহ বা দিদি বলিয়া ডাকিত। তিনি সকলকেই যত্নের সহিত শিক্ষা দিতেন। দ্বিপ্রহরে যখন কারকর্ম্ম করিতেন, তখন হেমনলিনী, বিনোদিনী, কমলমণি প্রভৃতি নবীনা যুবতীগণ তাঁহাকে নানাপ্রকার সাহায্য করিত, মন্দা তাহাদিগকে কার্য্যপ্রণালী দেখাইয়া

দিতেন। কমলা, অমলা, বিমলা, সারদা, বরদা, টেঁপি, খেঁদি প্রভৃতি বালিকা সকল দূরে থাকিয়া মন্দার প্রদত্ত নূতন কার্য্যগুলি মন দিয়া করিত। কাত্যায়নী ঠাকুরুণ সেকেলে রমণী, তিনি বেশ সূতা কাটিতে পারিতেন; সুতরাং মন্দা ও অন্যান্য বালিকাদিগকে তাহা শিক্ষা দিতেন। নিস্তার সেই সূতাগুলিও বাজারে বিক্রয় করিয়া আসিত। দ্বিপ্রহরে যখন এইরূপ কার্য্য চলিত, তখন রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ হইত। যিনি পাঠ করিতেন, তিনি কেবল পড়িয়া যাইতেন। অপর যাহারা কার্য্য করিত, তাহারা একমনে শুনিয়া যাইত। মন্দা ও কাত্যায়নী দেবী মাঝে মাঝে বালিকাদিগের সমস্যা ভঞ্জন করিয়া দিতেন। এইরূপ আনন্দ—নিরানন্দের মধ্য দিয়া মন্দার দিনগুলি কাটিয়া যাইতেছিল। প্রতিবেশী ভদ্রাভদ্র সকলেই মন্দার মিষ্ট-মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছিল—সকলেই তাঁহাকে বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা করিত।

আনন্দ প্রায়ই মন্দার নিকটে আসিত। মন্দা এখন আর তাহাকে দেখিয়া তেমন লজ্জা বোধ করেন না। সরলমতি যুবক এজন্য বড় আনন্দ লাভ করিত। সে মন্দাকে দিদি বলিয়া ডাকিত। কিন্তু তাহার মাতুল হরেকৃষ্ণের তাহা সহ্য হইত না।

একদিন তিনি আনন্দকে ডাকিয়া কহিলেন—"তুই বড় বেহায়া হ'য়ে যাচ্ছিস্! যখন তখন অমন ক'রে ভাড়াটে বাড়ীতে যাস্ কেন?"

স্পষ্টবাদী আনন্দ মাতুলের কথা শুনিয়া কহিল—"কেন মামা, তাতে দোষটা হ'লো কি? যার মনে পাপ আছে, সে-ই ভয় পায়। ও পেটে মুখে জানি না মামা! আমার এক কথা—যখন ইচ্ছা হবে, যাব?"

বৃদ্ধ হরেকৃষ্ণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে কহিলেন—"ও সব বকাম চ'লবে না বাবা! ওদের বাড়ী, খবরদার! যাবি না। যত কিছু বলি না, ততই বাড়িয়ে তুল্‌ছিস্, না?"

আনন্দ। মামা, রাগ ক'র না! তোমার পায়ে পড়ি রাগ ক'র না। তুমি বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী নিয়ে ধর্ম্ম প্রচার কর। আমি আমার ধর্ম্ম পালন করি।

হরেকৃষ্ণ ক্রোধে আত্মহারা হইয়া কহিলেন—"কি হারামজাদা নচ্ছার! তুই আমায় ধর্ম্মোপদেশ দিচ্ছিস্! যত সব হদ্দ বুকাটে ছোট লোকদের সঙ্গে মিশে তোর বড় বকামি বেড়েছে! তুই কেন ভারাটে বাড়ীতে যাস্? ওদের বৌয়ের সঙ্গে কেন কথা বলিস্? কিসের সম্পর্ক তোর?"

আনন্দ। কেন যাই, শুনবে মামা? আমি—ভাড়াটেদের—বৌটীকে—বড়—ভালবাসি।

হরেকৃষ্ণ। কি হারামজাদা নচ্ছার! আমার সাম্‌নে এই পাপ কথা মুখে আন্‌তে তোর একটু লজ্জা ভয় হ'লো না?

আনন্দ। কিসের লজ্জা মামা? স্পষ্ট কথা ব'ল্‌বো, তাতে ভয়ই বা কিসের? আমি একবার কেন, রাস্তায় দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে সাত-শ ছাপ্পান্ন-বার ব'ল্‌বো—আমি ভাড়াটেদের বৌকে ভালবাসি, দেবী ভগবতী জ্ঞানে মনে মনে পূজা করি—ভক্তি করি—পদধূলি মাথায় তুলে নি। আর বড় দিদি জ্ঞানে নিঃশঙ্কচে যাওয়া আসা করি। যে বেটা খারাপ ভাবে—ভাবুক! তাতে কিছু আসে যায় না। তোমার ও সব বাজে কথা শুনতে চাই না মামা! আমার যখন ইচ্ছা হবে—যাব, আস্‌ব। তার জন্ম তুমি কেন রাগ ক'র্‌বে? এ সব অন্যায় কথা!

বলিতে বলিতে আনন্দ কিছু নিরানন্দভাবে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

ভাগিনেয়ের কথা শুনিয়া বৃদ্ধের অন্তর দগ্ধ হইতে লাগিল। তিনি আপন মনে কহিলেন—"ওঃ ছুঁড়ী বৌটা খেলোয়ার বটে। ছোঁড়ার মাথাটা একেবারে বিগ্‌ড়ে দিয়েছে দেখ্‌ছি। ও—তো পটাপট্ ব'লে ফেল্লে 'ভালবাসি।' আরে মলো! যাঃ! আমি যে তোদের জন্য এতটা কচ্ছি! তোর কি না এই ব্যবহার! কলিকাল গো—ঘোর কলিকাল!

নইলে ছুঁড়ী বৌটা আমায় দেখলে আধ হাত ঘোমটা টেনে দেয় কেন বাপু? কেন, আমার সঙ্গে ত্র'টো কাযের কথাবার্ত্তা ক'না? এই সে দিন বৌটা ছেঁড়া ময়লা কাপড় প'রেছিল দেখে, প্রাণটা আমার কেমন কেমন কবৃতে লাগল। কত দোকান ঘুরে—কত বস্তা কাপড় দেখে পছন্দ ক'রে চওড়া কল্কা পাড়—জড়ি দেওয়া মিহি দেশী কাপড়খানা কিনে দিলুম। ভেবে-ছিলেম—বৌটা কাপড়খানা প'রবে। প্লাছা পেড়ে কাপড়খানা প'রলে কেমন সুন্দর মানাবে। তা শালী কি না বিলিয়ে দিলেন। আরে মলো! আমি কি তোকে দাতব্য ক'র্ত্তে কাপড়খানা কিনে দিলুম! ব'ল্লেই তো হ'তো বাপু—কাপড় আমার পছন্দ হ'চ্ছে না, আমি বে-পাছা কাপড় প'রতে ভালবাসি, তাই দাও। তুই বিলিয়ে দিলি কেন? তোর মত কত বামন বৈষ্ণবের মেয়ে আমার কাছে আসে যায়। যদি তাদের সেই কাপড়-খানা দিতুম, তারা কত আনন্দ ক'রতো—কাপড়খানার কত তারিফ ক'রতো। তখনই আমার সামনে প'রে দেখিয়ে দিত। তুই কি না ছ'টাকা সাড়ে চৌদ্দ পয়সার কাপড়খানা বিলিয়ে দিলি! ভেবেছিলেম—এই পূজার সময় তোকে আর তোর ছেলেকে কিছু কিছু কিনে দেব। আবার! রামচন্দ্র,—আবার! সে মান্দা আমি নই বাবা! আর হ'চ্ছে না। কে ও, কে গা? বলি সাড়া দাও না কেন? ভূত না কি?"

বাহিরের বারাণ্ডায় হঠাৎ পদশব্দ শুনিয়া বৃদ্ধের চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল। দ্বারের দিকে চাহিতেই দেখিতে পাইলেন—হাতে হরি নামের ঝোলা, গলে তুলসীর মালা, নাকে রসকলি, মুখে রাধা কৃষ্ণ বুলি বলিতে বলিতে একটী বৃদ্ধা আসিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল।

হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে
রাধা শ্যাম মুকুন্দ মুরারে।

বৃদ্ধা ঝোলা হইতে খঞ্জনী বাহির করিয়া বাজাইতে বাজাইতে গাহিল—

বাঁশীতে ডেকেছ কেন আমারে

ভেবেছিলেম ঘরে রব, যাব না বাহিরে।

গীত সমাপ্ত না হ'তেই হরেকৃষ্ণ কহিলেন—"কেন দিদি? তুমি ঘরে থাকবে কেন? তা হ'লে আমাদের গতি কি হবে?"

ঈষৎ হাস্য-সহকারে বৃদ্ধা আবার গাহিল—

ভেবেছিলেম ঘরে রব, যাব না বাহিরে।

বাধা দিয়া হরেকৃষ্ণ কহিলেন—"থামাও থামাও! আর কায নেই ক বাজিয়ে, থাম দিদি থাম! বলি, চিঠি পেয়েছিলে?"

বৃদ্ধা থামিল। খঞ্জনীটী ঝোলার মধ্যে রাখিতে রাখিতে কহিল—"পেয়েই তো এসেছি দাদা! এখন হুকুম হয়—হাজির আছি।"

হরেকৃষ্ণ মৃদুস্বরে কহিলেন—"দিদি! অনেক কথা আছে। একটা পাখী ধ'র্‌বো ব'লে কত ঘুরে বেড়াচ্ছি! তা সন্ধান পেয়েছি।"

বৃদ্ধা। দাদা, বুনো পাখী কি অমনি ধরা যায়? ও সব হাতের গুণ! পাখীর সন্ধান পেয়েছ?

হরেকৃষ্ণ। হুঁ। সেই জন্যই তো তোমায় ডেকেছি। তুমি না হ'লে চ'লবে না। দেখ, যদি ধ'রে দিতে পার। বড় সুন্দর পাখী!

বৃদ্ধা। বুনো তো বটে! কত দিনে প'ড়বে তার ঠিক কি?

বলিতে বলিতে বৃদ্ধা ঘরের মেজেতে জাঁকিয়া বসিল। হরেকৃষ্ণ ধীরে ধীরে যাইয়া ঘরের দরোজা বন্ধ করিয়া দিলেন। পরে বৃদ্ধার সহিত অস্ফুট-স্বরে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন।

পাঠক! এই বৃদ্ধা বৈষ্ণবীটীকে চিনিয়াছেন কি? ইনিই আমাদের পূর্ব্বপরিচিতা শ্রীমতী কামিনী সুন্দরী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

"মা! আজ মহাষষ্ঠী। একখানি ভাল কাপড় প'রতে হয়। সকলেই প'রছে, তুমি কেন পর না মা!" কাত্যায়নী দেবী মন্দাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কথাগুলি অতি আগ্রহের সহিত বলিলেন।

মন্দা মৃদু হাসিয়া কহিল—"প'রবো বই কি মা! বিজয়ার দিন প'রবো! ছেলেদের পরিয়েই আমার সুখ। ওরা আনন্দ ক'চ্ছে দেখে আমার প্রাণ আনন্দে পূর্ণ হচ্ছে! ওদের আনন্দে আমার আনন্দ! আজ বছর-কার দিনে বাছারা আমার আনন্দ করুক।

কাত্যায়নী। তুমি যেমন তোমার ছেলে মেয়েদের কাপড় জামা পরিয়ে দিয়ে আনন্দ পাচ্ছ, তেমনি আমারও সাধ হচ্ছে—মেয়েটী আমার আজ বছরকার দিনে একখানি ভাল কাপড় পরে,—দেখে আমি চক্ষু জুড়াই! লক্ষ্মী মা আমার!—আজ ভাল ক'রে চুল-টুল বাঁধ, একখানি ভাল কাপড় পর। দু'খানা গহনা যা আছে, পর। আমি অষ্টমীর উপোষ ক'রে মায়ের কাছে প্রার্থনা ক'রবো—যেন ছেলে আমার ঘরবাসী হয়—মা যেন আমার পাকা চুলে সিন্দূর পরে!

বৃদ্ধার একান্ত অনুরোধে মন্দা একখানি নূতন কাপড় পরিল—স্বামী পুত্রের মঙ্গল কামনায় সতী বৃদ্ধার কথা অমান্য করিতে পারিল না। দু'-একখানা গহনা যাহা ছিল, তাহাও বাহির করিয়া পরিল।

রাজু, বেজু ও সুবর্ণকে লইয়া নিস্তার প্রতিমা দর্শনে বাহির হইয়াছিল, গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক মন্দাকে বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত দেখিয়া আনন্দ-সাগরে ভাসিতে লাগিল।

সুবর্ণ ছুটিয়া গিয়া মন্দাকে জড়াইয়া ধরিল। রাজু আসিয়া মাতার দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিল। বেজু মা মা বলিয়া দৌড়িয়া গিয়া তাঁহার ক্রোড়ে উঠিল। মরি মরি! কি সুন্দর—কি নয়নরঞ্জন দৃশ্য! পুত্র-কন্যা বেষ্টিত সতী আজ যেন সেই মহাসতী ভগবতীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন—দয়াময়ী, স্নেহময়ী, প্রেমময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন!

মন্দা ব্রজেন্দ্রকে কোলে লইয়া উপবেশন করিলে, রাজেন্দ্র ও সুবর্ণ তাঁহার সম্মুখে বসিল, নিস্তার পশ্চাৎ ভাগে দাঁড়াইয়া থাকিল। কাত্যায়নী কিঞ্চিৎ দূরে বসিয়া তাহাদের কথোপকথন শুনিতে লাগিলেন।

ক্ষুদ্র মস্তকটা সঞ্চালন করিতে করিতে মন্দার মুখের প্রতি তাকাইয়া সুবর্ণ কহিল—"মা তিনখানা ঠাকুর দেখেছি।"

রাজেন্দ্র কহিল—"দূর, তিনখানা নয়,—চা'রখানা। ওঃ! মুখুযোদের বাড়ীর ঠাকুর কত বড়, সুবর্ণ?"

সুবর্ণ। ওঃ! খুব বড় ঠাকুর—ঠিক মায়ের মুখের মত ঠাকুরের মুখ! না রাজু?

রাজেন্দ্র। ও কথা বলতে নেই, বাবা! পাপ হয়। হ্যাঁ মা! একটা ঠাকুর দেখলুম—তাতে অসুর, সিঙ্গী কিছুই নেই। শুধু মহাদেবের কোলে মা দুর্গা ব'সে আছেন। কেন মা?

মন্দা। যেমন ক'রে যাঁদের পূজো করার নিয়ম আছে, তাঁরা তেমনি ঠাকুর করেন, বাবা! হরগৌরী বোধ হয়। কোথায় রে? কাদের বাড়ী?

রাজেন্দ্র বলিতে যাইতেছিল, তাহার পূর্ব্বেই সুবর্ণ কহিল—"এই গলির মোড়ের বড় বাড়ীটায় মা।"

বাধা দিয়া রাজেন্দ্র কহিল—"ঐ মল্লিকদের বাড়ীতে মা! যাদের মেয়েরা—সেই যে এসেছিল, তোমায় নিমন্ত্রণ ক'রে গেল। হ্যাঁ মা! তুমি যাবে না কেন মা?"

সে কথার উত্তর না দিয়া মন্দাকিনী রাজেন্দ্রের সিল্কের চাদরখানি সরাইয়া দিয়া কহিলেন—"হ্যাঁ রে! আর কোথায় ঠাকুর দেখ্‌লি বল্ না শুনি ?"

বালক বালিকা তখন যে যে স্থানে প্রতিমা দর্শন করিয়াছিল, তাহার বর্ণনা করিতে লাগিল। বেজু মাতার ক্রোড়ে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল—মন্দার সে দিকে লক্ষ্য নাই। স্বর্ণ কহিল—"ও মা! ঐ দেখ বেজু ঘুমিয়ে পড়েছে!"

"ওমা, তাই তো? অবেলায় ঘুমোল! নিস্তার! দেখ্‌না মা, যদি ঘুম ভাঙ্গাতে পারিস?" বলিয়া মন্দা বেজুকে নিস্তারের ক্রোড়ে অর্পণ করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ষষ্ঠী গেল, সপ্তমী গেল। মহাষ্টমীর দিন দ্বাদশটী কুমারী পূজা করিয়া মন্দা মহাদেবীর চরণে স্বামী ও পুত্রগণের মঙ্গল কামনা করিলেন। তাঁহার মনে গত বৎসরের কথা সকল জাগিতে লাগিল। গত বৎসর এই দিনে রমণীবাবু কত যত্নে মন্দার হস্তে নূতন ব্রেসলেট পরাইয়া দিয়াছিলেন— তাঁহার এই পুণ্য কর্ম্মের জন্য কত আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আরও কত কথাই আজ মন্দার মনে জাগিয়া উঠিল। তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—"আজ কতদিন হ'লো, তাঁকে একটীবারও দেখতে পাই নি। পূজোর সময় তিনি আস্‌বেন, ছেলেদের জামা জুতো কিনে দিবেন, কই! তিনি তো এলেন না। আজ বছরকার দিনে বাছারা আমার ভাল জুতো জামা প'র্‌তে পেলে না। যা কিছু দিয়েছি, তাতেই তাদের কত আনন্দ! যদি তিনি আসতেন, বাছারা আরও ভাল জিনিষ পেত। মা করুণাময়ি দুর্গে, তাঁর সুমতি ক'রে দে মা! যেন আর বৎসর আমি তোমায় ভাল ক'রে পূজো দিতে পারি। মাগো! আমি তোর বড় দুঃখিনী কন্যা, কন্যার প্রতি মুখ তুলে চা মা?"

মন্দা মায়ের চরণে এইরূপ কত শত প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। আজ মহাপূজার দিন তাঁহার অন্তর কাঁদিয়া উঠিল—চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইল, সন্তানগণের অমঙ্গল আশঙ্কায় তিনি কোন প্রকারে ধৈর্য্য ধারণ করিলেন। বিজয়ার দিন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। সকালে উঠিয়াই স্বামীকে বিজয়ার প্রণাম জানাইয়া একখানি পত্র লিখিলেন। অন্য কোন কথাই লিখিলেন না।

বৈকালে তাঁহার ক্ষুদ্র গৃহখানি আনন্দ কোলাহলে পরিপূর্ণ হইল। শিপ্রা সকল ভাই-ভগিনীসহ তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসিল। পাড়া প্রতিবেশী সকলেই আপন আপন বালক-বালিকাসহ আসিয়া তাঁহাকে বিজয়ার প্রণাম করিল। তিনি সকলকেই যথাযোগ্য সম্ভাষণ পূর্ব্বক মিষ্ট মুখে বিদায় করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। বিজয়ার আমোদ প্রমোদ দেখিয়া নিস্তার বেজু ও সুবর্ণকে লইয়া গৃহে ফিরিল। সেই সঙ্গে রাজুকে না দেখিয়া মন্দাকিনী জিজ্ঞাসা করিলেন—"নিস্তার, রাজু কোথায় ?"

নিস্তার কহিল—"সে এল না—আনন্দের কাছে রইল। এখনি আসবে। মা তুমি কতগুলি ঠাকুর দেখলে ?"

মন্দা। এ গলির সবগুলিই দেখেছি মা ? মা এখনও এলেন না, সুধাদের বাড়ী গেছেন। কে আসছে ?

দ্বারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া নিস্তার কহিল—"রাজু আসছে বোধ হয়। ঐ আনন্দ।"

আনন্দ রাজুকে লইয়া প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল এবং উচ্চকণ্ঠে ডাকিল —"দিদি, দিদি! কই গো নিস্তার দি! দিদি কোথায় গেল ? আমায় দেখে আজ লুকোলো কোথায়! ডাক শীঘ্র, প্রণাম করি।"

মন্দা আজ আনন্দকে দেখিয়া লজ্জায় গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এক্ষণে নিস্তার ডাকিলে বাহিরে আসিলেন। আনন্দ অমনি দ্রুত গিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল, পদধূলি মস্তকে তুলিয়া লইয়া হাসিতে হাসিতে কহিল—"দিদি, আশীর্ব্বাদ ক'চ্ছ-না ? হতভম্ব হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছ! প্রণামটা পছন্দ হয় নি বুঝি! আচ্ছা বামুনের মেয়ে বাবা ?" বলিতে বলিতে আনন্দ পূর্ণানন্দে মন্দার পদপ্রান্তে পুনর্ব্বার মস্তক স্থাপন করিল।

সরলচিত্ত যুবকের আত্মীয়তাপূর্ণ কথা শ্রবণে এবং অকপট ব্যবহার দর্শনে মন্দাকিনী অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তিনি লজ্জাকে দূরে রাখিয়া স্নেহার্দ্র কণ্ঠে কহিলেন—"থাক, থাক, যথেষ্ট হয়েছে। আমি অমনিই আশীর্ব্বাদ কচ্ছি। তোমার মত ভাই যেন জন্মে জন্মে পাই।"

আনন্দের সহিত মন্দাকিনী এই প্রথম কথা কহিলেন। তাঁহার সুমধুর কণ্ঠস্বর ও অজস্র আশীর্ব্বাদ শুনিয়া আনন্দ সাতিশয় আনন্দিত হইয়া কহিল—"ওঃ! এতদিনের পর দিদি সন্তুষ্ট হ'য়েছে। দিদি, দিদি, যতদিন বেঁচে থাকি, ছোট ভাইটী ব'লে আমায় একটু একটু ভালবেসো। কই, মিষ্টি ফিষ্টি কি আছে আন!" বলিয়া আনন্দ মন্দার নিকটে হাত পাতিল।

মন্দা গৃহমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক বিবিধ মিষ্টদ্রব্যে পরিপূর্ণ একখানা থালা লইয়া আনন্দের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, আনন্দ কহিল—"দিদি! তোমার আশীর্ব্বাদেই পেট ভ'রে গেছে। শুধু ঐ রসগোল্লাটা দাও—এখনও অনেক জায়গায় বাকী।"

আনন্দ মন্দার অপেক্ষা না করিয়া নিজেই তাঁহার হস্তস্থিত থালা হইতে একটী রসগোল্লা লইয়া মুখে নিক্ষেপ পূর্ব্বক খাইতে খাইতে প্রস্থান করিল। মন্দাকিনী দেখিয়া শুনিয়া স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দ্বাদশীর দিন প্রাতে মন্দাকিনী ইষ্টপূজা সমাপন করিয়া উঠিতেছেন, এমন সময় সুবর্ণ আসিয়া কহিল—"মা! রাজু বড় কাঁদ্‌ছে—নিস্তার দিদি বল্‌লে—গা গরম। তুমি এস না মা!"

মন্দা তুলসী বৃক্ষে জল দিয়া গললগ্ন-বস্ত্রে প্রণাম করতঃ স্বামীপুত্রের মঙ্গল কামনা করিয়া গৃহে ফিরিলেন।

বেজু মাতাকে দেখিয়া অধিকতর কাঁদিতে লাগিল— ক্রোড়ে আসিবার বায়না ধরিল। তিনি পুত্রকে শান্ত করিবার ছলে কহিলেন—"লক্ষ্মী ছেলে, কেঁদ না, খেলা কর।"

নিস্তার কহিল—"এত কি তোমার কায মা! নাও, ছেলেকে শান্ত কর। গা-টা গরম হয়েছে, কেঁদে আবার অসুখ বাড়্‌বে।"

মন্দাকিনী আর দ্বিরুক্তি করিলেন না—পুত্রকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। তাহার গায়ের উত্তাপে কিছু ভীতা হইয়া নিস্তারকে কহিলেন—"তাই তো নিস্তার, গা যে আগুন মা! কা'ল সমস্ত রাত কেঁদেছে, বোধ হয় সর্দ্দি জ্বর হবে। ঐ গরম জামাটা দে তো মা সুবর্ণ!"

মন্দার প্রাণ আতঙ্কে পূর্ণ হইল। নানারূপ দুর্ভাবনায় তাঁহার মন অস্থির হইল। আবার সর্দ্দির জ্বর বলিয়া তিনি নিজেই মনকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন।

এদিকে যতই সময় যাইতে লাগিল, বালক ততই অস্থির হইতে লাগিল। মন্দাও আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। থার্ম্মমিটার দিয়া

দেখিলেন, ১০৫ ডিগ্রি জ্বর। তাঁহার প্রাণ উড়িয়া গেল, তিনি নিস্তার ও কাত্যায়নীর সহিত পরামর্শ করিয়া একজন ডাক্তার আনা স্থির করিলেন। আনন্দ আসিয়া বেজুকে দেখিয়াই ডাক্তার আনিতে ছুটিল।

ডাক্তার আসিয়া রোগ পরীক্ষা করিয়া কহিলেন—"ভয় নেই—ব্রঙ্কাই-টিসের মত। ছেলেটা কিছু দিন ভুগ্‌বে।"

আনন্দ। দেখুন ডাক্তার বাবু! যদি সাংঘাতিক বোধ করেন, বলুন? না হয় সিভিল্ সার্জ্জনকে কন্‌সলট্ ক'রতে কল্ দিই?

ডাক্তার। সে তোমাদের ইচ্ছা। সিভিল সার্জ্জন তো স্বয়ং ধন্বন্তরি নন যে, এসেই রোগ ভাল ক'রে দেবেন। আর আমরা বাঙ্গালী ব'লে গোবর ঘাট্‌ছি—রোগ ভাল ক'রতে পারি না!

আনন্দ বুঝিল—সিভিল সার্জ্জনের নাম শুনিয়া ডাক্তার বাবু চটিয়াছেন। তাঁহাকে শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে কহিল—"না না, আপনি রাগ ক'রবেন না। আপনি আমাদের আশা দিন, দেখে শুনে ভয় পেয়েই তো আমরা বড় ডাক্তারের কথা বল্‌ছি।"

ডাক্তার। আমি কি ছোট ডাক্তার নাকি, হ্যাহে ছোকরা? তুমি কি জান বাবা! ডাক্তারের আবার ছোট বড় কি?

আনন্দ। তা হ'লেও ছোট বড় আছে বই কি মশাই! সকলেই তো আর মেডেলিষ্ট ডাক্তার নয়? আর সকলেরই তো পসার হয় না? কল্‌কাতায় অনেক হেতুড়ে ডাক্তারের ছড়াছড়ি যাচ্ছে। তারা দিন দু'টা টাকা রোজগার কর্ত্তে পায় কি না সন্দেহ। আবার এই কল্-কাতাতেই এমন কত ডাক্তার আছেন, যাঁরা রোগী দেখ্‌তে সময়ই পান না। কেবল হাত যশের গুণে তাঁরা বড় হ'য়েছেন।

ডাক্তার বাবুর কথা শুনিয়া আনন্দ বুঝিল—"ইনি একজন হাতুড়ে শ্রেণীভুক্ত। নচেৎ এতটা রাগ ক'রবেন কেন?"

ডাক্তার বাবু ভাবিলেন—"এই যুবকের সহিত রাগারাগি ক'রলে প্রাপ্য ভিজিটটা মারা যাইবে। অগত্যা ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন। তাঁহার ডাক্তারখানা হইতে ঔষধ আনিলে অল্প মূল্যে দিবেন, যাইবার সময় তিনি তাহাও বলিতে ভুলিলেন না।

'ব্রঙ্কাইটিস্' নাম শুনিয়াই অন্তরালে অবস্থিত মন্দাকিনীর প্রাণ উড়িল। বালকদিগের রোগ সম্বন্ধে তাঁহার অনেকটা অভিজ্ঞতা ছিল। একজন নামজাদা ডাক্তারের শিক্ষিতা বুদ্ধিমতী পত্নীর সে সব বিষয় জানা থাকা বিচিত্র নহে। তিনি রোগের অবস্থা দেখিয়া বুঝিলেন—'বালক সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইয়াছে'। তাহার চক্ষে জল আসিল। তিনি আপন মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—"হায়! একে একে সকলেই আমায় ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। বাল্যকালে জননীকে হারাইয়াছি। তারপর ভাইগুলি গিয়াছে, পিতা গিয়াছেন। একটা মাত্র ভাই আছে, একখানি চিঠি দিয়ে খোঁজ নেয় না। সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ। আমি বড় হতভাগিনী। ঐ দুটিকে নিয়ে সংসারে আছি; বিধাতা বোধ হয় তাতেও আমায় বঞ্চিত ক'রবেন? দয়াময় হরি! কি পাপে আমায় এত সাজা দিচ্ছ প্রভু! আমার জীবনসর্ব্বস্ব বাছাকে ভাল ক'রে দাও প্রভু! সাতটী নয়, পাঁচটী নয়—ঐ আমার একটী! ওকে আমার বুক থেকে ছিঁড়ে নিও না দয়াময়!

এখন আমি কি করি? তাঁর গচ্ছিত ধন যদি না রাখতে পারি তিনি কি বল্‌বেন? কি করি, ওগো, একটীবার এস? এ সময় তুমি এসে রক্ষা না ক'রলে আর তো উপায় নাই। আমি তোমার চরণে দোষী হই, আমায় তুমি সাজা দাও। কিন্তু তোমার প্রাণধন বেজুকে রক্ষা কর। তুমি কত শত সঙ্কটাপন্ন রোগীকে রক্ষা ক'রেছ। আমার বাছাকেও রক্ষা কর—তোমার বংশধরকে রক্ষা কর—তোমার সম্পত্তি

আর বুঝি আমি রাখতে পারি না! না, না, আমি এ কি বলছি? কেন মিথ্যা অমঙ্গল ডেকে আনছি! অসুখ কি হয় না। বাছারে ষাট! বাছার আমার একশ বছর পরমায়ু হউক। আমি যেন ওদের সকলকে রেখে যেতে পারি।"

মন্দাকিনী স্বামীকে পুনরায় একখানি পত্র লিখিলেন—

শ্রীচরণ কমলেষু—

অধীনী দাসী আজ বড়ই বিপন্না। এ বিপদে আপনি রক্ষা না ক'রলে আর উপায় নাই। আপনার গচ্ছিত ধন আপনি না রাখিলে আর কাহাকে বলিব? বেজুর ব্রঙ্কাইটিস্। আপনি একবার এসে দেখুন—আমায় ভরসা দিন্—আপনার বংশধরকে রক্ষা করুন। আপনার আশাপথ চেয়ে আছি। অবশ্য আসিবেন, আসিতে ভুলিবেন না। আমার শত শত প্রণাম জানিবেন। ইতি।

চরণাশ্রিতা দাসী

আপনার মন্দা—

তিনি পত্রখানি নিস্তারকে দিয়া ডাকঘরে পাঠাইয়া দিলেন; ভাবিলেন—এমন পত্র পেয়েও কি তিনি আস্বেন না! নিশ্চয় আস্বেন। তিনি ত তেমন নিষ্ঠুর—কঠিন নন্। তিনি আস্বেন,—বেজু আমার নিশ্চয় ভাল হবে।

সে দিন কাটিল,—রাত্রি আসিল। মন্দাকিনী সমস্ত রাত্রি পুত্রের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া রহিলেন। আনন্দ সেদিন গৃহে গেল না, বাহিরের ঘরে থাকিয়া মুহুর্মুহু সংবাদ লইতে লাগিল।

সে রাত্রি কাটিল, পরদিনও কাটিয়া গেল। কিন্তু রাত্রি যে আর কাটে না! আর বুঝি মন্দার জীবনসর্ব্বস্ব রক্ষা পায় না! রাত্রি শেষ হয়-হয়, এমন সময় নিস্তারের করুণ চীৎকার ধ্বনি শুনিয়া আনন্দ-

ছুটিয়া আসিল। তাহাকে দেখিবামাত্র মন্দাকিনী চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"ভাই রে! আর বুঝি বেজুকে রাখা যায় না! আমার বেজু বুঝি ফাঁকি দেয় গো! বাবারে! আমার বাছারে।"

মন্দার কাতর ক্রন্দনে আনন্দ নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার চক্ষু দুটি ছল ছল করিতে লাগিল। বালক তখনও সঘনে নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে দেখিয়া আনন্দ কহিল—"ভয় নেই দিদি! আমি এখনই ডাক্তার আনছি।"

আনন্দের কথা সমাপ্ত হইতে না হইতেই বালক শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিল,—সঙ্গে সঙ্গে তাহার ক্ষুদ্র প্রাণটীও কোন্ অজানা দেশে চলিয়া গেল।

"ঐ দেখ গো আমার কি হলো" বলিয়া মন্দাকিনী অমনি মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দারুণ পুত্রশোকে মন্দার বুক ভাঙ্গিয়া পড়িলেও তাঁহার ক্ষুদ্র সংসারটী ভাঙ্গিল না, পূর্ব্বের ন্যায় চলিতে লাগিল। কাত্যায়নী, নিস্তার, অম্বিকাসুন্দরী প্রভৃতি সকলে পুত্রশোকাতুরা জননীকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।

তিন বৎসরের শিশু সন্তানটীকে হারাইয়া শোকাভিভূত মন্দা আপনিই আপনাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন, ভাবিলেন—"হরি! তুমিই দিয়েছিলে, আবার তুমিই কেড়ে নিলে। যদি দিয়েছিলে, তবে কেড়ে নিলে কেন দয়াময়? যদি তাকে নিলে, আমাকে রাখ্‌লে কেন হরি? আর কত দুঃখ দেবে প্রভু! আর যে সইতে পারি নে। পুত্রশোকের তুল্য শোক বুঝি জগতে আর নেই! এ কি লীলা লীলাময়! দাও যদি, তবে কেড়ে লও কেন? আহা! আজ কতদিন বাছা আমায় ছেড়ে গেছে! আর কি সেই সোণামুখখানি দেখতে পাব না—আর কি সেই চাঁদবদনে মধুমাখা মা বুলিটী শুন্‌তে পাব না! উঃ! বাবারে! আয় আয়! একবার আয়! তোর অভাগী মাকে একবার তেমনি ক'রে মা ব'লে ডাক্‌বি আয়!"

আবার ভাবিলেন—"তাই তো! সে তো আমার নয়। আমার যদি হ'তো, তবে এমন ক'রে পালাবে কেন? তার পরমায়ু ছিল না, তাই চলে গেছে—কার সাধ্য তাকে রাখে? তা যদি হ'তো—অর্জ্জুন-সারথী শ্রীকৃষ্ণ কত্তো আপন ভাগিনেয় অভিমন্যুকে অনায়াসে রক্ষা ক'র্‌তে পারতেন। অভিমন্যুর কাতর ক্রন্দন কি তিনি শুন্‌তে পান নি! তার পর আপনিই আপনার বংশ নির্ম্মূল ক'ল্লেন। তিনি ইচ্ছা ক'ল্লে কি যদুকুল রক্ষা হ'তো না? যিনি পূর্ণব্রহ্ম সনাতন গোলোকবিহারী হরি! তিনি কি না শেষে ব্যাধের

হস্তে জীবন ত্যাগ ক'রলেন? তিনি নিজেই যখন মৃত্যুকে বরণ ক'রে গেছেন, তখন আমরা তো অতি সামান্য কীটানুকীট। আমাদের আর কথা কি? এ সকলই তাঁর লীলা। দিচ্ছেন তিনি, আবার সময়ে সংহারও ক'চ্ছেন তিনি। এই সুবর্ণের ঠাকুর-মার অত বড় রোজগারি ছেলেটা গেল। কত লোকের যাচ্ছে—আমারও গেল। রাজু আমার বেঁচে থাক। দয়াময়! রাজুকে বাঁচিয়ে রাখ প্রভু! আমি যেন ওকে রেখে যেতে পারি।"

ব্রজেন্দ্রের মৃত্যুর পর মন্দা রাজেন্দ্রকে এক দণ্ডের জন্য চক্ষের অন্তরাল করিতেন না। ভাবিতেন—"যাহা গিয়াছে, তাহা তো আর আসিবে না। যাহা আছে, তাহা যেমন করিয়াই হউক, রক্ষা করিতেই হইবে।"

তাই বলি, পুত্রশোকাতুরা মন্দারও ক্ষুদ্র সংসারটী পূর্ব্বের ন্যায় চলিয়া যাইতে লাগিল। প্রতিবেশিনী অনেকেই আহারান্তে মন্দাকে সান্ত্বনা দিতে আসিত। আজ শম্ভুর মা ও 'কানা'য়ের পিসী আসিয়া উপস্থিত হইল। কাত্যায়নী দেবী তাহাদিগকে আদর করিয়া বসাইলেন। মন্দা শুইয়াছিলেন, উঠিয়া বসিলেন, বসিয়া ধীরে ধীরে একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। পরে পার্শ্বে নিদ্রিত সুবর্ণের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কুঞ্চিত কেশরাশি অন্যমনে সরাইয়া দিতে লাগিলেন।

শম্ভুর মা কহিল—"আহা! বাছার একটা ছেলে ছিল, তাও পোড়ার মুখো যমের সইল না—নিয়ে গেল। এই আমার শম্ভুকে নিলে, আর সতীন ছেলেটা কুঁদে বেড়াচ্ছে। জ্বর নেই--জ্বালা নেই, দিন দিন ঢাকাই জালার মত ভুঁড়ি বেরুচ্ছে—মরেও না তো? সতীন-ছেলেগুলোর অখণ্ড পরমায়ু। এ কাঁটা কি যায়?"

কানা'য়ের পিসী কহিল--"হ্যালো ছোট বউ। তোর সতীন-বৌ তোকে না কি খুব যত্ন করে?"

শম্ভুর মা। ছাই করে। ও সব লোকদেখান দিদি? ও কি কম শয়তানী! পেটে পেটে সব কারসাজি!

কাত্যায়নী। তা দিদি, আমার যদি একটা সতীন ছেলেও থাক্‌তো, তা হ'লে জলগণ্ডূষটাও দিত! হেলায় হোক, শ্রদ্ধায় হোক, দুমুটো ভাত দিত। আজ সতীলক্ষ্মী মা যদি না থাক্‌তো, তা হ'লে এতদিন হয় তো নাতনীর হাত ধ'রে লোকের বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা ক'রে যেতে হ'তো! আমার সতীন-ছেলে আছে, তবু—

বাধা দিয়া শম্ভুর মা সদর্পে কহিল—"ঝাঁটা মারি সতীন ছেলের মুখে। আমি কি তার রোজগারের পয়সা খাই? সর্ব্বস্ব তো আমার নামে। আমি তো ওকে—ও আঁটকুড়ীর পুতকে কিছু দেব না? সব আমার বোনপোকে দিয়ে যাব। ঐ বিষয়-পাবার জন্যই না আমার পায়ের তলায় প'ড়ে থাকে?"

নন্দা এতক্ষণ নীরবে শুনিতেছিলেন, এইবার কথা না কহিয়া পারিলেন না। কহিলেন—"ছেলে থাক্‌তে বোনপোকে বিষয় দেবেন—সতীন ছেলে কি পর মা? গর্ভেই না হউক, স্বামীর ঔরসজাত তো বটে।"

শম্ভুর মা। হ'লেই বা ঔরসজাত বাছা? আমার ভাতারের যদি রক্ষিতার ছেলে থাকে, সে কি আমার আপনার হয়? সতীন ছেলেও তেমনি। এই বাছা, তুমি তোমার সতীন ছেলেকে এত যত্ন কর, বড় হ'লে—বে-থা হলে ওকি তোমায় গ্রাহ্য ক'রবে? তখন মাগ্‌ই সর্ব্বস্ব হবে।—তারই কথায় উঠবে বস্‌বে, তোমার হয় তো খোঁজই নেবে না।

নন্দা। এ কলিকালে আপনার পেটের ছেলে পর হ'য়ে যায় মা! তবে কি না, সতীন ছেলেকে যদি আপন পেটের ছেলের মত যত্ন করা যায়, সে নিশ্চয় যত্ন ক'র্‌বেই। আমার রাজু বেঁচে থাক্‌, ওই আমার সব। পাঁচজনে লাগা ভাঙ্গা কথা ক'য়েই তো আপনার পর ক'রে দেয়।

যারা সতীন ছেলে নিয়ে ঘর করে, তারা যদি পাঁচ জনের লাগান কথায় কাণ না দেয়,—সতীন ছেলেকে আপনার পেটের ছেলে ব'লে যত্ন করে, তবে সেও খারাপ ব্যবহার ক'র্ত্তে পারে না।

শশুর মা। ওগো, যতই যত্ন কর,—ও পরের ভাব থাক্‌বেই। এক গাছের ছাল কি আর এক গাছে লাগে? ঐ যে কথায় বলে—

পর লাগে না পরে—
তেঁতুল লাগে না জ্বরে।

মন্দার অন্তরে বড় আঘাত লাগিল। তাঁহার চক্ষে জল দেখা দিল। "তবে কি আমার রাজু পর হ'য়ে যাবে? আমায় মা ব'লে ডাক্‌বে না? না না, কেন ডাক্‌বে না? ব্যবহারে পর আপন হয়, আপনার পর হ'য়ে যায়। আমি কেন খারাপ ব্যবহার ক'র্‌বো? আপন পেটের ছেলেও তো মাকে কত কথা শুনায়—কত যন্ত্রণা দেয়, তা'র মা কি তাকে ত্যাগ ক'রতে পারে? পাঁচজনে এইরূপ পাঁচ কথা বলে ব'লেই স্ত্রীলোক সতীন ছেলেকে আপন ভাবে না। যারা এসব কথা বলে, তাদের সংস্রবে না থাকাই ভাল।" এইরূপ চিন্তা করিয়া মন্দা কার্য্যান্তরের ছল করিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কাত্যায়নী আজ সোমবার বলিয়া দ্বিপ্রহরে গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াছিলেন, গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মন্দাকে ডাকিলেন—"মা ওমা?" তাঁহার কোন সাড়া না পাইয়া তিনি গঙ্গাজলের ঘটিটা যথাস্থানে রাখিয়া ভিজা কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে সুবর্ণ ও নিস্তারকে ডাকিলেন। কিন্তু কাহারও সাড়া পাইলেন না। ভাবিলেন—মন্দা নিস্তার ও সুবর্ণকে লইয়া হয় তো বাড়ীওয়ালাদের বাড়ী গিয়াছে। তিনি ছুটিয়া গিয়া অম্বিকাসুন্দরীর নিকট উপস্থিত হইলেন। তথায় কেহই নাই। বৃদ্ধা অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। কারণ কি, মন্দা তো কোথাও যায় না? আবার ভাবিলেন—হয় তো পাড়ার মধ্যে কোথায় গিয়াছে—কাহারও বিপদের কথা শুনে স্থির থাকিতে পারে নাই।

এইরূপ স্থির করিয়া বৃদ্ধা ঘরে আসিয়া শিবপূজায় রত হইলেন। সবেমাত্র পূজায় বসিয়াছেন, মলের শব্দে বুঝিলেন—সুবর্ণ আসিতেছে। ক্ষণকাল মধ্যেই সুবর্ণের সহিত নিস্তার তথায় উপস্থিত হইল। সে শূন্য গ্লাসটা ভূমিতে রাখিয়া কাত্যায়নী দেবীকে সম্বোধনপূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে কহিল—"ঠাকুর মা, কখন এলে গো? এই এলে বুঝি? মা কোথায়, ঘুমোচ্ছে না কি?"

নিস্তারের কথা শুনিয়া তিনি সাতিশয় বিস্মিত হইয়া কহিলেন—"ও মা, কোথায় তোর মা? আমি এসে তো দেখলুম্—বাড়ীতে জনপ্রাণী নেই। ভেবেছিলুম—তোমায় ও সুবর্ণকে নিয়ে পাড়ায়, কাহারও বাড়ীতে গেছে। সত্যি করে বল্ বাছা? আমার কেমন ভয় হ'চ্ছে?"

নিস্তার। ও মা কি ব'লছ? আমাদের সঙ্গে কোথায় যাবে? এই আধ ঘণ্টার কিছু আগে আমি যে স্বর্ণকে নিয়ে রাজুকে খাবার দিতে গিয়েছিলুম। তবে বোধ হয়, আনন্দদের বাড়ী গিয়ে থাক্‌বেন।

কাত্যায়নী। কোথায়—ওদের বাড়ীতে তো নেই।—আমি খোঁজ নিয়েছি। পাড়াঘরে কোথাও যায় নি ত?

নিস্তার। ও মা, বল কি? মা যে আমার একা কোথাও যায় না। যাই, একবার দেখে আসি। বলিয়া নিস্তার দ্রুতপদে বাটীর বাহির হইয়া গেল। সে অল্পকালমধ্যে গৃহে ফিরিয়া কপালে করাঘাতপূর্ব্বক কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল—"ও মা, কোথাও যে নেই গো! আঃ! কি হবে! ঠাকুর মা, মা কোথায় গেল? কি হবে গো! আমি এখন কি ক'র্‌বো? আমার যে বড় ভয় হ'চ্ছে? পাড়ায় নেই—বাড়ী বাড়ী তন্ন তন্ন করে খুঁজে এলুম, এ বাড়ীতে নেই—ও বাড়ীতে নেই—কোথাও নেই। তবে আমার মা কোথায় গেল?"

কাত্যায়নীর পূজা বন্ধ হইল। তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া কহিলেন—"কি সর্ব্বনেশে কথা নিস্তার! তবে কি হবে? কোন কু-লোকে ভুলিয়ে নিয়ে যায় নি তো?"

নিস্তার। ওগো, ও কথা মুখে এনো না গো—মা আমার সতীলক্ষ্মী সাবিত্রী! কু-লোকে তাঁর কি ক'র্‌বে? তিনি সে বিষয়ে খুব সাবধান। এ কি অন্য মেয়ে! মা আমার গতর বুদ্ধি খাটিয়ে এতগুলি লোকের খোরাক যোগাচ্ছে! কি হ'বে গো, আমি কোথায় যাব ঠাকুর-মা?

বলিতে বলিতে নিস্তার দ্রুতপদে তথা হইতে চলিয়া গেল।

নিস্তারের ক্রন্দনে অম্বিকা, তরু এবং দুই চারি জন প্রতিবেশিনী আসিয়া উপস্থিত হইল। কেহ বলিল—নিশ্চয়ই মন্দার কোন বিপদ ঘটিয়াছে। কেহ কেহ পরস্পর নয়ন-সঙ্কেতে কি বলাবলি করিয়া মৃদু মন্দ হাসিতে লাগিল।

নিস্তার আনন্দের বৈঠকখানার বারাণ্ডায় আসিয়া ত্রস্তভাবে ডাকিল —"আনন্দ ভাই"! আনন্দ তখন আহারান্তে নিদ্রা যাইতেছিল, নিস্তারের ডাক শুনিয়া সে উঠিয়া বসিবামাত্র নিস্তার কহিল—"বড় বিপদ! আনন্দ, তোমার দিদি কোথায় চ'লে গেছে। কি হবে ভাই? তন্ন তন্ন করে সারা ঠাঁই খুঁজে এলুম, কোথাও সন্ধান পেলুম্ না"।

নিস্তারকে সাহস দিয়া আনন্দ কহিল—"আচ্ছা ভয় নেই, আমি এখনই সন্ধানে যাচ্ছি।"

নিস্তার। ভাই! এই বিপদ থেকে রক্ষা কর দাদা। আমি আর একবার ও-পাড়ায় গিয়ে খুঁজে আসি। বলিয়া নিস্তার তথা হইতে প্রস্থান করিল।

আনন্দ বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল—"নিশ্চয়ই দিদির কোন বিপদ ঘ'টেছে। এখন কি করি? বঙ্কিমের সঙ্গে একটু পরামর্শ ক'র্‌তে হবে। হতভাগা রোজ এমন সময় আসে, আজ দেখা নেই। যাক্, এখন আমায় দেখ্‌তে হবে—যা'তে কোন অনিষ্ট না হয়। মামাকে একবার জিজ্ঞাসা করে দেখি,—তাঁর সঙ্গে একটু পরামর্শ করা ভাল। মামা একটা মতলব ব'লতে পারে।" আনন্দ তাহার মাতুলের গৃহাভিমুখে চলিল। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল—মাতুল হরেকৃষ্ণ ঘরে নাই, ঘরের দরোজা বাহির দিয়া তালা বন্ধ। "তাই তো, মামা আবার এ সময় গেল কোথায়? বাপ মার শ্রাদ্ধ হ'লেও তো মামার দুপুরে ঘুমোনো বাদ পড়ে না। আজ গেল কোথায়? যাক্, আর মামায় কায নেই—বৃথা সময় নষ্ট করা উচিত নয়।" বলিয়া মন্দার বাড়ীতে গমন করিল। কাত্যায়নী দেবী তাহাকে দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মন্দার কথা বলিতে লাগিলেন। সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া মন্দার গৃহ-মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক সে কি যেন খুঁজিয়া দেখিল

ইতে লাগিল। হঠাৎ শয্যোপরি পতিত এক খণ্ড কাগজের প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল। অতি আগ্রহের সহিত তাহা কুড়াইয়া লইয়া পাঠ করিয়া আনন্দ কাত্যায়নী দেবীকে চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল। বৃদ্ধা ছুটিয়া আসিলে আনন্দ কাগজখানি তাঁহার সম্মুখে ধরিয়া কহিল—"এই দেখুন, এই চিঠি পেয়েই দিদি চ'লে গেছেন।"

কাত্যায়নী। কি চিঠি, কার চিঠি ?

আনন্দ। সম্ভবতঃ ডাক্তার বাবুর—রমণী বাবুর চিঠি। চিঠির কাগজ আর খামে তাঁর নাম ছাপান আছে।

কাত্যায়নী। কি লেখা আছে, পড় না বাবা, একবার শুনি—সুসংবাদ কি কুসংবাদ ?

"সংবাদ কু-ই বটে। এতে লেখা আছে"—বলিয়া আনন্দ পত্রখানি পড়িতে লাগিল—

"আমি ভয়ানক রোগে প'ড়েছি। পত্র পাঠমাত্র একবার সকলে আসিয়া দেখা ক'রুতে ভুলবে না। শীঘ্র আস্‌বে, নচেৎ দেখা হবে না, এই বোধ হয় শেষ দেখা। এ স্ত্রীলোকটী খুব বিশ্বাসী জানবে। আস্‌তে তিলমাত্র বিলম্ব ক'র্ব্বে না।"

পত্রের তলদেশে মন্দাকিনী পেন্সিলে কাত্যায়নী দেবীকে এই কয়েকটী কথা লিখিয়াছেন—"মা! অভাগিনীর সর্ব্বস্ব বুঝি যায়! স্বামী আমায় দেখ্‌তে চান, আমি আর অপেক্ষা কর্‌তে পার্‌লেম না। আপনি ভাব্‌বেন না। সেই পুরোণ বাড়ীতেই তিনি আছেন। সকলেই সত্বর যাবেন।"

পত্রখানি শ্রবণ করিয়া সকলেই বিলাপ করিতে লাগিল। আনন্দ পত্রখানি সযত্নে রাখিয়া দিয়া কহিল—"আমাদেরই সেই পুরোণ বাড়ীতে দিদি গিয়েছেন। এই যে নিস্তার দি—আমাদের সেই পুরোণ বাড়ীতে দিদি গিয়েছেন" বলিয়া পত্রখানি পড়িয়া শুনাইল।

নিস্তার শুনিয়া পাগলিনার ন্যায় কাঁদিয়া আকুল হইল, কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল—"একা বৌ মানুষ, কি ক'র্‌বে? আমি এখনই যাব। এই ত কাছে, আধঘণ্টার রাস্তা—আমি চলুম—বাবুকে দেখি গে।"

আনন্দ কহিল—"চল, আমিও যাচ্ছি। রাজুকে এর পর নিয়ে যাব।"

আনন্দ নিস্তারকে লইয়া দ্রুতপদে সেই পুরোণ বাড়ীর দিকে ছুটিল। ছুটিয়া গিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার প্রাণ উড়িয়া গেল। দেখিল—বাটীর তালা বন্ধ। নিকটের দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল,—সে বাড়ীতে কেহই আসে নাই।

আনন্দ বুঝিল—শত্রুপক্ষ ছলনায় সতীকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছে। পত্রখানি যেন দুই হাতের লেখা বলিয়া বোধ হয়? সে পুনরায় পত্রখানি খুলিয়া নিবিষ্ট মনে পাঠ করিয়া দেখিল—তাহার অনুমান মিথ্যা নয়। পত্রখানি দুই হাতেরই লেখা। যুবক একটু চিন্তিত হইল, ভাবিল—"ইহার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন ষড়যন্ত্র আছে।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অনেক অনুসন্ধান করিয়া আনন্দ সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে গৃহে প্রত্যাগমন করিল। তাহাকে একাকী আসিতে দেখিয়া নিস্তার ও কাত্যায়নী দেবী ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। "মামা, আমার মা কোথায়" বলিয়া রাজু ও স্মুবর্ণ কাঁদিতে লাগিল। তাহাদিগকে ভুলাইয়া আনন্দ কহিল —"ব্যাপার বড় ভাল ব'লে বোধ হ'চ্ছে না! তা যাই হউক, নিস্তার দিদি! তোমরা কিছু ভেব না। আমি যাচ্ছি, কাল সন্ধ্যার মধ্যে যেমন ক'রে হ'ক, যেখান থেকে হ'ক—দিদিকে নিয়ে আস্‌বোই আস্‌বো। তোমরা সাবধানে থেকো, আমি চল্লুম। রাজু, স্মুবর্ণ, তোমরা ঘুমোও! তোমাদের মা ঐ বাড়ীতে আছেন, আমি ডেকে নিয়ে আস্‌ছি।"

রাজেন্দ্র ছলছল নেত্রে কহিল—"মামা বাবু! আমি তোমার সঙ্গে মার কাছে যাব। আমার বড় মন কেমন ক'চ্ছে। আমি যাব।"

"এই যে আমি এখনই আস্‌ছি, বাপধন। তুমি ঘুমোও।" বলিয়া আনন্দ তথা হইতে প্রস্থান করিল। বালক মা মা বলিয়া আকুল-ভাবে কাঁদিতে লাগিল। নিস্তার বহু চেষ্টায় তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া ঘুম পাড়াইল।

আনন্দ অম্বিকাসুন্দরীর নিকট হইতে কয়েকটী টাকা লইয়া বৈঠকখানায় আসিয়া দেখিল, তথায় একটী যুবক বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিবামাত্র আনন্দ সোৎসাহে বলিল—"বন্ধু, এসেছ ভাই? আমি বড় বিপদে পড়েছি—তোমার বাড়ীই যাচ্ছিলেম।"

বন্ধু। কি হে, তোমার বিপদ! বল কি? আমাদের এই চির আনন্দে নিরানন্দ ভাব—ব্যাপার কি?

"ভাই সব বল্‌ছি, বড়ই বিপদ!" বলিয়া আনন্দ তাহার নিকট সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিল।

বন্ধু কহিল—"তাই তো ভাই, এখন কি ক'রবে বল দেখি? কই দেখি সে চিঠিখানা।"

"এই যে, আমার কাছেই আছে,—দেখ—আমি যা বল্লুম, সত্যি কি না!" বলিয়া আনন্দ পত্রখানি বন্ধুর হাতে দিল। বন্ধু নিবিষ্টচিত্তে তাহা পাঠ করিয়া উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া দেখিয়া কহিল—"তুমি ঠিক ধ'রেছ। দু'হাতের লেখা—মাঝে মাঝে ইরেজ করা ব'লে বোধ হয়। আর স্বামীর এমন অসুখ হয়েছে ভেবে দিদির বুদ্ধি লোপ পেয়েছিল, নচেৎ তিনিও ধ'র্‌তে পারতেন। এখন সেই দূতীটাকে বা'র ক'রতে হবে। তাকে ধ'র্‌তে পার্‌লে সব কায হবে। তোমার মামা কি বলেন?"

আনন্দ। মামা কোথায়! দুপুর বেলায় কোথায় গিয়েছিলেন, বৈকালে একবার এসে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আবার বেরিয়েছেন। কোথায়—কোন গোঁসাই বাড়ী সভায় গেছেন—মাসী মা বল্লে।

বন্ধু। ওহো! হয়েছে ভাই। যদি রাগ না কর, তবে বলি।

আনন্দ। আঃ, রাগ ক'রবো কেন? ব'লে ফেলো ভাই কি বলছ?

বন্ধু। ভাই, তোমার মাতুলটী বড় কম লোক নন, আমার তাঁকেই সন্দেহ হচ্ছে। তুমি এঁকে দিদি ব'লতে—যেতে আস্‌তে, তোমার মামা রাগ ক'র্‌তো কেন? তারপর সেই বৈষ্ণবীটাকে আজ ক'দিন ধ'রে যেতে আস্‌তে দেখ্‌ছি, আজও সকাল বেলা তাকে তোমার মামার ঘরে যেতে দেখেছি। সে মাগী পাকা কুট্‌নী। এ

তারই কায। আমার মনে হ'চ্ছে, এর ভিতরের লেখাগুলো যেন অনেকটা তোমার মামার হাতের লেখার মতন। প্রথমে সেইটে দেখ—তারপর অপর কথা।

আনন্দ তৎক্ষণাৎ হরেকৃষ্ণের হস্তলিখিত একখানি খাতা বাহির করিয়া পত্রের সহিত মিলাইয়া দেখিয়া কহিল—"অনেকটা বটে। এগুলি একটু বাঁকা বাঁকা।"

বন্ধু। সেটা ঐ লেখার অনুরূপ করবার জন্যে। বেশ, এইবার কাযে নাম দাদা। প্রথমে সন্ধান নাও—কোন গোঁসাই বাড়ী তোমার মামা গেছেন।

আনন্দ। তা হ'লে তো রা'ত কাবার! কোথায় খুঁজবো বন্ধু?

বন্ধু। আমার মতে আগে সেই মাগীটার সন্ধান করা ভাল। চল, না হয় একবার সরীর বাড়ী যাই, তার কাছে অনেক সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। সে চেনে না, এমন কুটনী নেই ব'ল্লেই হয়। তার কাছে গেলে—

বাধা দিয়া আনন্দ কহিল—"তুমি তা হ'লে যেও দাদা, আমি ও চৌকাট পার হচ্ছি না।"

বন্ধু। ঐ তো তোমার দোষ। গেলেই কি খারাপ হ'য়ে যায়? আর তোমায় যে খারাপ করে, এমন তো একটাও দেখি না। ডালিমকে কাশাবা করিয়েছ বাবাসী। যাক্, তুমি চল, আমিই না হয় সন্ধান নেব,—একে ধ'রতে পারলেই কায হাঁসিল হবে।

বন্ধু আনন্দকে লইয়া বেশ্যা-পল্লীতে প্রবেশ করিল। বাড়ী বাড়ী অনুসন্ধান করিল—কিন্তু কামিনীসুন্দরীর খোঁজ কোথাও মিলিল না। অবশেষে কোনও রমণী কামিনীর আকৃতির কথা শুনিয়া তাহার তিনটী

ঠিকানা বলিয়া দিল। রমনীর কথানুসারে তাহারা প্রথমে হাড়কাটাগলি তৎপরে সোনাগাছি অনুসন্ধান করিয়া কৃতকার্য্য হইতে না পারায় বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইল। বঙ্কু কহিল—"চল, এইবার একবার ডালিমের মায়ের কাছে সন্ধান নি, দেখি যদি কিছু হয়।"

আনন্দ একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল—"চল যাই। আঃ, সেই মাগীটার নামটা জান্‌তে পা'র্‌লে এতক্ষণ যে একটা কিনারা হ'য়ে যেত!"

বঙ্কু কহিল—"এরই মধ্যে নিরাশ হ'চ্ছ কেন দাদা? এ সব কাযে নিরাশ হ'লে চ'ল্‌বে না। "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।" গোয়েন্দাগিরি ক'রতে হ'লে প্রথমতঃ ধৈর্য্য ও বুদ্ধি, দ্বিতীয়তঃ সাহস ও বল চাই। তারা কত শত বিপদে প'ড়ে তবে কৃতকার্য্য হয় বল দেখি?"

আনন্দ ঈষৎ হাস্য সহকারে কহিল—"নাও, তোমার বক্তৃতা রাখ। চল—ডালিমের মায়ের সঙ্গে একটু রসালাপ ক'রে, কাযের সন্ধান ক'রে আনা যা'ক্।"

যুবকদ্বয় আর অপেক্ষা করিল না। অনতিকালমধ্যেই তাহারা একটী দ্বিতল বাড়ীতে প্রবেশ করিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

যুবকদ্বয় যাহার অন্বেষণে কলিকাতা তোলপাড় করিতেছে, চলুন পাঠক! আমরাও একবার তাহার অন্বেষণে বাহির হই। আমরা কামিনীকে জানি, তাহার নারকীয় লীলায় পরিপূর্ণ বেলগেছিয়ার ভগ্ন বাগান-বাড়িটাও জানি! চলুন, তথায় একবার দুঃখিনী মন্দার অন্বেষণ করিয়া আসি।

ঐ যে,—ঐ রমণী কণ্ঠনিঃসৃত কাতর আর্ত্তনাদ শুনিতেছি! ঐ যে—"রক্ষা কর দয়াময় হরি, রক্ষা কর" বলিয়া কোমল কণ্ঠে কে—কোন্ অভাগিনী বিপদভঞ্জন মধুসূদনকে ডাকিতেছে! ঐ যেন আমাদের চির-পরিচিত কণ্ঠস্বর! হঁা তাই তো,—ঐ যে—ঐ আমাদের দুঃখিনী মন্দাই বটে!

আসুন পাঠক! আমরাও একবার সতীর রক্ষায় নিমিত্ত সেই সর্ব্বশক্তিমান ভগবানকে ডাকি। তিনি পাপের সাজা, পুণ্যের পুরস্কার দেন। নিশ্চয় পাপীকে সাজা দিবেন—সতীকে রক্ষা ক'র্‌বেন। রক্ষা কর—রক্ষা কর—দয়াময়, সতীকে রক্ষা কর? এস এস! কে কোথায় আছ এস—সতীকে রক্ষা কর—রক্ষা কর।

"এখনও বলছি, আমায় রেখে আস্‌বে চল। আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে—আমার সর্ব্বনাশ ক'রো না।"

কামিনী। এ আর খারাপ কি বাছা! যখন তোমায় উনি এতো ভালবাসেন—,

"আরে এতো কি বলছ দিদি! আমার কণ্ঠাগত প্রাণ হ'য়েছে—

দোহাই তোমার, রাজি হও, আমার সর্ব্বস্ব তোমায় লিখে দেব—আর তোমার গতর খাটাতে হবে না।"

"চুপ কর বৃদ্ধ—চুপ কর। এই বৃদ্ধ বয়সেও তোমার ধর্ম্মজ্ঞান হ'লো না? ধিক্ তোমায় শতধিক! ও পাপকথা মুখে আন্‌তে তোমার লজ্জা হ'চ্ছে না? আমি না তোমায় মামা বলি? জান—আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে?"

"আরে, আমি অমন ঢের বামনী দেখেছি। আর কেন যন্ত্রণা দাও—কেন ল্যাজে খেল্‌ছ বাবা! আচ্ছা, ব'লে ফেল—তুমি কত চাও,—এখনি দিচ্ছি।"

"দ্যাখ্‌ ভণ্ড বৃদ্ধ, কামান্ধ কুকুর! আমায় তেমন মনে করিস্ নি। তুই আমায় সামান্য ধনসম্পত্তি কি দেখাচ্ছিস্, রাজার ভাণ্ডার—সমস্ত পৃথিবীর সম্পত্তিও আমি অতি তুচ্ছ জ্ঞান করি—তাতে শত পদাঘাত করি। জানিস্ না তুই কাকে লোভ দেখাচ্ছিস্? ভণ্ড বৃদ্ধ, ভণ্ডামি করা তোর ধর্ম্ম,—আগে জানতে পেলে আমি কখনই তোর বাড়ীতে যেতুম না—তোর সংস্রবে থাকতুম না। পাপিষ্ঠ! এখনও ব'ল্‌ছি সাবধান!"

"আঃ মলো! ছুঁড়ী যে বড় বেড়ে উঠ্‌লো! ওহে বিনোদ, একবার এস তো বাবা! এখনও ব'ল্‌ছি সম্মত হ।"

"কখনই নয়। দেহে প্রাণ থাক্‌তে নয়।"

"তবে জোর ক'র্‌বো, দেখি—কেমন ক'রে তুই ঠিক থাকিস্। তোর বজ্জাতি বা'র ক'রে দেব।" বলিয়া বৃদ্ধ কামিনীকে ইঙ্গিত করিল, পিশাচিনী অমনি সতীর বসন চাপিয়া ধরিল।

অমনি "রক্ষা কর—রক্ষা কর—দয়াময়, বিপদভঞ্জন-লজ্জানিবারণ-হরি রক্ষা কর! যদি গুরুজনে—স্বামীপদে আমার বিন্দুমাত্র ভক্তি থাকে, আমায় রক্ষা কর দয়াময়! আমার মনে বল দাও হরি—শরীরে সামর্থ্য দাও!"

বলিয়া মত্ত হস্তিনী যেমন হিংস্র ব্যাঘ্রীকে দন্তে তুলিয়া সবলে আছা-ড়িয়া দূরে নিক্ষেপ করে, মন্দাকিনী তদ্রূপ কামিনীকে দূরে নিক্ষেপ করতঃ—রোষকষায়িত নেত্রে হরেকৃষ্ণ ও বিনোদের প্রতি চাহিয়া সিংহীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—"আরে বৃদ্ধ কামার্ত্ত কুকুর! আমি জীবিত থাকতে তুই আমার অঙ্গে হাত দিস্ তো এই লাথিতে তোর ঐ মুখখানা এমনি ক'রে ভেঙ্গে দেব—জানিস্?" বলিতে বলিতে সবলে তিনি ভূতলে পদাঘাত করিলেন। তারপর বলিলেন—"এখনও ব'ল্‌ছি—তোমরা আমার আশা ত্যাগ কর। আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে, তোমাদের মাতৃতুল্যা—কন্যাস্থানীয়া। আমার সর্ব্বনাশ ক'রো না।"

এদিকে কামিনীর মাথা ফাটিয়া গিয়াছিল, গুরুতর আঘাতে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া পিশাচিনী রাক্ষসী মূর্ত্তি ধারণ করিল—বিনোদকে বলপূর্ব্বক ধরিতে বলিয়া গৃহের বাহির হইয়া গেল এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া মন্দাকে তীক্ষ্ণধার ভোঁজালি দেখাইয়া কর্কশকণ্ঠে কহিল—"হারাম-জাদি! আজ তোকে খুন ক'র্‌বো। বিনোদ, ধর্ না? দেখ্‌ছিস্ কি? শেষে সেই সর্ব্বনাশী সুহাসের মত মেরে পালিয়ে যাবে? যদি তাকে ধর্‌তে পারতুম,—গুমোর ভেঙ্গে দিতুম। পালালো, তাই রক্ষে। এ-কে আমি সহজে ছাড়্‌বো না—মুসলমান গাড়োয়ান দিয়ে ওর দর্প চূর্ণ করবো—তবে আমার নাম!"

মন্দা এতক্ষণে বিনোদকে চিনিলেন। পাপিষ্ঠার কথায় বুঝিলেন—"ইহারা সুহাসেরও সর্ব্বনাশে সমুদ্যত হইয়াছিল, সে কোন প্রকারে পালাইয়া পরিত্রাণ লাভ করিয়াছে—আত্মরক্ষায় সমর্থ হইয়াছে।" তিনি বিনোদকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"বিনোদ দাদা! তুমি! তোমার এই অধঃপতন! তুমি না আমাদের বাল্যকালে ভগিনী সম্বোধন ক'রতে? তোমার চোখের সামনে—তোমার ভগিনীর সর্ব্বস্বধন

চোরে চুরি ক'র্‌তে উদ্যত, কোথায় তুমি তা'র লজ্জাসম্ভ্রম রক্ষা ক'রবে, না তুমিই পাপীর পাপকার্য্যে সহায়তা ক'রতে এসেছ? ধিক্, তোমায় শতসহস্র ধিক্! যদি তুমি সতীর পুত্র হও—মানুষের ছেলে হও, তোমাতে যদি কিছুমাত্র মনুষ্যত্ব থাকে,—আজ আমায় এ মহাবিপদ হ'তে নিশ্চয় রক্ষা ক'রবে—তুমি আমায় রক্ষা কর।"

মন্দার কাতর ক্রন্দনে পাষণ্ডের মনে বিন্দুমাত্র দয়ার সঞ্চার হইল না। কামুক পিশাচ কহিল—আর পুরোণো কাবুদ্ধি কেন ঘাঁটাচ্ছ মন্দা! আমি ভাল কথা বলি শোন—"তুমি হরেকৃষ্ণ বাবুর কথায় কেন অমত ক'চ্ছো? এখনি তো সব গোল মিটে যায়—আর তোমারও দুঃখভোগ ক'র্ত্তে হয় না। ওঁর বাড়ীতে যেমন আছ, তেমনি চিরদিন ঘরের লোকের মত থাকবে।"

মন্দাকিনী কাণে হাত দিলেন, আর শুনিতে পারিলেন না। অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে কহিলেন—"অপরকে পরামর্শ দাও—পাপের পথে—নরকের পথে অপরকে নিয়ে যেতে চাও? তোমার স্ত্রীকে কিংবা ভগিনীকে ওর হাতে তুলে দাও না! অনেক টাকা পাবে—ভাবনা থাক্‌বে না। স্বজাতি—স্বঘর ভগিনীপতি ব'লে পরিচয় দেবে। আমার সর্ব্বনাশ ক'রতে এসেছ কেন? তোমার বোন্ কি ম'রেছে!"

"তবে রে শালী! আগে তোকে দি। তারপর বোনকে এনে দেব। তোর বড় বুলি বেরিয়েছে, না? ও কি? কিসের শব্দ হ'লো?"

বিনোদ পশ্চাৎ ফিরিয়া ভীতিব্যঞ্জক স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"ও কি! কিসের শব্দ হ'লো?"

কামিনী বাহিরে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল—"শিয়াল শিয়াল—আর কিছু নয়। ধর চেপে—মুখটা হাতটা বেঁধে ফেল, তারপর আমি সব কচ্ছি।"

ছুঁড়ীর বড় তেজ—বড় দর্প! এ দর্প আজ কামিনীর হাতে চূর্ণ হবেই হবে।"

"এই যে হ'চ্ছে দর্প চূর্ণ" বলিয়া মহাপাপী বিনোদ মন্দার বস্ত্রাঞ্চল চাপিয়া ধরিল।

"খবরদার! পিশাচ! আমার অঙ্গে হাত দিস নি বল্‌ছি। ও গো কে আছ রক্ষা কর—ছাড়্ ছাড়্!" বলিতে বলিতে অভাগিনী অর্দ্ধ-উলঙ্গিনীভাবে ভূতলে বসিয়া পড়িলেন এবং বিনোদের হস্তে ভীষণ দংশন করিতে লাগিলেন। তাহার হস্ত বহিয়া শোণিতস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। সে অত্যধিক যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া ক্ষিপ্র হস্তে সতীর বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ করিতে লাগিল। হরেকৃষ্ণ ও কামিনী তাহার সাহায্য করিতে লাগিল—সতীর সর্ব্বনাশে প্রয়াস পাইল।

সেই নিশীথ রাত্রে অবলা রমণীর কাতর ক্রন্দন শুনিয়াও কি কেহ তাহার সাহায্যার্থ আসিবে না? পাপীর পাপবাসনাই কি পূর্ণ হইবে? তবে কি ধর্ম্ম নাই—দেবতা নাই—পাপপুণ্যের বিচার নাই!

প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও তাহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না। মন্দাকিনী মুহুর্মুহুঃ মস্তক সঞ্চালনে মুখ বাঁধিতে না দিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতেছেন—"ও গো, কে কোথায় আছ রক্ষা কর—রক্ষা কর।"

ধমক দিয়া বিনোদ কর্কশকণ্ঠে কহিল—"চুপ কর্ মাগী, তোর বাবা এসে রক্ষা ক'রবে।"

"তোর বাবা এসেছে—তোকে যমের বাড়ী পাঠাতে" বলিতে বলিতে বঙ্কু সহসা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

"দিদি দিদি, আমি এসেছি" বলিয়া আনন্দ সবেগে প্রবেশ পূর্ব্বক পাপী বিনোদকে এমনি ভীষণ পদাঘাত করিল যে, সে ঘুরিতে ঘুরিতে

অনেকটা দূরে গিয়া পতিত হইল। হরেকৃষ্ণ ও কামিনী ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া আপনা হইতেই সরিয়া দাঁড়াইল। আনন্দ মন্দার নিকটে যাইয়া করুণ-কণ্ঠে ডাকিল—"দিদি দিদি!"

"ভাই আনন্দ! আমায় রক্ষা কর, রক্ষা কর" বলিতে বলিতে মন্দা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

হঠাৎ তাহাদিগকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া হরেকৃষ্ণ, বিনোদ ও কামিনী ভীত ও স্তম্ভিত হইয়াছিল। তাহারা তখন কিছুই কর্ত্তব্য অবধারণ করিতে পারিল না। এক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইয়া পদাঘাতের প্রতিশোধ লইবার জন্য পাপী বিনোদ ভোজালি তুলিয়া কর্কশকণ্ঠে কহিল—"আজ তোদের রক্ষা নেই"।

সক্রোধে আনন্দ কহিল—"চুপ রও, হারামজাদা! বন্ধু, ঠিক থেকো। দিদি দিদি! এ কি দিদি!"

বঙ্কু বিনোদের মুখের কাছে একটা রিভলভার ধরিয়া সক্রোধে কহিল—"শীঘ্র ফেলে দে, নচেৎ এখনি তোর মাথার খুলি উড়িয়ে দেব?"

পাপীর মৃত্যুতে বড়ই ভয়! সদ্যঃ প্রাণঘাতী আগ্নেয় অস্ত্র দেখিয়া মহাপাপীর প্রাণ উড়িয়া গেল—সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল। কম্পিত হস্ত হইতে অস্ত্রখানা কাঁপিতে কাঁপিতে আপনা হইতেই পড়িয়া গেল। তাহাকে আর কোনরূপ চেষ্টা করিতে হইল না। বঙ্কু অস্ত্রখানি তুলিয়া লইল এবং 'হাতিয়ার ধর' বলিয়া তাহা আনন্দের হস্তে দিল। পরে একহস্তে কামিনীর কেশগুচ্ছ এবং অপর হস্তে বিনোদের গলদেশ ধারণ-পূর্ব্বক পরস্পর মস্তকাঘাতে বিলক্ষণ প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। এদিকে মন্দার জ্ঞান হইয়াছে দেখিয়া, আনন্দও উঠিয়া তাহাতে যোগ দিল। বিনোদ ও কামিনী প্রায় জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িল। বৃদ্ধ হরেকৃষ্ণ ব্যাপার গুরুতর দেখিয়া পলায়নে উদ্যত হইলে, বঙ্কু তাহার শিয়াল

কৃশ হস্তখানি সবলে ধারণপূর্ব্বক কহিল—"বাবা বুড়ো মিঞা, যাও কোথা ?"

বৃদ্ধ। ছাড়্ গুণ্ডোটা! হাত ছাড়্ বল্‌ছি!

বন্ধু। কেন বাবা, এস্ না একটু পিরীত করি। ওহে আনন্দ, অপেক্ষা ক'চ্ছ কেন? শালাকে বেঁধে ফেল। দেখ্‌বো বাহাদুরি! শালা একটা স্ত্রীলোককে বাঁধতে গিয়ে প্রাণপণ ক'চ্ছিল। সাবাস! ঐ শালীকেও বাঁধ।

"ওগো বাবা! দোহাই বাবা! আমি কিছু করি নি বাবা!" বলিয়া বৃদ্ধা কামিনী চীৎকার করিতে লাগিল।

"চুপ রও হারামজাদী!" বলিয়া আনন্দ ক্ষিপ্রহস্তে তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিল এবং "ওকেও বাঁধ" বলিয়া বঙ্কিমকে ইঙ্গিত করিল। বঙ্কিম বৃদ্ধকে বাঁধিয়া ফেলিল। ভাগিনেয়ের নিকটে বন্ধনে পড়িয়াও নির্লজ্জ হরেকৃষ্ণ কহিল—"ওরে গুণ্ডো হারামজাদা আনন্দে! তোকে খাইয়ে পড়িয়ে মানুষ কল্লুম, তার এই ফল দিলি! আচ্ছা থাক্ তুই! তোকে উচিত মত শিক্ষা দেব!"

আনন্দ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ স্বরে কহিল—"খাইয়ে পরিয়ে মানুষ ক'রেছ ব'লে তোমার পাপকার্য্যে সাহায্য ক'র্‌তে হবে না কি? এখনও বল্‌ছি সাবধান! বেশী বকাবকি কর্‌লে তোমায় উচিত মত শিক্ষা দেব। ধর্ম্মের কাছে বাপ মাও ছোট! এখনই তোমাদের সকলকে পুলিসে চালান দেব জান? দিদি, তুমি এস।

মন্দা। আমার মাথা ঘুরছে ভাই! প্রাণ কেমন ক'চ্ছে, শীঘ্র আমায় এ নরক হ'তে উদ্ধার কর।

আনন্দ। দিদি চল, বাহিরে হাওয়ায় গিয়ে ব'স্‌বে চল। আমি হাত ধ'র্‌ব?

"না, আমি আপনি যাচ্ছি" বলিয়া মন্দাকিনী উঠিলেন। উঠিয়া আনন্দের সহিত গৃহের বাহিরে আসিয়া একস্থানে বসিলেন। আনন্দ জিজ্ঞাসা করিল—"দিদি, ওদের পুলিসে দেব?"

মন্দা। সে কি ভাই! তোমার মামা যে!

আনন্দ। হ'লোই বা মামা। পাপীর সাজা একান্ত আবশ্যক। উনি যদি আমার পিতা হ'তেন, তথাপি ধর্ম্মের কাছে আমি ছোট হ'তেম না। বল দিদি, তোমার মত চাই?

মন্দার নয়নদ্বয় জলে ভরিয়া গেল। তিনি বাষ্প গদগদ স্বরে কহিলেন "ভাই! পাপীর সাজা ভগবান দিবেন। আর পুলিস হাঙ্গামে কায নেই। যখন আমার ধর্ম্ম রক্ষা হ'য়েছে, তখন আর কেন? পুলিসে আমার বড় ভয়।"

আনন্দ। বুঝেছি দিদি! তুমি আপন সম্ভ্রম রক্ষা ক'র্‌তে চাও। বেশ, একটু অপেক্ষা কর, আমি আস্‌ছি।

আনন্দ ও মন্দা বাহিরে আসিলে বঙ্কিম হরেকৃষ্ণকে লইয়া বেশ একটু খেলিয়া লইল। তাহাকে নানারূপ বিদ্রূপ করিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে বিনোদও কামিনীকে ছড়ি গাছটী দিয়া মিষ্ট মধুর উপহার দিতে ভুলিল না।

দারুণ প্রহারে জর্জ্জরিত, হস্তপদবদ্ধ বিনোদ ও কামিনী উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার পূর্ব্বক বঙ্কুর নিকট প্রাণ ভিক্ষা করিতেছিল—এমন সময়ে আনন্দ আসিয়া বঙ্কুকে মন্দার কথাগুলি অনুচ্চস্বরে বলিল। বঙ্কু কহিল —"তবে আর কেন, ডাক পুলিস।"

আনন্দ। ডাক্‌তে পাঠিয়েছি।

পুলিস আসিতেছে শুনিয়া পাপীদিগের অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। হরেকৃষ্ণ আনন্দকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল—"ওরে আন্দে, হারামজাদা,

গুণ্ডো, নচ্ছার! তুই আমার কিছুই কর্‌তে পারবি না। উল্‌টে তোকে আমি বাড়ী ছাড়া ক'র্‌বো।

থাম মামা থাম! কার বাড়ী—কার ঘর, তা'কি সব ভুলে গেছ? জান—এখন আর আমি নাবালক নই? এখন ইচ্ছা ক'র্‌লে, আমি তোমার পথের ভিখারী ক'রতে পারি? শোন, বলি শোন—আজই আমার পৈতৃক সমস্ত সম্পত্তি আমি বুঝে নিতে চাই। আজ থেকে আমার বাড়ীতে আর তোমার স্থান নেই। তবে আমি তেমন নিষ্ঠুর নই, বিশেষ তুমি সম্বলহীন বৃদ্ধ—দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ক'র্‌লে আমারই অপমান। তাই বল্‌ছি শোন—যদি কাশী কিম্বা বৃন্দাবনে গিয়ে বাস কর, ধর্ম্ম কর্ম্মে মতি দাও—তোমার সমস্ত ব্যয় ভার আমি বহন ক'রব, মাসে মাসে টাকা পাঠিয়ে দেব।

বাধা দিয়া বঙ্কু কহিল—"সে কি হে! তোমার মামা আন্দামান তীর্থে যাবেন যে! জাল ক'রলে যে আন্দামানে যেতে হয়। তুমি মামাকে ছেড়ে দেবে না কি?

আনন্দ। হ্যাঁ বঙ্কু, ছেড়ে দিতে পারি। যাঁকে উনি এত কষ্ট দিয়েছেন, সেই বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ-কন্যার পদধূলি মাথায় নিয়ে তাঁকে যদি মাতৃ সম্বোধন করেন। তবেই আমি—

বঙ্কু। আর সাত হাত নাক-খত,—সাত বার উঠা বসা—কাণ মলা চোখ মলা! তাও হুকুম দাও।

আনন্দ। নিশ্চয়! একটু সাজা আবশ্যক বটে।

বঙ্কু। আর এদের কি ব্যবস্থা ক'ল্লে? আঃ, আমার ইচ্ছে হ'চ্ছে—"ঐ বিন্দে শালার মাথাটা নিজ হাতে ছিঁড়ে ফেলি। শালা ক্রোকো-ডাইলের মত চোখ বা'র ক'রে কি দেখছে দেখ! ইচ্ছে হ'চ্ছে—শালাকে কীচক বধ করি। যে হাতে শালার বেটা শালা সতীর অঙ্গ স্পর্শ

ক'রেছিল, সেই হাত দুপানা পেটের ভিতর পূরে শালাকে দূর ক'রে ফেলে দি"।

এই বলিয়া ক্রোধে আত্মহারা বঙ্কু সপাসপ শব্দে বিনোদ ও কামিনীর পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত করিতে লাগিল। তাঁহারা কাতর ভাবে দয়া ভিক্ষা করিতে করিতে কাঁদিতে লাগিল। এই ভীষণ দৃশ্য দর্শনে আনন্দের কোমল প্রাণ ব্যথিত হইল। বঙ্কুকে নিরস্ত করিয়া কহিল—"উঃ! আর মারিস্ নি ভাই, যথেষ্ট হ'য়েছে—খুব শাস্তিহ'য়েছে"!

বঙ্কু। আরে, এ কি শাস্তি হ'লো! ইচ্ছে হচ্ছে, সব বেটা-বেটীদের পুঁলিসে দি। এ আপদরা সংসারে থাক্‌লে আরো কত লোকের সর্ব্বনাশ ক'র্‌বে। যা'ক্, দে বেটা নাক খত! ডাক—আনন্দ দিদিকে ডাক। পাপীদের শাস্তি দেখুন।

আনন্দ মন্দাকে ডাকিলে তিনি বলিলেন—"আমি সব শুন্‌তে পাচ্ছি। যথেষ্ট সাজা হ'য়েছে, এইবার ওদের ছেড়ে দাও।"

আনন্দ। না দিদি! তোমায় না মা ব'ল্লে ওদের নিস্তার নেই।

বঙ্কুর রুদ্রমূর্ত্তি দর্শন করিয়া প্রহারে জর্জ্জরিত বিনোদ ও কামিনী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল—"ছেড়ে দাও বাবা! দোহাই তোমাদের, আর কখনও এমন কু-কায ক'রবো না!"

"দে তবে নাক-খত! মল্ কাণ"; বলিয়া বঙ্কু তাহাদের বন্ধন মোচন পূর্ব্বক মন্দাকিনীর সমীপে আনয়ন করিয়া কহিল, "মা বল্ বেটা মা বল্! নে, শালাশালী, মায়ের পায়ের ধূলো মাথায় নে! দে, মায়ের পায়ে মাথা দে।"

তাহারা আর কাল বিলম্ব না করিয়া বঙ্কুর আদেশ পালন করিল। বঙ্কু এইবার তাহাদিগকে ছাড়িয়া হরেকৃষ্ণকে ধরিল। বলিল—"এসো বাবা বুড়ো শালিক—পালের গোদা—"

বৃদ্ধ এতক্ষণ বিনোদ ও কামিনীর দুর্দ্দশা দেখিতেছিল। এক্ষণে তাহাকে ধরিবামাত্র সে ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে আনন্দকে সম্বোধন করিয়া কহিল—"ওরে আন্দে, গুণ্ডোটা! গুখোর ব্যাটা! তুই কি না গুণ্ডা দিয়ে আমায় অপমান কচ্ছিস্! ওরে, তুই কবে নিপাত যাবি! তোকে আমি এখনও বল্‌ছি,, আন্দে—

বাধা দিয়া আনন্দ কহিল—"আর বলাবলিতে কায নেই মামা! ভাল চাও তো ওর কথা শোন।" কেন বৃথা লাঞ্ছিত হচ্ছো!"

বঙ্কু। দেখ, তুমি যদি আন্দের মামা না হ'তে বাবা, আজ একটা চড়ে তোমার ঐ তিনটে দাঁতও শেষ করে দিতুম। এখন এস, মা'র কাছে—বলিয়া হরেকৃষ্ণকে গৃহের বাহিরে লইয়া গেল। আনন্দ, বিনোদ ও কামিনীর পাহারায় থাকিল।

বাহিরে আসিয়া বঙ্কু মন্দাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল—'দেখুন দিদি! এইবার বুড়োর সাজা দেখুন। দিলে নাক-খত্! শীগ্‌গির দাও—

বৃদ্ধ। ওরে গুণ্ডার পুত! তুই নিপাত যাবি, নির্ব্বংশ হবি।

"আর—সতী লক্ষ্মীর গায়ে হাত দিয়ে তুই বুঝি অক্ষয় অমর হবি! ইডিয়ট, ননসেন্স! দে নাক-খত্। এই ওয়ান" বলিয়া বঙ্কু হস্তস্থিত ছড়ি গাছটা তুলিবামাত্র বৃদ্ধ কম্পিত কলেবরে তাহার আদেশ পালন করিল। মন্দাকে মাতৃ সম্বোধন পূর্ব্বক ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল এবং তাঁহার পদধূলি মস্তকে লইল।

বঙ্কু। বল্—করযোড়ে বল্—মা! আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর। বল্—শীঘ্র বল্।

প্রাণ ভয়ে বৃদ্ধ তাহাও বলিল।

এবার বঙ্কু মন্দাকিনীকে প্রণাম করিয়া করযোড়ে কহিল—"মা! আমিও আজ থেকে তোমার সন্তান। আমার মা বাপ নেই।

আজ থেকে তুমিই আমার মা হ'লে। মা, মা! আমি ব্রাহ্মণের ছেলে—আমি তোমার ছেলে।" বলিতে বলিতে বঙ্কিম মন্দাকিনীর পদধূলি মস্তকে ও বক্ষে তুলিয়া লইল।

মন্দা কোমল স্বরে কহিলেন—"বাবা! আমি বড় দুঃখিনী। আজ তোমরা সময়ে না এলে হয় তো আমার লজ্জা ধর্ম্ম মান সম্ভ্রম কিছুই রক্ষা হ'ত না। আমায় বাড়ী নিয়ে চল বাবা!"

বঙ্কু। এখনি আপনাকে বাঁড়ী নিয়ে যাব মা! গাড়ী রেখেছি, আর ভয় কি মা? আনন্দ! এসো হে—আর বিলম্বে প্রয়োজন নেই।

আনন্দ বাহিরে আসিয়া কহিল—"চল ভাই, দিদি এসো। তুমিও চল মামা—

বৃদ্ধ। তুই য়া, যা হারামজাদা, গুখোর বেটা, নচ্ছার। আমি তোর মুখ দেখ্‌তে চাই না।

আনন্দ। তা না চাও—আমার ক্ষতি নেই, আমার সম্পত্তি আমায় বুঝিয়ে দেবে চল। তা না হ'লে আমি তোমায় জেলে দিতেও কুণ্ঠিত হ'ব না—এসো।

"আচ্ছা, কা'লই তোর সমস্ত বিষয় তোকে বুঝিয়ে দেব। তোর মত কুলাঙ্গারের মুখে মারি জুতো।" বলিয়া হরেকৃষ্ণ তথা হইতে প্রস্থান করিল।

গাড়ী প্রস্তুত ছিল, মন্দাকিনীকে গাড়ীর ভিতরে বসাইয়া, যুবকদ্বয় উপরে গিয়া বসিল। গাড়ী ছুটিল—বিদ্যুদ্‌বেগে ছুটিল। মন্দাকিনী একাকিনী বসিয়া যুবকদ্বয়ের উচ্চ ও মহৎ অন্তঃকরণের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

রাত্রি শেষ হইতে না হইতেই মন্দাকে লইয়া আনন্দ গৃহে ফিরিল। তাঁহাকে দেখিয়া নিস্তারের আনন্দের সীমা রহিল না। রাজু মাতাকে দেখিবামাত্র দৌড়াইয়া গিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল—"মা, আমার বড় মন কেমন ক'র্‌ছিল। তুমি আমায় ফেলে আর যেও না মা!"

বহু দিন—বহু বৎসর—বহু যুগ পরে পুত্রকে দেখিলে মাতা যেমন আনন্দে বিহ্বল হন, পুলকে শিহরিয়া উঠেন, পলকশূন্য নয়নে পুত্রের মুখপানে চাহিয়া থাকেন, তখন তাঁহার মনে কত কথার উদয় হয়, কিন্তু কথা ফুটিয়াও ফোটে না—মন্দাকিনীরও ঠিক তেমনি হইল। তিনি পুলকে আত্মহারা হইলেন, পুত্রকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। শত শত স্নেহ-চুম্বন করিয়াও তাঁহার সাধ মিটিল না।

বালক মাতার অশ্রুজল মুছাইয়া দিয়া কহিল—"কেন কাঁদছ মা? চুপ কর—তোমর কান্না দেখে, আমারও কান্না পাচ্ছে। তুমি মা, অমন ক'রে আর কোথাও যেও না।"

মন্দাকিনীর এবার কথা ফুটিল। মৃদু কম্পিত স্বরে কহিলেন,—"না বাবা, আর আমি কোথাও যাব না।"

বঙ্কু মন্দাকে রাখিয়াই প্রস্থান করিয়াছিল। আনন্দ, নিস্তার ও কাত্যায়নী দেবীকে আদ্যোপান্ত সমুদয় ঘটনা বলিতেছিল; নিস্তার মধ্যে মধ্যে হরেকৃষ্ণের নিমতলা ও যমের বাড়ী ব্যবস্থা করিতেছিল। আনন্দ বলিতেছিল,—"সমস্ত জায়গায় খুঁজ্‌লেম, কোন ফল হ'ল না; শেষে

জালিমের মা ব'লে একটা বুড়ীর কাছে এই ঠিকানা পেয়েই, গাড়ী ক'রে বরাবর বেলগেছিয়ার সেই বাড়ীতে যাই। সেই সময় দিদির চীৎকার শুনি। অমনি বঙ্কু পাঁচিল টপ্‌কে বাড়ীর ভিতরে যায়—আমিও যাই—তাই দিদিকে রক্ষা ক'রতে পেরেছি। নিস্তার দি, বড় সময়ে আমরা গিয়ে পড়েছিলেম, নইলে কি যে হ'তো, তার ঠিক নেই। দিদি! আমি চল্লুম, বঙ্কু একা আছে" বলিয়া আনন্দ তথা হইতে প্রস্থান করিল।

আনন্দ প্রস্থান করিলে নিস্তার মন্দার নিকটে আসিয়া কহিল—"ভাগ্যে হরি ধর্ম্ম রক্ষা ক'রেছেন—নইলে কি সর্ব্বনাশ হ'তো! হ্যাঁ, মা, তোমার এমন দুর্বুদ্ধি হয়েছিল কেন? ভাগ্যে আনন্দ ছিল, তাই রক্ষা পেলে—তা না হ'লে কি সর্ব্বনাশ হ'তো বল দেখি? আচ্ছা, তোমার কি একটু তর সইল না?"

মন্দাকিনী লজ্জায় অধোবদনে নীরবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার চক্ষু বহিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল।

কাত্যায়নী বুঝিলেন—মন্দা লজ্জিতা হইয়াছেন। কহিলেন—"এমন কায কি করে মা? চোরে সর্ব্বস্ব চুরি করলে ফিরে পাওয়া যায়, কিন্তু সতীত্ব অমূল্য নিধি—বিধিদত্ত ধন! এ ধন গেলে আর কখনও ফিরে পাওয়া যায় না। তা মা, যা' হবার—হয়েছে। এখন থেকে বুঝে কায ক'রো।"

অবনত মস্তকে মন্দাকিনী ধীরে ধীরে কহিলেন—"চিঠিখানা পেয়ে আমার তখন জ্ঞানগম্য কিছুই ছিল না।"

কাত্যায়নী। তা বাছা, এমন সাংঘাতিক চিঠি পেলে কি মন স্থির থাকে? তুমি সব বল দেখি শুনি?

মন্দা। মা! ও সব পাপ-কথা আমি ব'লতে পারবো না,—আমার ক্ষমা করুন! তবে কতকটা বলছি। আপনি যখন কা'ল গঙ্গা-স্নানে

গেলেন, আমি নিস্তারকে দিয়ে স্কুলে রাজুর খাবার পাঠিয়ে দিলুম, সুবর্ণও তা'র সঙ্গে গেল। তা'র একটু পরেই একটা বুড়ী হাঁপাতে হাঁপাতে এসে, আমায় তাঁর ভয়ানক অসুখের কথা ব'লে কাঁদতে লাগ্‌ল। চিহ্ন-স্বরূপ তাঁর হাতের আংটী দেখালে। জানি না, ওরা সে আংটী কোথায় পেয়েছে। অবিকল আমার স্বামীর হাতের আংটী,—দেখে আর আমার অবিশ্বাস রইল না। তাঁর সাংঘাতিক অসুখের কথা মাগী আমার এমন ভাবে ব'ল্‌লে যে, আপনারা তখন উপস্থিত থাক্‌লেও তার কথায় অবিশ্বাস ক'র্‌তে পারতেন না। তারপর—মাগী একখানি চিঠি আমায় দিলে। খাম—চিঠির কাগজ সকলি তাঁর, উপরে এক পাশে ইংরেজিতে নাম লেখা। ঐ চিঠি দেখে আমার চৈতন্য লোপ পেয়ে গেল—আমি জগৎ সংসার ভুলে গেলুম। স্বামীর এমন ভয়ানক অসুখের চিঠি পেলে কে স্থির থাক্‌তে পারে মা? তারপর চিঠিখানা প'ড়ে আমার অন্তরাত্মা উড়ে গেল। চিঠিখানা বোধ হয় আপনারা পেয়েছেন। তখন কি ক'রে সন্দেহ হয় মা—যে, এ-কে আমার স্বামী পাঠান নি, এ সব ছলনা?

কাত্যায়নী। তা, এততে আর কা'র সন্দেহ হয়? এ রকম চাল চাল্‌লে—স্বামীর এমন সঙ্কটাপন্ন অসুখের কথা শুন্‌লে কে স্থির থাক্‌তে পারে? আহা! বাছারে! কি দুঃখই পেলে মা।

নিস্তার। মুখপোড়া বেবুবো কাঠ—ঘাটের মড়া, কা'ল তাকে ঝাঁটাপেটা ক'র্‌বো। আমি তাকে অমনি ছাড়বো? বেটীকে যমের দক্ষিণ দোরে রেখে আস্‌বো।

মন্দা। নিস্তার! আমার আর এ বাড়ীতে তিলমাত্র থাক্‌তে ইচ্ছা হ'চ্ছে না। কালই অন্য বাড়ী দেখ মা—পাঁচ জনে পাঁচ কথা ব'ল্‌বে—আমি ও সব গোলমালকে বড় ভয় করি।

নিস্তার গর্জ্জন করিয়া উঠিল। "কেন, ভয় নাকি—লোকে নিন্দা

করবে ? কার বাবার সাধ্যি এককথা বলে—বলুক দেখি ? আর লোকে বল্‌বে তো ব'য়ে গেল। এই তোমার মুখেই শুনেছি—সীতা লক্ষ্মী—তাকে পোড়ার মুখো রাবণ চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল ব'লে পাঁচজনে পাঁচ কথা বলে। রাম তাঁকে বনে দিলেন, কিন্তু সকলেই জান্‌তো—সীতা সতী। লোকে ব'ল্লেই হ'লো, ইঃ! হ্যাঁ, তারপর কি হ'লো বল ত মা!

মন্দা। তারপর সেই চিঠি প'ড়ে, আমার মাথা ঘুরে গেল। চিঠিতে তিনি আমায় শেষ দেখা ক'ত্তে লিখেছেন। বিলম্বে হয় তো এ জীবনে আর তাঁর দেখা পাব না!

নিস্তার। বালাই, বালাই! মরুক্‌ ঐ আঁটকুড়ীর পুতেরা!

মন্দা। এই সব সাত পাঁচ ভাবছি, মাগী ব'ল্লে,—"যদি তুমি বিলম্ব কর, তবে আমি চল্লুম। তিনি একা আছেন, একঘটী জল দেবার লোক নেই। যাবে তো চল—তোমার ছেলেকে নিয়ে চল।" রাজু তখন স্কুলে ছিল, আমি তাকে বল্লুম—"নিস্তার এলেই যাব"। সে বল্লে—"তবে আমি এই চল্লুম, আর দেরী ক'ল্লে হয় তো বাবুকে রক্ষা ক'র্‌তে পারবো না। যাই, তাকে বলি গে—তুমি যাবে না।" একথা শুনে আর আমি ঠিক থাক্‌তে পাল্লুম না। চিঠির নীচে তোমাদের নিকট ঐ কয়েকটা কথা লিখে ঘর বন্ধ ক'রে তখনই সেই বুড়ীর সঙ্গে চল্লেম। গাড়ী কতক্ষণ চল্‌ল, জানি না। কিন্তু দেখ্‌লেম, গাড়ী বড় রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। কারণ জিজ্ঞাসা ক'র্ত্তেই মাগী ব'ল্লে,—"সে রাস্তা মেরামত হচ্ছে, তাই একটু ঘুরে যাচ্ছে।" তারপর দেখি—গাড়ী একটা ভাঙ্গা বাড়ীতে গিয়ে লাগ্‌ল। বাড়ী দেখেই আমার মনে কেমন সন্দেহ হ'লো। কিন্তু ডাকিনী মাগী আমায় এমন ক'রে বুঝিয়ে দিলে যে, আমি অবিশ্বাস ক'রতে পাল্লুম না—ভিতরে চ'লে গেলুম। আমি যেতেই আমায় একটা ঘরে বন্ধ ক'রে ফেল্‌লে। সেই

বুড়োকে কত মিনতি কল্লুম, সে আমার কথা শুনলে না। কত কাঁদলুম, তবুও তার দয়া হ'লো না। তারপর আর বড় একটা আমার মনে প'ড়ছে না—তখন আমার জ্ঞানই ছিল না। কি বলেছিলেম—কি ক'রেছিলেম, কিছুই মনে নেই। শেষে আনন্দ যখন 'দিদি দিদি' ব'লে ডাকলে, তখন আমার জ্ঞান হল। আনন্দ আর সেই ছেলেটী 'আমার জন্তে যা' ক'রেছে, এ জীবনে কখনও ভুলবো না। ওরা মানুষ কি দেবতা, তা ব'লতে পারি না। বলিয়া মন্দাকিনী নীরব হইলেন।

চতুর্থ খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

উপেন্দ্রের দুঃখের দশা আরম্ভ হইল, তিনি একরূপ সম্বলশূন্য, সর্ব্বস্বান্ত হইলেন। নগদ সম্পত্তি যাহা ছিল, তাঁহার পিতা তাহা ব্যাঙ্কে জমা রাখিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু হঠাৎ ব্যাঙ্ক ফেল্ পড়ায় সে সমস্তই নষ্ট হইল, উপেন্দ্রের যথাসর্ব্বস্ব গেল। তিনি বুঝিয়া চলিলে সামলাইয়া লইতে পারিতেন, অবশিষ্ট জীবনটা একরূপ সুখে স্বচ্ছন্দে কাটাইতে পারিতেন, কিন্তু বিধিলিপি তাহা নহে। কাযেই তখনও তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল না—বাবুগিরিও কমিল না।

যে ঔষধের দোকান খুলিয়া তাঁহার পিতা এত টাকা রাখিয়া গিয়াছেন, সে তাহার প্রতি উদাসীন থাকায় চারিদিক হইতে চুরি আরম্ভ হইল। তাহার উপর তাঁহার নিজের খরচ: কাযেই অল্প দিনের মধ্যে সেই চল্‌তি দোকান খানিও বিক্রী হইয়া গেল। বিনোদ প্রকারান্তরে তাহা কিনিয়া লইল। উপেন্দ্র বুঝিয়াও বুঝিল না, খরচের মাত্রা ক্রমেই বাড়াইতে থাকিল, ফলে একে একে তাহার বার খানি বাড়ী বন্ধক পড়িল।

আর ত চলে না। বাবুকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে দেখিয়াবন্ধুবর্গ বা মোসাহেবের দল তাহাকে একে একে ত্যাগ করিল। করিল না কেবল বিনোদ।

সময় এবং সুযোগ বুঝিয়া নরাধম ভয়ঙ্কর পুরুভুজের ন্যায় শত হস্তে আকর্ষণ পূর্ব্বক জড়াইয়া ধরিয়া তাহার শোণিত শোষণ করিতে লাগিল। অন্ধ উপেন্দ্র তাহা জানিয়াও জানিল না—বুঝিয়াও বুঝিল না। কি করিয়া রক্ষিতার মনস্তুষ্টি সাধন করিবে, তাহাই তাহার একমাত্র চিন্তা হইল।

এক্ষণে আয় সামান্য, একপ্রকার নাই বলিলেও হয়, ব্যয় যথেষ্ট। উপেন্দ্র দেনায় ডুবিলেন। ক্রমে তাহার বাড়ীগুলিও বিক্রী হইয়া গেল। বিনোদ বিক্রীর সুযোগ করিয়া দিত, সুতরাং ক্রেতার নিকটে প্রাপ্য দালালিও তাহার বাদ পড়িত না। আর অর্থ নাই, মান মর্য্যাদা রক্ষা হয় না। উপেন্দ্র নিরুপায় হইয়া বিনোদের শরণাপন্ন হইলেন। তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন—"বিনোদ! এখন কি করা যায় ভাই! হাজার খানেক টাকা না হ'লে তো আর চলে না।"

বিনোদ। তোমার আবার টাকার ভাবনা? একটা সই ক'ল্লে হাজার কেন, এখনই দশ হাজার টাকা পাইয়ে দিতে পারি

উপেন্দ্র। কি, বাড়ীখানি বিক্রীর কথা বলছ? এতগুলো বাড়ী গেল, ওখানা বসত বাড়ী,—ভেবেছিলেম—বিক্রী ক'র্‌বো না।

বিনোদ। তা বিক্রী করবার দরকার কি? বন্ধক রাখ না, কিম্বা একটা অংশ না হয় ঝাড়তিস্ ক'রে দাও—অন্ততঃ হাজার পাঁচেক হবে।

উপেন্দ্র। সে কি হে! আমি জানি, এ বাড়ী ক'রতে যাবার প্রায় সাঁইত্রিশ হাজার টাকার উপর খরচা হ'য়েছিল।

বিনোদ। তা দাদা,—কিন্‌তে ছাগল—বেঁচতে পাগল। নূতন বেলায় যেমন খরচ খরচা হয়, পুরোণো বিক্রী ক'রলে কি তা পাওয়া যায়। আচ্ছা, উপেন একটা কায কর না কেন? এখনই বেশ কিছু মেরে দিতে পারবে।

উপেন্দ্র অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি, কি কথা বল দেখি শুনি ?"

বিনোদ। সে উপায় অতি সহজ। অনায়াসে কৃতকার্য্য হ'তে পারবে। তবে কথাটা ব'লতে একটু ভয় হচ্ছে, যদি কোন 'অফেন্স' না নাও,—ব'লতে পারি।

উপেন্দ্র। সে কি ভাই! তুমি আমার উপকারের কথা ব'লবে, আর আমি রাগ ক'রবো! আমায় সে রকম 'ইডিয়ট, ইললিটারেট' মনে ক'রো না।

বিনোদ। সে কি আমি জানি না ? তোমার মতন হাইমাইণ্ডেড লোক ক'টা আছে ? আমি বলছিলাম কি, এই,—এই,—এই,—তোমার—আণ্টকে বাগাও না। 'এনি হাউ' তাকে যদি বাগাতে পার—

উপেন্দ্র। সে বড় কঠিন ঠাঁই দাদা! মামীর হাত থেকে টাকা বার করা বড় শক্ত কথা। ধার ব'লে চাইলেও মামী 'ডিনাই' করে।

বিনোদ। আরে সে পথে যাব কেন ? মেয়ে ছেলের কাছ থেকে টাকা হাতড়াতে কি বেগ পেতে হয় ? একটা টিপ-সই কিম্বা সই করিয়ে নিতে পাল্লেই কায হাঁসিল। তোমার মামী ম'লে ত সকলি তুমি পাবে। তা এখন তাকে এই পরামর্শ দাও—"মামী, একখানা উইল কর।" উইলের নাম ক'রে দানপত্র লিখিয়ে একটা সই করিয়ে নিতে পা'ল্লেই হ'লো।

উপেন। যখন রেজিষ্টার মামীকে জিজ্ঞাসা ক'রবে, তখন যদি সব প্রকাশ হ'য়ে পড়ে, তা হ'লে কি মুস্কিল হবে বল দেখি ভাই ?

বিনোদ। আরে অত ভাবতে গেলে চলে না দাদা! সে সব আমি ঠিক ক'রে নেব। আচ্ছা, এ যদি না পার, আর এক কায কর না ?

তোমার মামীর ত বয়স বেশী নয়, আর তুমিও তেমন কুৎসিত নও—বলিতে বলিতে পাপিষ্ঠ থামিয়া গেল এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে উপেন্দ্রের মুখপানে চাহিয়া রহিল।

উপেন।—সে কি বিনোদ, আমার মামী যে! ছিঃ—

বিনোদ। এর আর ছিঃ কি? তোমার ত আর আপন মামী নয়—তোমার মামার সেকেণ্ড ওয়াইফ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কি ক'রেছিলেন দাদা? এ কি দেবতার বেলা লীলা খেলা, পাপ লিখেছে আমাদের বেলা?

উপেন। না, না বিনোদ, তুমি ভুল বুঝেছ। মামী কি আবার সৎ আপন হয়? মামার সকল স্ত্রী-ই মামী। আমি যা-ই হই ভাই, এ কাজ কখনও ক'রতে পার্‌বো না। তা'র চেয়ে বসত বাড়ী বিক্রী ক'রবো—সেও ভাল।

বিনোদ। ওই সব ছেলে মানুষি। পাপ পুণ্য ব'লে কথাগুলো কবির কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। কেন বাড়ীখানা বিক্রী ক'র্‌বে! আচ্ছা, তুমি না হয় নাই পা'রলে, একবার যদি আমায় তোমার মামীর সঙ্গে দেখা শুনা করিয়ে দাও, আমি না হয় ও সব মৎলবে না গিয়ে, এমন ভাল মানুষি ক'রে টাকাগুলো তোমার হাতে তুলে দিতে পারি যে, কোন কিছু বিপদ হ'বার সম্ভাবনা থাক্‌বে না—তোমারও পাপ হ'বে না।

উপেন। তা' যদি পার ভাই, তা হ'লে বুঝবো—তোমার মত উপকারী বন্ধু আর আমার দ্বিতীয় নাই। কিন্তু কি ক'রে আলাপ হ'বে?

বিনোদ। কেন? তুমি দিন কতক অন্দরে থাক্‌বে, মাঝে মাঝে আমিও যাওয়া আসা ক'রবো, তারপর দেখে নিও—।

হিতাহিত জ্ঞানশূন্য উপেন্দ্র নালা কাটিয়া আপন ঘরে কুম্ভীর আনিল। আপনার সর্ব্বনাশ আপনিই সাধন করিল। বিনোদের কু-চক্র বুঝিল না। মূর্খ তাহারই পরামর্শমত অন্দরস্থ শয়ন গৃহে স্থান লইল। বিনোদও অন্দরে যাতায়াত আরম্ভ করিল। সুপুরুষ বিনোদকে দেখিয়া তারাসুন্দরী পূর্ব্ব হইতেই মজিয়াছিলেন, এক্ষণে আরও মজিলেন। শেষে একদিন রাত্রে উপেন্দ্রকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন পূর্ব্বক বিনোদ তারাসুন্দরীকে লইয়া উধাও হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সুহাসিনী সেই গভীর রাত্রে ছুটিতে ছুটিতে ভাগীরথী তীরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কোথায় যাইবেন, কিছুই স্থির নাই—বরাবর ছুটিলেন। আর ছুটিবার উপায় নাই—পথ নাই, কি করিবেন তিনি তথায় বসিয়া পড়িলেন। শত শত চিন্তায় তাঁহার হৃদয় আকুলিত হইল—কত সুখ দুঃখের স্মৃতি, অতীত জীবনের ঘটনাবলি তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল।

গভীর রাত্রি! জনপ্রাণীর সাড়া শব্দ নাই। চন্দ্রদেব মধ্যাকাশ হইতে জগৎবক্ষে রজত কিরণ বর্ষণ করিতেছেন। নক্ষত্রমালায় পরিবেষ্টিত কতশত চন্দ্র গঙ্গাগর্ভে তরঙ্গে তরঙ্গে নাচিতে নাচিতে ডুবিতেছে—উঠিতেছে—ছুটিতেছে,—আবার ডুবিতেছে। সুহাসিনী ভাবিলেন—"আর কেন? আমিও কেন ডুবি না? বৃথা জীবন ধারণে ফল কি? সংসারে আমার স্থান নেই, স্বামী আমায় ত্যাগ ক'রেছেন। তবে আর কেন? আর বেঁচে থেকে সুখ কি? হায়, আমি কি ক'ল্লেম—নিজের সর্ব্বনাশ নিজেই সাধন ক'রলেম! কেন আমার এমন মতিভ্রম হলো? মা গো? সামান্য অভিমানে আত্মহারা হ'য়ে আমি যা ক'রেছি, তার কি ক্ষমা নেই? কেন আমার এমন দুর্বুদ্ধি হ'লো? এরূপ কুমতি কেন হ'লো মা? আর আমার জীবনে সুখ নেই—আমার মরণই মঙ্গল। মা পতিতপাবনী গঙ্গে! অভাগিনীকে তোমার কোলে স্থান দাও মা! আর আমার বাঁচতে সাধ নেই। মা, মা গো, তোমার চরণস্পর্শে কত মহাপাপী উদ্ধার পায়, আমি কি পাব না মা? দেবতা তুমি অন্তরের কথা সকলই জান মা, আমি মহাপাপী, আমায় শ্রীচরণে স্থান দাও।

সুহাসিনী ভাগীরথী-জলে ঝাঁপ দিলেন। প্রবল জল-স্রোতে তিনি দূরে চলিয়া যাইতেছেন, একবার ডুবিতেছেন—আবার উঠিতেছেন, আবার ডুবিতেছেন। এমন সময় কোথা হইতে এক দেবীমূর্ত্তি আসিয়া গঙ্গা-তীরে উপস্থিত হইলেন। শিষ্যকে অঙ্গুলিসঙ্কেতে সুহাসকে দেখাইয়া দিয়া কহিলেন, "ঐ যে, শীঘ্র উদ্ধার কর ?"

সে আর অপেক্ষা করিল না। মুহূর্ত্ত মধ্যে সুহাসকে ধরিয়া গঙ্গার খর-স্রোতে ভাসিয়া চলিল। দেবী তাহাঁকে "৺কালী বাড়ী ঠাকুরের কাছে" বলিয়া তথা হইতে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে লোকটী সুহাসকে লইয়া দক্ষিণেশ্বর কালী বাড়ীর ঘাটে আসিয়া উঠিল এবং যথাবিধি সুহাসের শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

অল্পক্ষণ মধ্যে দেবী তথায় উপস্থিত হইলেন, শুশ্রূষাকারী শিষ্যকে বলিলেন—"দুর্জ্জয়! তুমি যাও" বলিয়া আকাশপানে চাহিয়া রহিলেন। পরে সুহাসের জ্ঞানোদয় হইতেছে দেখিয়া তাহার পার্শ্বে উপবেশন পূর্ব্বক স্নেহ-কোমল স্বরে ডাকিলেন "বাছা" !

সন্ন্যাসিনীর সুমধুর কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র সুহাস উঠিয়া বসিল,—তাঁহাকে প্রণাম করিয়া করযোড়ে কহিল—"মা, মা, মা গো! আমি বড় অভাগিনী, কেন আমায় রক্ষা ক'ল্লেন মা ?"

সন্ন্যাসিনী তাঁহার হস্তখানি সুহাসের মস্তকে স্থাপন পূর্ব্বক কোমল স্বরে কহিলেন,—"বাছা, কে কাকে রক্ষা ক'রতে পারে ? সেই সর্ব্বশক্তি-মান্ দয়াল ঠাকুরই তোমায় রক্ষা ক'রেছেন। তোমা দ্বারা তিনি জগতের কোন মঙ্গলসাধন ক'রবেন ব'লেই তোমায় রক্ষা ক'রেছেন। বাছা, কি দুঃখে তুমি আত্মহত্যা কচ্ছিলে ?"

সন্ন্যাসিনীর মুখপানে একবারমাত্র চাহিয়া সুহাস অন্যদিকে মুখ

ফিরাইয়া লইয়া ধীরভাবে কহিল—"মা, আমি মহাপাপী, আমার মরণে জগতের উপকার ভিন্ন অপকারের সম্ভাবনা ছিল না। যদি জীবন দান ক'রলেন, দয়া ক'রে দাসীকে শ্রীচরণে স্থান দিন। ব'লে দিন—কি ক'রলে আমার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়"। বলিয়া আকুলভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে সন্ন্যাসিনীর চরণে লুণ্ঠিত হইল।

দেবী সযত্নে তাহাকে বক্ষে তুলিয়া স্নেহ কোমল স্বরে কহিলেন "বাছা, তোমার প্রকৃত পরিচয় দাও—কেন তুমি আত্মহত্যায় উদ্যত হ'য়েছিলে, অকপটে বল।

সুহাস দেবীর নিকট আদ্যোপান্ত সমুদয় ঘটনা খুলিয়া বলিল। সন্ন্যাসিনী সমস্ত শ্রবণ করিয়া কহিলেন—"বাছা, সামান্য বুদ্ধির দোষে তুমি সকলি নষ্ট ক'রেছ, সেই পাপে এত সাজা পেলে। এখন তোমার অভিপ্রায় কি, বল।

সুহাস। মা ভগবতি! স্বামী আমায় ত্যাগ ক'রেছেন, আর সে সংসারে আমার স্থান নেই। তিনি হয় তো আর আমায় গ্রহণ ক'রবেন না। পিতৃ-গৃহেও আমার স্থান নেই। আমি নিরাশ্রয়, আমায় আপনার চরণে স্থান দিন।

বলিতে বলিতে সুহাস সন্ন্যাসিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। "এ কি! কথা কহিতে কহিতে ইনি এমন কাঠ হ'য়ে গেলেন কেন? কোন রোগ নেই ত?" সুহাস মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছে, এমন সময় দেবী কহিলেন—"বাছা! দেবতা তোমার প্রতি বিমুখ নহেন। কিন্তু সন্ন্যাস-ধর্ম্ম বড় কঠিন। তুমি কি সংসার সুখে জলাঞ্জলি দিতে পারবে—সাধ আকাঙ্ক্ষাকে একেবারে বিসর্জ্জন ক'রতে পারবে?"

সুহাস। আপনি আমায় যেমন উপদেশ দেবেন, আমি সেই রকম কায

কর্‌তে প্রাণপণে চেষ্টা ক'রবো। মা, আমার আর কোন সাধ আকাঙ্ক্ষা নেই। যিনি আমায় মহাবিপদ হ'তে রক্ষা ক'রেছেন, কেমন ক'রে তাঁকে ডাক্‌তে হয়, জানি না। আমি অন্ধ, আমায় পথ দেখিয়ে দিন।

সন্ন্যা। বাছা, তোমার কথা শুনে বড়ই সন্তুষ্ট হলেম। বুঝলেম—তুমি ঠাকুরের প্রিয়পাত্রী। আমার সঙ্গে এস, বলিয়া তিনি উঠিলেন। সুহাস তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

সদানন্দ ঠাকুরের শিষ্যা আনন্দময়ী দেবীর আশ্রয়ে সুহাস দেবারাধনায় নিযুক্ত হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মন্দার কথামত নিস্তার একখানি বাড়ী দেখিল। কিন্তু বাড়ী দেখিলে কি হইবে? আনন্দ যখন শুনিল—মন্দাকিনী অন্যত্র যাইতে মনস্থ করিয়াছেন, অমনি ছুটিয়া আসিয়া কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"দিদি, সত্যই কি তুমি এ বাড়ী ছেড়ে দেবে?" তাহার চক্ষে জল দেখা দিল—কণ্ঠ রোধ হইল, সে আর কিছুই বলিতে পারিল না।

তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়া মন্দার কোমল অন্তর ব্যথিত হইল, তিনি কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। নিস্তার দূরে দাঁড়াইয়াছিল, কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া কহিল—"কি ক'রবো দাদা, যে বাড়ীতে থাকলে গৃহস্থের মান ইজ্জত বজায় থাকে না, সে বাড়ীতে না থাকাই ভাল। তোমার মামা যে কাণ্ড ক'রেছেন, তাতে এ বাড়ীতে থাক্‌লে লোকে কত কি ব'লবে; তার চেয়ে আমাদের অন্যত্র যাওয়াই ভাল।

আনন্দ। মামা দোষ ক'রেছেন ব'লে দিদি আমায় ত্যাগ ক'রবে? তোমার পায়ে পড়ি দিদি, আমায় ছেড়ে যেও না। আরও কিছুদিন এখানে থাক।

আনন্দের কাতরতা দর্শনে মন্দার মন অস্থির হইল। তাঁহার চক্ষে জল আসিল। তিনি বস্ত্রাঞ্চলে অশ্রুজল মুছিতে মুছিতে কহিলেন—"ভাই, তুমিই বল, এ বাড়ীতে আমার থাকা কর্ত্তব্য কি না? তোমার মত গুণের ভাইকে ছেড়ে যেতে কি আমার প্রাণে ব্যথা লাগ্‌ছে না?"

আনন্দ। যদি ব্যথা লাগ্‌ছে, তবে যাচ্ছ কেন? তুমি যদি আমায়

একটুও স্নেহ ক'র্‌তে—ভালবাস্‌তে দিদি, তা হ'লে কি আমায় ছেড়ে অন্যত্র যেতে চাইতে? তুমি কি রাজুকে ছেড়ে কোথাও যেতে পার দিদি? আমিও রাজুর মত নয় কি? মামা তো তীর্থ-দর্শনে বেরিয়েছেন, আর কখন এ বাড়ীতে আসবেন না। তোমার পায়ে পড়ি দিদি—যদি কোন দোষ ক'রে থাকি, ছোট ভাই ব'লে আমায় ক্ষমা কর।

মন্দা। ভাই! চাঁদে কলঙ্ক আছে, কিন্তু তোমাতে কলঙ্ক নেই। আমার আপন ভাই যা না ক'রেছে, তুমি আমার জন্য তাই ক'রেছ! তোমার উপকার এ জীবনে ভুল্‌তে পারবো না।

আনন্দ কাঁদিয়া ফেলিল। বাষ্পরুদ্ধ স্বরে কহিল—"আচ্ছা, আচ্ছা বুঝেছি, যাও তুমি যেখানে খুসী! আর আমি তোমায় বারণ ক'রবো না। এই আমার শেষ দেখা দিদি? আর আমায় কখনও দেখ্‌তে পাবে না। আর কখনও পরকে এত আপন ভেবে ভালবাস্‌বো না।"

আনন্দ তথা হইতে প্রস্থান করিল। বাড়ী আসিয়া গৃহদ্বার রুদ্ধ করতঃ বালকের ন্যায় আকুল ভাবে কাঁদিতে লাগিল।

সে দিন অতীত হইল—মন্দাকিনী কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। কাত্যায়নী কহিলেন, "এ বাড়ীতে থাক্‌লে লোকে নিন্দা ক'চ্ছে—আরও ক'রবে। তার চেয়ে অন্যত্র গেলে আনন্দ গিয়ে দেখা ক'র্‌তে পারবে। আর বেশী দূরেও ত নয়—এক ঘণ্টার রাস্তাও নয়। আনন্দ দু'বেলা যেতে আস্‌তে পারবে।"

মন্দা। তা সে বুঝ্‌ছে কই? তার চোখে জল দেখে আমার প্রাণ বড় অস্থির হ'য়েছে। রোজ দুবার তিনবার ক'রে আস্‌তো; কাল থেকে একটীবারও আসে নি। আমায় দিদি বল্‌তে অজ্ঞান হয়—কত ভক্তি শ্রদ্ধা করে, অমন আপন ভাইও করে কি না সন্দেহ! তাকে কাঁদিয়ে গেলে কি ভাল হবে মা? সে যদি রাজী না হয়,

আমাকে আরও কিছুদিন এখানে থাক্‌তে হবে। তাকে বুঝিয়ে—তার মত নিয়ে অন্যত্র যেতে পারি। নিস্তার, আনন্দকে একবার ডাক্ না মা?

নিস্তার আনন্দকে ডাকিতেই সে কর্কশ কণ্ঠে কহিল—"যাও, এখন আমার সময় নেই।"

নিস্তার ফিরিয়া আসিয়া মন্দাকে কহিল—"সে আস্‌বে না"।

মন্দাকিনী বুঝিলেন, অভিমানে আত্মহারা হইয়াই আনন্দ আসিল না। তিনি রাজুকে পাঠাইয়া পুনরায় তাহাকে ডাকাইলেন। রাজু ছল ছল নয়নে ফিরিয়া আসিয়া কহিল—"মা, মামা আমায় বক্‌লে?—আমায় তাড়িয়ে দিলে?"

মন্দা। সেখানে আর কে আছে রাজু?

রাজু। কেউ নেই মা। একটা লোক ঘরে ঢুক্‌তে যাচ্ছিল, মামা তাকে আমার চেয়েও ব'কে চ'লে যেতে ব'ল্লে। সে লোকটা তখনি চলে গেল। হ্যাঁ মা, মামা এত রাগ ক'রেছে কেন?

রাজুর কথার কোন উত্তর না দিয়া, মন্দা নিস্তারকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন—"নিস্তার! একবার আসবে?"

নিস্তার। কোথায় যা'ব মা? তুমি বাহিরে যা'বে না কি?

মন্দা। না, বাহিরে যা'ব না। জানালা দিয়ে আনন্দকে ডাক্‌বো; আমি ডাক্‌লেই সে আস্‌বে।

"তবে চল" বলিয়া নিস্তার মন্দাকে লইয়া অগ্রসর হইল। মন্দা ঠাকুর দালানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি এই স্থান হইতে আখ্‌ড়া ঘরের জানালায় আঘাত করিতে লাগিলেন, একবার—দুইবার—তিনবার আঘাত করিতেই আনন্দ রুক্ষকণ্ঠে কহিল—"কে?"

মন্দা রাজুকে শিখাইয়া দিলে, রাজু কহিল—"মা।"

মন্দাকিনী পুনরায় জানালায় আঘাত করিয়া ডাকিলেন—"ভাই, একবার আসবে ?"

আনন্দ ভিতর হইতে কহিল—"কে, দিদি ? আমায় ডাক্‌ছো ?"

মন্দা। একবার এদিকে আস্‌বে ভাই ?

আনন্দ। তুমি যাও, আমি এখনি যাচ্ছি।

মন্দা। না, আমি এই দাঁড়িয়ে আছি, তুমি এস। লক্ষ্মী ভাই, আমার কথা অমান্য করো না।

আনন্দ কোন উত্তর করিল না।

নিস্তার একটু ভর্ৎসনার স্বরে মন্দাকে কহিল—"আস্‌বে এখন, তুমি বাড়ী চল।"

নিস্তারের কথা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই আনন্দ তথায় উপস্থিত হইল এবং মন্দাকে প্রণাম পূর্ব্বক পদধূলি লইয়া কহিল—"দিদি, আমায় ডাক্‌ছ কেন ?"

মন্দা। শুন্‌লেম—কাল থেকে তুমি না কি ভাল ক'রে খাও নি, আর আমার সঙ্গে দেখা পর্য্যন্ত ক'ল্লে না ?

আনন্দ। আমার শরীর ভাল নেই, সেই জন্য খেতে পারি নি দিদি। তুমি চ'লে যাবে শুনে আমার মন বড় খারাপ হ'য়ে গেছে—বড় দুঃখ হয়েছে—তাই আর দেখা করি নি। দিদি, সত্য ক'রে বল—তুমি যাবে কি না ?

মন্দা। তুমি এ রকম ক'র্‌লে কেমন ক'রে যাব ভাই ? তুমি যদি অমত কর—আমি কি যেতে পারি! কিন্তু ভাই, ভেবে দেখ—সধবা ভগ্নী কি চিরকালই ভাইয়ের কাছে থাকে, শ্বশুর বাড়ী কি যায় না ? সকলেরই ত ভগ্নী আছে, তারা কি সকল সময় ভাইয়ের কাছেই থাকে ?

আনন্দ। তা কি আমি জানি না, দিদি ? কিন্তু তুমি কি শ্বশুর

বাড়ী যাচ্ছ? তা যখন যাবে দিদি, আমি কত আহ্লাদ ক'রবো— নিজে গিয়ে তোমায় রেখে আস্‌বো। আমার দিদি শ্বশুর বাড়ী যাবে, এ কি আমার কম আহ্লাদের বিষয়! কিন্তু এখন তুমি কার কাছে যাচ্ছ? কে তোমায় দেখ্‌বে?

মন্দা। কেন, তুমি দেখ্‌বে। তুমি যাবে আস্‌বে, এক একদিন থাক্‌বে। ভাই, তোমার ভরসাতেই আমার সব। এখন তুমি অমত কচ্ছ, সেই জন্যই না—

আনন্দ। কেন অমত কচ্ছি, তা তুমি কি বুঝবে দিদি! যদি আর পনের কুড়ি দিন এখানে থাক, তা হ'লে কতকটা বুঝ্‌তে পারবে। তোমার পায়ে পড়ি দিদি, আর একটী মাস এখানে থাক। ভাল কথা,— এই পৌষ মাসেই বা আমার বাড়ী ছেড়ে দেবে কি করে? ও হোঃ হোঃ! ঠিক হয়েছে! যাও উঠে—আজ ২রা পৌষ হ'চ্ছে, যাও—বেশ।

বলিতে বলিতে আনন্দের মুখে পুনরায় হাসি ফুটিল। সে বুঝিল— পৌষ মাসে দিদি কখনই যাবেন না। 'দিদি চলে যাবেন' এই কথাটিই এতক্ষণ তাহাকে এরূপ নিরানন্দে রাখিয়াছিল, এক্ষণে দিদি নিশ্চয় আরও একমাস কাল বাধ্য হইয়া থাকিবেন জানিয়া আনন্দ অত্যন্ত আনন্দিত হইল।

মন্দা। পাগল, এতক্ষণে মুখে হাসি বেরিয়েছে! ঠাকুর তোমার সাধই পূর্ণ কর্‌লেন। কিন্তু নিস্তার যে তাদের পনের দিনের ভাড়া সাড়ে সাত টাকা দিয়ে এসেছে

আনন্দ পূর্ণানন্দে কহিল—"বেশ হয়েছে! সে টাকা আর তারা ফিরিয়ে দেবে না বোধ হয়? আচ্ছা দিদি! সে বাড়ীটার ঠিকানা আমায় ব'লে দাও। আমি আজ বৈকালে গিয়ে তাদের বুঝিয়ে পারি ত টাকা কয়টা ফেরত আনবার চেষ্টা ক'রবো। এস রাজু, আমার

সঙ্গে। দিদি, তবে তুমি যাও—আর ত যেতে পাচ্ছ না? ভাগ্যে পৌষ মাস এসেছিল!

মন্দা। তবে আমি চল্লুম। একটু পরে তুমি যেও একবার। কাল থেকে ভাল করে খাও নি—তরুর কাছে শুনে বড় মন কেমন কর্‌ছিল কিছু জল খাবার খাবে।

"দিদি, আমি আর একটু ঘুরে যাচ্ছি। দু'দিনের খাবার একদিনেই খাব" বলিয়া হাসিতে হাসিতে আনন্দ তথা হইতে প্রস্থান করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পুত্রশোকাতুরা কাত্যায়নী দেবীকে অধিক দিন পরগৃহে থাকিতে হইল না। হঠাৎ উদরাময় রোগে আক্রান্ত হইয়া বৃদ্ধা সকল শোক দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। মৃত্যুকালে তিনি সুবর্ণকে মন্দার হস্তে সমর্পণ করিয়া গেলেন। মন্দাকিনী অশ্রুসিক্ত বদনে কহিলেন "মা! যতদিন এ দেহে প্রাণ থাক্‌বে, সুবর্ণকে লালন পালন করবো—সৎপাত্রে সুবর্ণের বিবাহ দিব।"

কাত্যায়নী কহিলেন, "মা! আমি আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি, শীঘ্রই তোমার সুদিন হবে, আবার সকলি পাবে। আমি মেয়ে জামাইকে ঘরবাসী দেখে যেতে পার্‌লেম না, এই বড় দুঃখ রইল। দেখিস্ মা, আমার আশীর্ব্বাদ কখনও মিথ্যা হবে না! জানি মা, সুবর্ণকে তুমি আপন সন্তানের ন্যায় স্নেহ যত্ন কর—প্রাণাপেক্ষা ভালবাস। তাই মৃত্যুকালেও আমি নিশ্চিন্ত মনে চল্লুম—আমার কোন ভাবনা নেই।"

সুবর্ণ অধিকাংশ সময় মন্দার নিকটে থাকিলেও কাত্যায়নী দেবীর মৃত্যুর পর কয়েক দিন বড় বিমর্ষ ভাবে কাটাইল। বালিকা এক এক সময়ে মন্দাকে জড়াইয়া ধরিয়া মৃতা ঠাকুরমাতার জন্য কাঁদিত, কিন্তু মন্দার স্নেহমাখা বচনে তাহা ভুলিয়া যাইত। সে বড় কাহারও সহিত মিশিত না—কাহারও বাটীতে যাইত না, সদা সর্ব্বদা মন্দার কাছে কাছেই থাকিত। মন্দা যখন রন্ধন করিতেন, সুবর্ণ তখন রন্ধন গৃহের দ্বারে বসিয়া পুতুল লইয়া খেলা করিত। আবার কখনও বা খেলা ছাড়িয়া তাহার ছোট কাপড়খানি কোমরে জড়াইয়া—"মা আমি রান্না শিখ্‌বো"

বলিয়া মন্দার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইত। মন্দা তাহাকে মিষ্ট কথায় ভুলাইতেন অথবা ছোট খাট কোন একটা কার্য্যের ভার অর্পণ করিতেন। বালিকা অতি আনন্দের সহিত তাহা সম্পাদন করিত।

রাজু যখন পড়িত, সুবর্ণ তাহার পার্শ্বে বসিয়া পড়িত—লিখিত। রাজুর পড়া শেষ হইলে বালিকা তাহার পুস্তকগুলি সযত্নে গুছাইয়া তুলিয়া রাখিত। সুবর্ণ রূপে গুণে যথার্থই সুবর্ণ। তাহার সুন্দর মুখ খানি দেখিলে—সেই মুখের মধুর কথা শুনিলে—হাসি দেখিলে পথের লোকেও তাহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিত না। সেই ক্ষুদ্র মস্তকখানি নাড়িয়া—মিস্‌মিসে কাল কোঁকড়ান চুলগুলি দুলাইয়া বালিকা যখন ছুটাছুটি করিত, নিমেষ-শূন্য নয়নে মন্দাকিনী তাহা চাহিয়া দেখিতেন। সন্ধ্যার সময় তিনি যখন কৃষ্ণের শত নাম পাঠ করিতেন, সে তখন তাঁহার মৃদু স্বরে আপন মিহি সুর মিলাইয়া তাঁহার সহিত একতানে শত নাম পাঠ করিত।

কখনও বা মন্দার আদেশে বালিকা একাকিনীই "জয় জয় কৃষ্ণ চন্দ্র" ইত্যাদি বলিত। তাহার সেই বীণা-বিনিন্দিত কণ্ঠে মধুর হরিনাম শুনিতে শুনিতে মন্দাকিনীর চক্ষুদ্বয় অশ্রুজলে ভাসিয়া যাইত—মন প্রাণ ভক্তিরসে ভরিয়া উঠিত। তিনি তখন ভাবে বিভোর হইয়া পড়িতেন—জগৎ-সংসার ভুলিয়া যাইতেন।

রাজু অপেক্ষা সুবর্ণই মন্দার নিকট অধিকক্ষণ থাকিত। যতক্ষণ থাকিত, ততক্ষণ নানারূপ প্রশ্নে তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিত। কিন্তু তিনি কখনও বিরক্ত হইতেন না, একে একে প্রশ্নগুলির সদুত্তর প্রদান করিতেন। সপ্তম-বর্ষীয়া বালিকার অদ্ভুত প্রশ্ন সকল শুনিয়া তিনি যারপর নাই বিস্মিতা হইতেন। ভাবিতেন—"এ মেয়ে সামান্য নয়।"

মন্দাকিনী পূর্ব্বের ন্যায় কার্য্য করিতে লাগিলেন। তবে ৺পূজার

পূর্ব্বে যেমন চলিয়াছিল, কার্য্য করিয়া উঠিতে সময় পাইতেন না—কিছুমাত্র অবকাশ ছিল না, এখন তেমন নহে। যাহা কিছু আয় হইত, বুদ্ধিমতী তদ্‌দ্বারায় অনায়াসে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন, কাহারও কোনরূপ সাহায্য লইতেন না। এজন্য শম্ভুর মা ও কানাইয়ের পিসী তাঁহাকে নানারূপ বিদ্রূপ করিত।

সংসারে যেমন ভাল আছে, তেমন মন্দও আছে। ভাল-মন্দ—সৎ-অসৎ লইয়াই সংসার। এক প্রকৃতির লোক আছে, তাহারা কাহারও ভাল দেখিতে পারে না। ভালর নাম শুনিলেই যেন তাহাদের অঙ্গে বিষ ছড়াইয়া যায়। তাহারা সেই ভালকে লোক-সমাজে মন্দ বলিয়া প্রমাণ করিতে বহু চেষ্টা—বহু পরিশ্রম করিয়া থাকে। কাহারও উন্নতির কথা শুনিলে তাহাদের অন্তর ঈর্ষ্যানলে নিরন্তর পুড়িতে থাকে।

আবার ভাল লোক,—যাঁহারা পরের মন্দ শুনিলেই দুঃখিত হন; পরের ভাল দেখিলেই তাঁহারা হৃদয়ে শান্তিলাভ করেন। তাঁহারা সকলকেই শান্ত সুস্থ দেখিতে চাহেন।

মন্দাকিনীর কুৎসা রটনা করিয়া শম্ভুর মা ও কানা'য়ের পিসী যেমন আনন্দ লাভ করিয়া থাকে, তেমনই সৌদামিনী, সরোজিনী, শারদা, বরদা, সুখদা, মোক্ষদা, পাঁচুর পিসী, গোপালের মা প্রভৃতি যুবতী ও গৃহিণীগণ তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিতে অজ্ঞান হইয়া পড়েন। শতমুখে তাঁহার সচ্চরিত্রতার প্রমাণ করিয়া থাকেন। মন্দার কুৎসা বা নিন্দা শুনিলে তাঁহারা ক্রোধে আত্মহারা হন—এক মুখে শত মুখ হইয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে থাকেন। মন্দা কিন্তু এসব কথায় কাণ দিতেন না; নিজের প্রশংসা শুনিতে তিনি ভাল বাসিতেন না; এমন কি যেখানে এ সব কথার আলোচনা হইত, সেখানে তিনি আদৌ যাইতেন না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আসুন—আসুন—ভিতরে আসুন। হরি হে, কৃপাসিন্ধু! আজ আমার বড় সুদিন—বড় সুদিন! বৃন্দাবনেশ্বর শ্যামসুন্দর রাধারমণের অসীম কৃপা! সেই পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ভক্তবৎসল, ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাকেন। আপনি তাঁর সেবাদাসী! ইচ্ছা হচ্ছে, আপনার ঐ রাজীব চরণে লুটিয়ে প'ড়ে থাকি।

সন্ন্যাসিনীবেশে এক কোন ভিখারিণী যুবতীকে দেখিয়া, জনৈক বৃদ্ধ এই কথাগুলি বলিলে, ভিখারিণী কহিল—"বাবা! আমায় এক মুষ্টি ভিক্ষা দাও, ভিতরে যেতে পারবো না। শ্যামসুন্দরজীউ তোমার মঙ্গল ক'রবেন। আমি অতি হেয়—তাঁর দাসী হবো, এমন কি সৌভাগ্য আমার?"

বৃদ্ধ যুবতীর মুখপানে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কিঞ্চিৎ ক্রন্দনের সুরে কহিল "আমার এমন কি সৌভাগ্য যে, আপনার ন্যায় পুণ্যশালিনী শ্যামসোহাগিনীর পদধূলি পড়িয়া আমার এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কুটীরখানি পবিত্র হবে? দয়াময়ী—আমি মহাপাপী, সামান্য মুষ্টি ভিক্ষা নিয়ে চ'লে যাবেন না, আজ আমার গৃহে আতিথ্য-স্বীকার ক'রতে হবে। আমি আপনার সেবা ক'রে মানব-জীবন সার্থক ক'রবো। আপনার মুখ নিঃসৃত মধুর হরিকথা শুনে আজ আমার মন প্রাণ শীতল ক'রব।

ভিখা। বাবা, আমি অতি হেয়, ভক্তিহীনা, কিছুই জানি না। কাহারও গৃহে প্রবেশ করা আমার দেবীর নিষেধ। তাঁর আদেশ

অমান্য ক'রতে পারি না। মুষ্টিমাত্র ভিক্ষা দাও, চলে যাই। আমি আর হেথায় দাঁড়াতে পারি না।

বহু সাধ্য-সাধনায়ও যুবতী যখন গৃহে প্রবেশ করিল না, তখন অগত্যা কিছু চাউল, কলা, ঘৃত লইয়া বৃদ্ধ আসিয়া গদগদ ভাবে কহিল—"চলুন, আমি আপনার আশ্রমে এ সব পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি।"

ভিখা। বাবা, আমার এত দ্রব্যে প্রয়োজন নাই।

বৃদ্ধ। প্রয়োজন নাই! কেন? ওহো, বুঝেছি, আমার ন্যায় পাতকীর হাত হ'তে নিতে আপনি কুণ্ঠিতা হচ্ছেন।

ভিখা। তুমি আমায় এক মুষ্টি ভিক্ষা দাও, তাই আমার যথেষ্ট, তার বেশী চাই না।

ভিখারিণী মুষ্টিমেয় ভিক্ষা পাইয়া প্রস্থানোদ্যত হইলে বৃদ্ধ ক্ষুণ্ণ-মনে কহিল—"যদি এই সামান্য ভিক্ষা নিয়ে চলে যান, তবে আমার অতিথি-সৎকার হলো কই? অন্ততঃ এই বস্ত্রখানি লউন।

বলিতে বলিতে বৃদ্ধ একখানি বস্ত্র লইয়া ভিখারিণীর সম্মুখে ধরিল। ভিখারিণী কহিল—"না বাবা, আমার এ কাপড়ে দরকার নাই। তুমি বরং ইহা অন্য কোন দীন-দুঃখীকে দিও, তোমার মহাপুণ্য হবে।"

ভিখারিণী আর তথায় অপেক্ষা করিল না, ধীরপদ-বিক্ষেপে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

বৃদ্ধ পলকশূন্য নয়নে যুবতীর প্রতি চাহিয়া থাকিয়া আপন মনে বলিতে লাগিল—"আঃ শালী আমার কি সর্ব্বস্বত্যাগী গো! আচ্ছা আমি কি এতই বুড়ো হ'য়ে পড়েছি, যে—ছুঁড়ী আমায় মোটেই পছন্দ ক'রলে না। প্রাণটা যে একেবারে কেড়ে নিয়ে গেল গো। আচ্ছা বাবা, দেখি, "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন"। আন্দে হারামজাদা

গুখোর বেটাকে ফাঁকি দিয়ে যে ক'হাজার টাকা জমিয়েছিলুন, খরচ পত্র হ'য়ে শেষ যে হাজার তিনেকে ঠেকেছে, মনে ক'রেছিলুম—এগুলো আর খরচ ক'রবো না ; কিন্তু এখন দেখছি, তাও এই ছুঁড়ীর পাল্লায় প'ড়ে সব যায়। তা—যায় যা'ক, আগে সন্ধানটা তো নিতে হবে। মুষ্টি ভিক্ষা দাও—কাপড়খানা কাঙ্গাল গরীবকে দাও—ও তো মুখের বুলি, কিন্তু অন্তরে অন্তরে কত কি আছে, তা কে ব'লতে পারে! এখানে সেখানে অনেক দেখলেম, দেখে দেখে প্রায় বুড়ো হ'তে চ'ল্লুম, এ্যাঃ থুড়ি—থুড়ি,—চোখ প'চে গেল—কিন্তু এমন তো দেখলুম না যে, কোন রূপসী যুবতী মনের দুঃখে সন্ন্যাসিনী হ'য়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরছে। এর ভিতর রূপের প্যাঁচ আছে বাবা! ঘুরছে—তার কারণ আছে, কথায় বলে—

"মনের মতন নাগর পেলে যতন করি তায়।"

আচ্ছা বাবা, আমি চেহারায় মনের মতন না হ'তে পারি, আমার টাকা আছে। যাই একবার পিছু পিছু গিয়ে দূর থেকে আজ কেবল বাড়ীটা দেখে আসি। তারপর যা হয় একটা ব্যবস্থা করা যাবে।

"শুভস্য শীঘ্রং বিলম্বেন কার্য্যহানিঃ।" দুর্গা ব'লে বেরিয়ে পড়া যা'ক।

এইরূপ চিন্তা করিয়া বৃদ্ধ সন্ন্যাসিনীর অনুসন্ধানে বাহির হইল।

পাঠক পাঠিকাগণ এই বৃদ্ধকে চিনিয়াছেন কি? ইনি আমাদের আনন্দের মাতুল সেই—হরেকৃষ্ণ—তীর্থ-পর্য্যটনে বাহির হইয়া এক্ষণে বৃন্দাবনে অবস্থান করিতেছেন। সন্ন্যাসিনী আর কেহই নয়—সুহাসিনী। আনন্দময়ীর আদেশে সুহাসিনীও আজ বৃন্দাবনবাসিনী হইয়া দেব-সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। গুরুর উপদেশ মত প্রতিদিন তাঁহাকে একবার করিয়া নিজের উদরান্নের জন্য ভিক্ষায় বাহির হইতে হইত। তাই আজ ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি হরেকৃষ্ণের আশ্রমে গিয়া পড়িয়াছিলেন।

নরাধম হরেকৃষ্ণ তাহাকে মুষ্টিভিক্ষায় বিদায় দিয়া, মনে মনে ঐরূপ

কু-চিন্তা করিয়া তাহার পশ্চাদনুসরণ করিল। দূর হইতে তাহার কুটীরখানি ভাল করিয়া দেখিয়া লইল।

বৃদ্ধ সুহাসের কুটীরখানি দেখিয়া ফিরিতেছে, এমন সময় বৃক্ষান্তরালে লুকায়িত একটী যুবক দ্রুতপদে বাহির হইয়া আসিয়া তাহার পৃষ্ঠোপরি হস্ত প্রদান পূর্ব্বক কহিল—"কি দাদা, এদিকে যে?"

চমকিত ভাবে বৃদ্ধ যুবকের মুখপানে চাহিয়া হর্ষোৎফুল্ল বদনে কহিল—"আরে বিনোদ যে! আমি তোমারই—"

মৃদু হাস্য সহকারে বিনোদ কহিল—"আমি কি কর্‌বো দাদা, ও বড় শক্ত মেয়ে—ওকে বাগানো তোমার আমার কায নয়।"

বৃদ্ধ। আরে! তুমি গুণ্‌তে টুন্‌তে জান না কি? মনের কথা টেনে বল্লে যে! আচ্ছা, ছুঁড়ীকে তুমি দেখেছ?

বিনোদ। বহুদিন হ'তেই দেখে আস্‌ছি, এই তো আবার দেখ্‌লেম। ঐ ছুঁড়ীই তো কামিনী-দিদিকে মেরে ধ'রে, আমায় কলা দেখিয়ে পালিয়ে এল। কিন্তু যা'বে কোথায়? আমার হাত থেকে যাওয়া বড় শক্ত কথা। চল দাদা, আমার বাসায়—কামিনী-দিদিকে সু-খবরটা দিই গে। সকলে মিলে একটা পরামর্শ করি গে চল। ছুঁড়ী আমায় বড় নিরাশ করেছিল, তার প্রতিফল তোমাদ্বারায় দেবো। তুমি তো ম'জেছ, তোমার আশাটা এবার পূর্ণ করে দেবোই দেবো।

বৃদ্ধ অত্যন্ত আপ্যায়িত হইয়া কহিল—"বেঁচে থাক দাদা আমার! এখন তুমিই আমার ভবের কাণ্ডারী! ছুঁড়ীটাকে দেখে অবধি মরমে ম'রে আছি দাদা! তুমি ভিন্ন আর গতি নেই। চল—কেউ আবার না শোনে।" বলিতে বলিতে উভয়ে দ্রুতপদে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পাপীর পাপতৃষ্ণা সহজে নিবারণ হয় না। মহাপাপী বিনোদের পাপতৃষ্ণা নিবারণ না হওয়ায় ক্ষোভের সীমা পরিসীমা রহিল না। সে তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য সততই প্রস্তুত ছিল, কিন্তু পরে তারাসুন্দরীকে পাইয়া পূর্ব্বের কথাগুলি একরূপ ভুলিয়া গিয়াছিল। হঠাৎ বৃন্দাবনে সন্ন্যাসিনীবেশে সুহাসিনীকে দেখিয়া—তাঁহার অলোক-সামান্য রূপরাশি অবলোকন করিয়া পাপীর মনে পূর্ব্বভাব জাগিয়া উঠিল। এতদিন যাহা ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া আসিতেছিল, এক্ষণে তাহা পুনরায় প্রবল বেগে জ্বলিয়া উঠিল। দুইটী মহাপাপী মিলিত হইয়া দৃঢ় সঙ্কল্প পূর্ব্বক সুহাসের সর্ব্বনাশ সাধনে অগ্রসর হইল। কিরূপে তাহাদের পাপ-পিপাসা পূর্ণ করিবে, তাহারই সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল।

সুযোগের অভাব আদৌ ছিল না। দু'একদিন অনুসন্ধানের ফলেই তাহারা জানিতে পারিল যে, সন্ন্যাসিনী কুটীরে একাকিনী অবস্থান করে। এ তো মহা সুযোগ। এ হইতে সুযোগ আর কি হইতে পারে!

একাকিনী অসহায়া রমণীকে রাত্রিকালে আক্রমণ পূর্ব্বক কার্য্যসিদ্ধি করা তেমন কষ্টকর নহে। এইরূপ চিন্তা করিয়া পিশাচদ্বয় হঠাৎ একদিন নীরব নিস্তব্ধ রজনীতে সুহাসকে আক্রমণ করিল এবং বস্ত্র দ্বারা তাহার হাত মুখ দৃঢ়ভাবে বন্ধন করিয়া, পরে তাহাকে স্থানান্তরে লইয়া চলিল।

অসহায় সুহাস সেই অবস্থায় মুহূর্ত্তের জন্যও প্রতিকারের উপায় চিন্তা করিবার অবসর পাইল না। পিশাচেরা তাহার মুখ এমন দৃঢ়ভাবে বান্ধিয়াছিল যে, তাহার শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া চৈতন্য লোপ হইল। তাহার পর পিশাচদ্বয় তাহাকে লইয়া অভীষ্ট স্থানে উপস্থিত হইল।

সুহাসের এতাদৃশ অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া হরেকৃষ্ণ কহিল—"এ কি হে ভায়া, ম'রে গেল না কি? তাই ত বাবা, এমন ক'রে নাকমুখ বেঁধেছ?"

বিনোদ। তাই ত দাদা, শালী আবার ম'রে গেল না কি? মুখের কাপড়টা না হয় খুলে দি। হাত দুখানা বাঁধা থাক্‌লেই যথেষ্ট। কি বল?

বৃদ্ধ। তাই কর, ভায়া তাই কর।

বিনোদ সুহাসের মুখ-বন্ধন খুলিয়া দিল। পরে একটী বোতল বাহির করিয়া হরেকৃষ্ণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল "এসো দাদা, একটু তাজা হওয়া যাক! আর কোন্ বেটাকে ভয়? এ ভূতের বাড়ীর ত্রিসীমায় কোন শালা আস্‌বে না। আর ভয় কি? যতই চীৎকার করুক না, কোন বেটাই শুন্‌তে পাবে না। বাবা, কি ফাঁকিটাই না দিয়েছিল শালী।"

বৃদ্ধ। তাই তো দাদা, ছুঁড়ীটা নড়ে না যে? আর এ যায়গাটাও তেমন নিরাপদ নয়, শুনেছি—অপদেবতা থাকে? রাম রাম!

বিনোদ। ভয় কি, অপদেবতায় তোমার ঘাড় ভাঙ্গবে না। নাও, দু'চার গ্লাস টেনে নাও,—সব দেবতা ভয়ে পালাবে বাবা, তোমার কোন ভাবনা নেই, ছুঁড়ী মরে নি—ভয়ে অমন হয়েছে? এখনই ওর জ্ঞান হবে। ভয় নেই মরে নি; নাও।

এই বলিয়া বিনোদ মদ্যপূর্ণ একটী গ্লাস বৃদ্ধের সম্মুখে রাখিল। পরে

তাহারা উভয়ে উপর্য্যুপরি কয়েক গ্লাস পান করিল। বৃদ্ধ ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া কিছু ভীতভাবে কহিল—"এ যায়গাটায় না এলেই ভাল হ'তো ভায়া, গাটা কেমন ছম্‌ছম্ ক'চ্ছে হে! রাম, রাম, রাম, দুর্গা দুর্গা।"

উচ্চ হাসি হাসিয়া বিনোদ কহিল—"শুধু কি একটা দুটো ভূত আছে দাদা—এক এক পাল! ঐ শোন—ঐ বোঁ বোঁ শব্দ হচ্ছে, শুন্‌তে পাচ্ছ তো! নাও—আর এক গ্লাস টেনে নাও। তারপর—ছুঁড়ীকে এইখানে রেখেই যাওয়া যাবে।"

নিকটস্থ বৃক্ষগুলির শাখাপত্র ভেদ করিয়া ক্ষীণ চন্দ্রালোক পতিত হওয়ায় কেমন ভীতিজনক দেখাইতেছিল, বৃদ্ধ তাহা দেখিল—অঙ্গুলী নির্দ্দেশে বিনোদকে দেখাইয়া দিল। পরে ভীতিপূর্ণ স্বরে কহিল—"ভায়া আজ বুঝি প্রাণটা যায়। রাম, রাম, রাম, দুর্গা—দুর্গা।"

ধমক দিয়া বিনোদ কহিল—"কি কচ্ছো ছাই, আচ্ছা লোক তো? জ্যোৎস্না প'ড়ে অমনি হ'য়েছে দেখ্‌ছো না? রাম, রাম, দুর্গা দুর্গা—একেবারে আঁৎকে উঠলে? যে কাযে এসেছ, শেষ ক'রে যাও। ঐ ছুঁড়ীর জ্ঞান হয়েছে বোধ হয়।"

সত্য সত্যই সুহাসের তখন জ্ঞান হইয়াছিল। বিনোদের কথা শুনিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। সে তখন উঠিয়া বসিল। তাহাকে বসিতে দেখিয়া বিনোদ বৃদ্ধকে লক্ষ্য করিয়া কহিল—"দেখ দেখি, তোমার জন্ম সেবারে সব মাটি হলো—এবারও হ'তে চলো! 'বিলম্বেন কার্য্যহানিঃ।' আর বিলম্ব নয়। এস, এই বেলা কাপড়খানা খুলে নি।"

এই বলিতে বলিতে বিনোদ সুহাসের কাপড় ধরিয়া টানিতে লাগিল। সুহাস দৃঢ়ভাবে সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া ক্রোধপূর্ণস্বরে কহিল—"সাবধান নরাধম! আমার অঙ্গ স্পর্শ করিস্ নে।"

বিনোদ সবলে সুহাসের বস্ত্র আকর্ষণ পূর্ব্বক কর্কশ কণ্ঠে কহিল—

"আরে রেখে দে তোর সতীপনা, সেবার বড় ফাঁকি দিয়েছিলি এবার তোর বাবাও তোকে রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌বে না।"

সুহাস। আরে মূর্খ! সেবারে যিনি আমায় রক্ষা ক'রেছিলেন, এবারে তিনিই আমায় রক্ষা কর্‌বেন। যদি আমি সতী হই, এর প্রতিফল তোরা পাবিই পাবি। ছাড়্, ছাড়্—কে আছ রক্ষা কর।

বিনোদ। ধর না হে, ভ্যাবা গঙ্গারাম হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে কি হবে! রক্ষা কর—তোর বাবা আস্‌বে এখানে তোকে রক্ষা ক'র্‌তে আজ জোর ক'রে তোর সর্ব্বনাশ ক'রবো—তবে আমার মনের দুঃখ যাবে।

এই বলিয়া সে সুহাসের বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া টানাটানি করিতেছে, এমন সময় হরেকৃষ্ণ হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল—"বিনোদ বিনোদ, আমায় কিসে কামড়ালে! ওরে বাপরে! গেছি—গেছি—ভয়ানক গোখ্‌রো সাপ!

মদমত্ত কামান্ধ বিনোদের কর্ণে কথাটা পৌঁছিল না। সে তখন বিদ্রূপের উচ্চ হাসি হাসিতে হাসিতে অবলা যুবতীর প্রতি যেমন বল প্রকাশে উদ্যত হইল, অমনি ভীষণ হুঙ্কারে দিগ্‌বিদিক্ কম্পিত করিয়া, দীর্ঘ ত্রিশূল হস্তে এক সন্ন্যাসিনী তথায় উপস্থিত হইয়া, অবলীলাক্রমে বিনোদকে দূরে সরাইয়া দিলেন। তাঁহার সেই ভীষণ মূর্ত্তি দর্শনে পাপী বিনোদ চৈতন্য হারাইয়া তথায় পড়িয়া রহিল। সুহাস ইতি পূর্ব্বেই মূর্চ্ছিত হইয়াছিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

জ্ঞান হইলে সুহাস বুঝিল—সে যেন কাহার ক্রোড়ে শুইয়া আছে। অমনি সে নয়ন উন্মীলন পূর্ব্বক যাহা দেখিল, তাহাতে আনন্দে তাহার অন্তর ভরিয়া গেল, সে কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল,—"মা, মা! আমায় রক্ষা করুন—রক্ষা করুন।"

দেবী কহিলেন—"বাছা, ঈশ্বর তোমায় রক্ষা ক'রেছেন—ভয় নাই। তাঁর বিচার অতি সূক্ষ্ম। তিনি দর্পহারী, দর্পীর দর্প চূর্ণ করেন।—পাপীর সাজা পুণ্যের পুরস্কার দিয়ে থাকেন। দুর্জ্জয়!"

দুর্জ্জয়। দেবি, আদেশ করুন!

দেবী। কিছু আশা পাচ্ছ কি?

দুর্জ্জয়। কিছুমাত্র আশা নাই—মৃত্যু অনিবার্য্য। কিছুতেই বাঁচতে পারে না।

দেবী। প্রভুর সিদ্ধিকুণ্ড এনেছ কি? বোধ হয় নয়।

দুর্জ্জয়। দেবীর অনুমান মিথ্যা নয়। সিদ্ধিকুণ্ড আশ্রমে আছে; কিন্তু অনেকটা দূর।

দেবী। আলো নিয়ে একবার দেখো, সেই গাছ গাছড়াগুলি পাওয়া যায় কি না।

দুর্জ্জয় তথা হইতে প্রস্থান করিল।

দেবী। বাছা, উহাকে যে সর্পে দংশন করিয়াছে, তাহা অপেক্ষা উহারা হিংস্র। সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর অবশ্যই উহাদের সাজা দেবেন।

একজন সর্প বিষে জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছে, অপরকে আমিই সাজা দেব! বলিতে বলিতে বিনোদ যে স্থানে পড়িয়াছিল, সেই দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কিছু বিস্মিতভাবে কহিলেন—"সে কোথায় গেল?"

সুহাস। দেবি! সে অতি নরাধম। তার মত ধূর্ত্ত পাপিষ্ঠ জগতে কয়জন আছে জানি না। সে পালিয়েছে। না জানি, আবার কার সর্ব্বনাশ ক'র্‌বে! দেবি! তাকে এমন সাজা দিন, যাতে সে আর কখনও সতীর সর্ব্বনাশে উদ্যত হ'তে না পারে। কিন্তু আর কি ক'রে সাজা দিবেন, সে ত পালিয়েছে।

সুহাসের কথা শুনিয়া মৃদু হাস্য সহকারে আনন্দময়ী কহিলেন—"বাছা, একদিন তুমি আমায় আমার গুরুদেবের ক্ষমতার কথা জিজ্ঞাসা ক'রেছিলে, তোমায় আমি ব'লেছিলেম—সময়ে সে পরিচয় আপনি জান্‌তে পার্‌বে। আজ তোমায় তাঁহার একটু পরিচয় দেব। সে পালিয়েছে সত্য, কিন্তু এখনও অধিক দূর যাইতে পারে নাই। আমি মন্ত্রবলে তাকে অন্ধ ক'রে পুনরায় এইস্থানে আস্‌তে বাধ্য ক'রবো। ইহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট শাস্তি। আজ হ'তে এই অন্ধত্বই তা'র সাজা। ধর্ম্মপথে চ'ল্লে—ধর্ম্ম কর্ম্মে মন দিলে তার অন্ধত্ব দূর হবে। দুর্জ্জয়! পেয়েছ কি?"

দুর্জ্জয়। কোথাও পেলেম না। এ কি! সে কোথায় গেল দেবি?

দেবী। সে পলায়ন করেছে। তাকে এই স্থানে আন্‌তে হবে।

দুর্জ্জয়। মন্ত্রবলে আনবেন, না আমাকে পাপাত্মার অন্বেষণে যেতে হ'বে?

দেবী। না, তুমি ইহাকে দেখ। আমি এই কার্য্যটী শেষ ক'রে এসে তোমার সাহায্য ক'রবো।

এই বলিয়া আনন্দময়ী তথা হইতে চলিয়া গেলেন। কিছুকাল

পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন—"সে উত্তর দিকে গেছে।" পরে দুর্জ্জয়কে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "দুর্জ্জয়, কেমন দেখ্‌ছ?"

দুর্জ্জয়। কিছুমাত্র আশা নাই। আপনি দেখুন, আমার সাধ্য নাই।

দেবী বৃদ্ধ হরেকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও পাপীর চৈতন্য সম্পাদনে সমর্থ হইলেন না। ক্রমে তাহার সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হইয়া আসিল। দেবী আপন মনে কহিলেন—"কোন উপায় নাই।" মনে মনে হরেকৃষ্ণ সম্বন্ধে নিরাশ হইলেও পূর্ব্বের ন্যায় তাহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।

ঠিক সেই সময়ে দূরে একটী মনুষ্যমূর্ত্তি দেখিয়া সুহাস কহিল—"দেবি! ঐ দেখুন, বুঝি সে আস্‌ছে।"

পথহারা পথিকের ন্যায় ছুটিতে ছুটিতে মুহূর্ত্ত মধ্যে বিনোদ তথায় উপস্থিত হইল। দেবীর ইঙ্গিত অনুসারে দুর্জ্জয় বজ্র কঠোর রবে আদেশ করিল—"দাঁড়া, স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাক্।"

বিনোদ অতি কাতরভাবে কহিল—"রক্ষা কর—দোহাই তোমাদের—আমায় রক্ষা কর—চোখ জলে গেল—আমি কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছি না।"

দুর্জ্জয়। দুরাত্মা, এই রকম অন্ধ হ'য়ে তোকে চিরজীবন থাক্‌তে হবে।

বিনোদ। দোহাই তোমাদের—আমায় অন্য সাজা দাও।

এবার দেবী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি সাজা তুমি চাও?"

বিনোদ। এ ভিন্ন আর যা হয় দিন।

দেবী। বেশ, চোখ চাও, কি দেখ্‌ছ?

বিনোদ। কেবল ধোঁয়া—অন্ধকার।

দেবী। ভাল ক'রে দেখ।

বিনোদ। আরও অন্ধকার—অতি ভয়ানক অন্ধকার

দেবী। এইরূপ অন্ধকারেই তোমায় থাক্‌তে হবে

বিনোদ অতি কাতরতার সহিত কহিল—"দোহাই—দোহাই আপনাদের! এবার আমায় ক্ষমা করুন"।

দেবী। ক্ষমা! আচ্ছা সত্য ক'রে বল—এ পর্য্যন্ত কতগুলি অবলার সর্ব্বনাশ করেছ?

ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বিনোদ কহিল—"পনের জন।"

দেবী অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে কহিলেন—"পাষণ্ড! এতগুলি রমণীর ইহকাল পরকাল নষ্ট ক'রে—তাদের পথের ভিখারিণী ক'রেছিস্, এখন কি না তুই বিপদে প'ড়ে ক্ষমা চাচ্ছিস্। সত্য করে বল্—সম্মতিতে বা অসম্মতিতে কতগুলি রমণীর ধর্ম্ম নষ্ট ক'রেছিস?

বিনোদ। সকলেরই সম্মতি ছিল।

দেবী। মিথ্যা কথা! কথনই না। সত্য বল্, নচেৎ চিরজীবন এমনি অন্ধ হ'য়েই থাক্‌তে হবে।

বিনোদ একান্ত ভীতভাবে কহিল—"ছয় জন স্বেচ্ছায় আর নয়জন অস্বেচ্ছায়—

দেবী কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান পূর্ব্বক বিনোদকে বাধা দিয়া কহিলেন—"আর শুনতে চাই না, যথেষ্ট হয়েছে। ওঃ ভগবান্! আচ্ছা, এখন বল্, কয়জন তোর হাত থেকে সম্প্রতি রক্ষা পেয়েছে—"

বিনোদ। দু'জন মাত্র।

দেবী। তা'দের নাম বল্।

বিনোদ। এই তো একজন; আর একজন আমাদের নৈহাটির হরিশ চাটুয্যের মেয়ে—মন্দাকিনী। সে ঐ বুড়োর বাড়ী ভাড়াটে ছিল, বুড়োই তা'কে নিয়ে আসে।

পাপিষ্ঠ বিনোদের মুখে মন্দার নাম শুনিয়া সুহাস চমকিয়া উঠিল। আনন্দময়ী তাহা লক্ষ্য করিয়া, মন্দার সম্বন্ধে একে একে তাহাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তৎপরে বিনোদকে সম্বোধন পূর্ব্বক গম্ভীর ভাবে কহিলেন—"নরাধম! সতীর সর্ব্বনাশ সাধন ক'রে তোর বড় স্পর্দ্ধা হ'য়েছে। তুই সর্ব্বস্বত্যাগিনী অসহায়া অবলার প্রতি যেরূপ কঠোর অত্যাচার ক'রেছিস্—অন্ধত্বই তোর সাজা। যত দিন না তুই ধর্ম্মপথে চল্‌বি, যত দিন না তুই পরস্ত্রীকে জননীর ন্যায় দেখ্‌তে শিখ্‌বি, তত দিন তোকে এই ভাবেই কাটাতে হ'বে। দুর্জ্জয়! একে ঠাকুর-মন্দির অবধি পৌঁছিয়ে দিয়ে এস। যাও—নরাধম দূর হও।"

দুর্জ্জয় বিনোদকে লইয়া প্রস্থান করিল; আনন্দময়ী হরেকৃষ্ণকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, তাহার দেহে প্রাণ নাই।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

আনন্দ এখন আর থিয়েটার যাত্রার পক্ষপাতী নহে। তাহার বৈঠকখানার আজ কাল আর গানের আখড়া বসে না; বন্ধুবর্গ প্রায় সকলেই তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে। দুই এক জন, যাহারা তাহার গুণে মুগ্ধ ছিল, তাহারাই আসিত। একদিন আনন্দ একাকী বৈঠকখানায় বসিয়া পুস্তক পাঠে নিবিষ্ট আছে, এমন সময় পিয়ন আসিয়া তাহাকে একখানি পত্র দিয়া গেল। আনন্দ পত্রখানি খুলিয়া পড়িতে লাগিল। পাঠের সঙ্গে সঙ্গে তাহার হাস্যপূর্ণ মুখমণ্ডল নিতান্ত মলিন হইয়া পড়িল। সে পুনরায় পত্রখানি পাঠ করিল। পত্রখানি টালিগঞ্জ হইতে বঙ্কু লিখিয়াছে। তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল—

আনন্দ!

শীঘ্র টালিগঞ্জের ঠিকানায় আসিবে, রমণীবাবুর সন্ধান পাইয়াছি। তিনি টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত। সেই মাগীটা তাঁহাকে এরূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় একাকী রাখিয়া, সমস্ত জিনিষপত্র লইয়া পলাইয়াছে। তুমি যত শীঘ্র পার আসিবে, অবস্থা অতি সঙ্কটাপন্ন। তোমাদের বিশ্বাসের চিহ্ন স্বরূপ ডাক্তার বাবুর চিঠির কাগজে পত্র লিখিয়া, তাঁহার শীল মোহর এবং আমাদের ক্লাবের শীল মোহর দিয়া দিলাম। নিস্তর দিদি, তরু, সুবর্ণ, রাজু, ও মাকে লইয়া আসিতে চেষ্টা করিও। কিছু টাকা আনিবে। আমি তোমার পথপানে চাহিয়া রহিলাম। ইতি—— তোমার বন্ধু,

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

(ওরফে 'বঙ্কু')

আনন্দ পত্রখানি পড়িয়া কিয়ৎক্ষণ নীরবে বসিয়া ভাবিল। এ যে বন্ধুর চিঠি, সে বিষয়ে তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না। রমণী বাবুর অনুসন্ধানের জন্য আনন্দই বন্ধুকে নিযুক্ত করে। সেই সময় আপন ক্লাবের শীল মোহর দিয়া পত্র লিখিবার কথা তাহাকে বলিয়া দেওয়া হয়; সুতরাং এ পত্র যে বন্ধু লিখিয়াছে, তাহাতে তাহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। কিন্তু তাহার মনে বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইল—"যদি দিদি এ কথা বিশ্বাস না করেন, তিনি যেতে সম্মত না হন, তবে কি হবে! এক-বার তিনি এইরূপে প্রতারিত হ'য়ে মহা বিপদে পতিত হ'য়েছিলেন। এখন হয় ত বিশ্বাস না ক'রতেও পারেন। তা হ'লে কি হবে।"

আনন্দ বড়ই ভাবনায় পড়িল। বিলম্ব করিবার উপায় নাই—বন্ধু একা আছে। সে একটী মাত্র উপায় স্থির করিল—"যদি মাসী-মা আমার সঙ্গে যান, তা হ'লে বোধ হয় দিদি কিছুমাত্র অবিশ্বাস ক'রবেন না। তা হ'লে নিস্তারও যাবে,—সকলকেই নিয়ে যাওয়া যাবে। আর দিদি যদি আমার কথায় বিশ্বাস ক'রে, নিস্তার, রাজু ও সুবর্ণকে সঙ্গে নিয়ে আমার সঙ্গে যান, তবে মাসী-মাকেও যেতে হয় না। কিন্তু দিদিকে কেমন ক'রে এ দুঃসংবাদ দেব। এমন ভয়ানক সংবাদ ত গোপন করাও যায় না। এখন আমি কি করি?"

ভৃত্যকে গাড়ী ডাকিতে আদেশ করিয়া আনন্দ বন্ধুর পত্রখানি লইয়া মন্দার গৃহদ্বারে আসিয়া ডাকিল—"দিদি!"

মধ্যাহ্নের আহারাদির পর মন্দাকিনী সুবর্ণকে পড়াইতে পড়াইতে আপন কার্য্য করিতেছিলেন। আনন্দের ধরা-ধরা গলায় 'দিদি' কথাটী শুনিয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া কহিলেন—"কেন ভাই"?

ধীরে ধীরে একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আনন্দ কহিল—"দিদি, তুমি আমায় বিশ্বাস করবে"?

আনন্দ এমন ভাবে কথাটা জিজ্ঞাসা করিল যে, মন্দা তাহা শুনিয়াই চমকিয়া উঠিলেন। এ কি প্রশ্ন! এ প্রশ্নের তাৎপর্য্য কি, তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কহিলেন,—"কেন এ কথা জিজ্ঞাসা ক'চ্ছ ভাই?"

আনন্দ। বিশেষ কারণ আছে। দিদি সত্য করে বল, আমায় তোমার বিশ্বাস হয় কি না?

মন্দা। ভাই, আপন পেটের ছেলেকে লোকে যতটা বিশ্বাস ক'ত্তে পারে, আমি তোমায় ততটা বিশ্বাস করি। এসব কথা কেন জিজ্ঞাসা ক'চ্ছ ভাই? তোমায় এমন গম্ভীর দেখ্‌ছি কেন ভাই?

আনন্দ। দিদি, নিস্তার দিদিকে, রাজু ও সুবর্ণকে সঙ্গে নিয়ে এখনি তোমায় আমার সঙ্গে যেতে হবে।

অকস্মাৎ যাওয়ার কথা শুনিয়া মন্দা অত্যন্ত বিস্মিতভাবে আনন্দের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। আনন্দ পুনরায় কহিল—"দিদি, অকারণে তোমায় কোথাও নিয়ে যেতে চাচ্ছি নে। আমার সঙ্গে গেলেই তুমি সকল কথা জান্‌তে পারবে। এখন এইমাত্র বল্‌ছি দিদি, রমণী বাবুর অসুখ, তাঁকে দেখ্‌বার সেখানে কেউ নেই। এইমাত্র বন্ধুর চিঠি পেয়েছি। যদি আমায় অবিশ্বাস না থাকে দিদি, তবে নিস্তারকে নিয়ে এখনি আমার সঙ্গে এস। আমি না হয় মাসীমাকেও সঙ্গে যেতে বল্‌ছি।"

আনন্দের মুখভাব দর্শনে এবং তাহার কথাবার্ত্তা শ্রবণে মন্দার মনে কেমন একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইল। কোন অজানিত বিপদের আশঙ্কায় তাঁহার মন অস্থির হইল।

মনুষ্য হৃদয়ে এমন একটা শক্তি নিহিত আছে, যাহা ভাবী বিপদের সূচনাতেই জাগিয়া উঠে। আজ কয়দিন হইতে মন্দা স্বামীর ভাবনায় অস্থির

ছিলেন। কেমন একটা দুর্ভাবনা তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিতেছিল। আনন্দ যে সত্য কথাই বলিতেছে, এ বিষয়ে তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। স্বামীর চরণ দর্শন আশায় মন প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল, তিনি শুষ্ক কণ্ঠে কহিলেন—"ভাই! তোমার প্রতি আমার বিন্দুমাত্র অবিশ্বাস নাই। আমি এখনি যাব। কিন্তু"—

বলিতে বলিতে মন্দাকিনী ক্ষণকাল নীরব হইলেন। তাঁহার চক্ষে জল দেখা দিল। আপনাকে সামলাইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তিনি কোথায়?"

আনন্দ। টালিগঞ্জে আছেন, এই দেখুন—রমণী বাবুর নামাঙ্কিত শীল মোহর। আমাদের ক্লাবের শীল মোহর। এ চিঠি যে বন্ধু লিখেছে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

মন্দা। সেখানে আর কে আছে ভাই?

আনন্দ। আর কেহই নাই দিদি—রমণীবাবু যে স্ত্রী-লোকটাকে রেখে ছিলেন, সে তাঁর এমন সঙ্কটাপন্ন অবস্থা দেখেও তাঁকে ফেলে রেখে পালিয়েছে। আমি বন্ধুকে ডাক্তার বাবুর খোঁজেই পাঠাই। বন্ধু গিয়ে দেখে, তিনি একা প'ড়ে আছেন। তাই সে আস্‌তে না পেরে এই চিঠিখানা দিয়েছে।

মন্দাকিনী পত্রখানি দেখিলেন, কহিলেন—"ভাই আনন্দ, আমি এখনই তোমার সঙ্গে যাব।"

দৃঢ়রূপে বুক বাঁধিয়া মন্দাকিনী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। আনন্দ বাটীতে আসিয়া অম্বিকাসুন্দরীকে মন্দার সহিত যাইতে অনুরোধ করিবা-মাত্র তিনি স্বীকৃতা হইলেন।

এক ঘণ্টার মধ্যেই আনন্দ সকলকে লইয়া টালিগঞ্জে উপস্থিত হইল।

টালিগঞ্জে একখানি সুদৃশ্য বাগান বাটীর দ্বারে আসিয়া আনন্দ বন্ধুর নাম ধরিয়া ডাকিতেই, বন্ধু জানালা খুলিয়া দেখিল—আনন্দ গাড়ীর উপরে বসিয়া আছে। বন্ধু কহিল—"এস ভাই, ঐ সাম্‌নেই সিঁড়ী। মা এসেছেন কি?"

আনন্দ সম্মতিসূচক মস্তক নাড়িয়া কহিল—"হ্যাঁ, এসেছেন। ডাক্তার বাবু কেমন আছেন?"

বন্ধু। সেই এক রকম। তুমি এসেছ—হৃদয়ে বল এল। বড়ই ভাবনায় ছিলেম। মাকে নিয়ে এস ভাই।

এই বলিয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিল।

একে একে সকলকে গাড়ী হইতে নামাইয়া আনন্দ গাড়োয়ানকে ভাড়া চুকাইয়া দিল। মন্দা গাড়ীতে থাকিতেই বন্ধুর মুখে 'স্বামী তেমনি আছেন' জানিতে পারিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। যে সকল দুর্ভাবনায় তাঁহার অন্তর দগ্ধ হইয়া যাইতেছিল, তাহা অনেকটা দূর হইল! তিনি গাড়ী হইতে নামিয়াই আপনা আপনি চলিলেন, বন্ধু ইতিমধ্যে তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। মন্দাকিনীকে প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহার পদধূলি লইয়া কহিল—"মা! আপনি আসবেন কি না, সেই ভাবনায় বড় অস্থির হ'য়েছিলেম, এখন সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হলেম। হৃদয়ে বল পেলেম। ঐ ঘরে যান মা।"

নির্দ্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশপূর্ব্বক স্বামীর অবস্থা দর্শনে মন্দার অন্তর ভাঙ্গিয়া পড়িল—অশ্রুধারায় তাঁহার বক্ষ ভিজিয়া গেল! তিনি স্বামীর আরোগ্য কামনায় বুক বাঁধিয়া তাঁহার পার্শ্বে গিয়া বসিলেন। ভাবিলেন—"যতক্ষণ শ্বাস—ততক্ষণ আশ," কথাটা ঠিক। রোগ কার না হয়, সকলকেই মরিতে হইবে, তাই বলিয়া রোগ হইলেই মৃত্যু অনিবার্য্য বিবেচনায় কেহ কি স্থির থাকিতে পারে? রোগীর শেষ নিশ্বাস পতিত হইবার মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেও তাহার

আত্মীয়বর্গ কি তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিতে পারে ?" মন্দাকিনী প্রাণপণে স্বামীর শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। আনন্দ ও বন্ধু তাঁহার সাহায্য করিতে লাগিল।

একদিন দুই দিন করিয়া সপ্তাহ কাটিয়া গেল। রোগীর অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হইতে লাগিল। চৌদ্দ দিনের দিন তাহার অবস্থা এতই খারাপ হইয়া পড়িল যে, চিকিৎসকেরা পরস্পর পরামর্শ করিয়া বলিতে লাগিলেন, রাত্রিটা কাটিবে কি না সন্দেহ। তাঁহারা রোগীকে ইনজেক্ট্ করিয়া প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় আনন্দকে ডাকিয়া বলিয়া গেলেন—"আজ রাতটা সাবধানে থাক্‌বেন, অবস্থা তেমন সুবিধাজনক নয়। রাতটা কাটলে অনেকটা আশা করা যায়।"

অশ্রুপূর্ণ নয়নে আনন্দ কহিল—"তবে কি ইনি বাঁচবেন না ?"

ডাক্তার। সে কথা কি বলা যায় ? চিকিৎসার ত কোন ত্রুটি হ'চ্ছে না, পরমায়ু থাকলে বাঁচতেও পারেন বৈ কি ! যা'হ'ক্, রাতটা কেমন থাকেন, ভোরেই যেন খবরটা পাই।

তাঁহারা চলিয়া গেলে আনন্দ অত্যন্ত বিমর্ষ ভাবে রোগীর পার্শ্বে গিয়া বসিল। মন্দাকিনী জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভাই ! ডাক্তার কি ব'লে গেল ?"

আনন্দ অন্য কথায় তাঁহাকে সান্ত্বনা করিল, তিনি আর কোন কথাই কহিলেন না।

নিশীথ রাত্রি ! নীরব নিস্তব্ধ গৃহ—একমাত্র রোগীর সুদীর্ঘ শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দে কিঞ্চিৎ মুখরিত হইতেছিল। সকলেই রোগীর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কতক্ষণে তাহার শেষ নিশ্বাস বহির্গত হইবে, এক-মনে তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল। এমন সময়ে বামাস্বরে কে ডাকিল—"সই সই"।

চমকিতভাবে দ্বারের দিকে চাহিয়া মন্দা দেখিলেন—দুইটী সন্ন্যাসিনী বাহিরের বারান্ডায় দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি কিছু বলিবার পূর্ব্বেই একজন ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল—"সই! কোন ভয় নাই। দেবীর শরণ লও, ইনি ইচ্ছা ক'র্লে তোমার জীবন সর্ব্বস্বকে রক্ষা ক'র্‌তে পারেন—মা—মা!"

সুহাস বিস্মিতভাবে চাহিয়া দেখিল—দেবী রোগীর মুখের প্রতি স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন।

সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দর্শনমাত্র মন্দার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল। তিনি ভক্তিভরে দেবীপদে লুণ্ঠিতা হইলেন। অশ্রুসিক্ত বদনে ডাকিলেন—"মা—মা!" তাঁহার আর কথা বাহির হইল না।

আনন্দময়ী মন্দাকে বক্ষে তুলিয়া কোমল স্বরে কহিলেন—"ভয় কি বাছা? তুই রাজরাজেশ্বরী,—কার সাধ্য তোকে আভরণ শূন্য করে! তোর স্বামী আরোগ্য লাভ করিবেন, ভয় নাই।"

সুহাসিনী কহিলেন—"দেবি! আপনি যখন কৃপা ক'রে এসেছেন, তখন আর ভাবনা কি? আপনার ঔষধের গুণে কত শত রোগী মৃত্যুমুখ হ'তে ফিরে এসেছে।"

বাধা দিয়া দেবী কহিলেন—"বাছা, আমার সাধ্য কি যে লোককে মৃত্যুমুখ হ'তে রক্ষা করি? যার পরমায়ু নাই, কার সাধ্য তাকে রক্ষা ক'র্‌তে পারে?"

আনন্দ ও বন্ধু দেবীর পদধূলি লইয়া বক্ষে ও মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক হঠাৎ স্থূলভাবে কহিল—"মা! আপনি কৃপা ক'র্‌লে কি না হ'তে পারে! কৃপা ক'রে এঁকে রক্ষা করুন।"

বলিতে বলিতে তাহারা চাহিয়া দেখিল—দেবীর চোখের পলক পড়িতেছে না। তিনি চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

তাঁহার সেই অদ্ভুত ভাব দর্শনে তাহারা সবিস্ময়ে পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল।

কিছুকাল পরে দেবী মন্দাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—"পাগল মেয়ে, ভয় নাই।" পরে আনন্দকে কহিলেন—"বাবা! এই শিশিগুলি বাহিরে নিয়ে যাও! বরফগুলো ফেলে দাও। জায়গাটা এখনি পরিষ্কার কর। বিলম্ব ক'রো না।"

দেবীর আদেশ অনুসারে গৃহের আবর্জ্জনারাশি অপসারিত হইল। ভূমিতল গঙ্গাজলে উত্তমরূপে ধৌত করা হইল। দেবী কহিলেন—"এই স্থানে রোগীকে শোয়া'তে হবে—গাত্রে কোন আবরণ থাকবে না—উলঙ্গ অবস্থায় শোয়া'তে হবে।"

আনন্দ লজ্জায় একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। দেবী তাহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া কহিলেন—"বাবা, লজ্জা কি? জন্মকালে কেহ কাপড় প'রে আসে না।" পরে মন্দাকে কহিলেন—"বাছা, যদি ইচ্ছা কর অন্যত্র যেতে পার। একজন আমার কাছে থাকলেই যথেষ্ট।"

আনন্দ ও বন্ধু দেবীর আদেশমত রমণীবাবুকে ভূমিতলে শয়ন করাইল। সে দৃশ্য দেখিয়া মন্দা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—কাঁদিয়া উঠিলেন। সান্ত্বনাপূর্ণ স্বরে দেবী কহিলেন—"কেঁদ না মা, দুঘণ্টা পরেই তোমার স্বামীকে যত্ন ক'রে উত্তম শয্যায় শয়ন করাইও। এখন আর আমি বিলম্ব ক'রতে পারি না। তোমরা সকলে বাহিরে যাও।" সুহাসের প্রতি চাহিয়া কহিলেন—"থাক তুমি।"

আনন্দময়ী-দেবী রোগীর চিকিৎসায় নিযুক্ত হইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

আনন্দময়ী-দেবীর চিকিৎসায় রমণীবাবু জ্বর-মুক্ত হইলেন—তাঁহার লুপ্ত চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। মন্দার আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি ধীরে ধীরে স্বামীর মস্তকে বাতাস করিতে লাগিলেন।

দিন গেল—রাত্রি আসিল; আবার প্রভাতের অরুণ রাগে দিগ্বলয় হাসিয়া উঠিল। আবার রাত্রি আসিল। রমণীবাবু অনেকটা সুস্থ হইয়াছেন। মধ্যে মধ্যে পত্নীর মুখের প্রতি উদাস ভাবে এক একবার চাহিতেছেন। মন্দাও তাঁহার সেই শুষ্ক মুখখানির দিকে চাহিয়া কত কি ভাবিতেছেন। এত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও তিনি আজ তাঁহার ক্ষুদ্র জীবনটাকে আনন্দ সাগরে ভাসাইয়াছেন।

রমণীবাবু ভালই আছেন দেখিয়া আনন্দ ও বঙ্কু আজ বিশ্রামের নিমিত্ত কক্ষান্তরে গমন করিল। নিস্তার রাজু ও সুবর্ণকে লইয়া পার্শ্বের ঘরে গিয়া শয়ন করিল। মন্দা স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া ধীরে ধীরে বাতাস করিতে লাগিলেন।

রোগী স্বাভাবিক ব্যক্তির ন্যায় নিদ্রা যাইতেছিলেন, শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ ভিন্ন অন্য কোন শব্দই শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল না।

আনন্দময়ী মন্দাকে নানারূপ উপদেশ দিয়া সুহাসকে লইয়া চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় আনন্দ কথাপ্রসঙ্গে, তাহার মাতুল হরেকৃষ্ণের মৃত্যু-সংবাদ অবগত হইয়া আকুল ভাবে কাঁদিতে লাগিল। দেবী তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া প্রস্থান করিলেন। অম্বিকাসুন্দরীও ভ্রাতৃশোকে অত্যন্ত অভিভূতা হইয়া পড়িলেন।

মন্দা অনেক দিন আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া স্বামীর সেবায় নিযুক্ত

ছিলেন, এখন ভগবদিচ্ছায় ও দেবীর কৃপায় তাঁহার সকল দুর্ভাবনা দূর হইয়াছে ; কাযেই তিনি আজ নিশ্চিন্ত মনে স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। কত কাল পরে আজ মন্দার হৃদয়ে নূতন আশার আলোক সঞ্চারিত হইয়াছে, নানারূপ চিন্তা করিতে করিতে রাত্রি-শেষে তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন।

দেখিতে দেখিতে ভোর হইয়া আসিল, মন্দা গভীর নিদ্রায় নিমগ্না ; তিনি তখন স্বপ্নাবেশে দেখিতেছিলেন—যেন অস্পষ্ট কোন একটী মনুষ্য-মূর্ত্তি তাঁহার নিকটে আসিয়া অতি কাতরতার সহিত বলিতেছে—"মন্দা, মন্দা ! আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর। তুমি যথার্থই সতী, আমি তোমাকে চিন্‌তে পারি নি—তাই তোমায় এত কষ্ট দিয়েছি। মন্দা, আমায় ক্ষমা কর। এ কি, তুমি কাঁপছো কেন মন্দা।"

মন্দার নিদ্রা ভঙ্গ হইল—সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি অনুভবে বুঝিলেন, তখনও কে যেন তাঁহাকে অতি কোমল ভাবে—অতি স্নেহপূর্ণ স্বরে ডাকিতেছে—"মন্দা, মন্দা, কাঁপছো কেন মন্দা ? উঠে ভাল হ'য়ে শোও গে, যাও ?"

মন্দা উঠিয়া বসিলেন ; দেখিলেন—রমণীবাবু সত্য সত্যই তাঁহাকে অতি কোমল কণ্ঠে ডাকিতেছেন—"মন্দা, মন্দা !"

মন্দা তাঁহার মুখপানে চাহিবামাত্র তিনি অতি কোমল কণ্ঠে কহিলেন—"বড্ড কাঁপ্‌ছ যে, গায়ে একটা ঢাকা দাও।"

স্বামী আজ কথা কহিতেছেন। কতদিন পরে—কত কাল পরে স্নেহমাখা স্বরে "মন্দা" বলিয়া ডাকিতেছেন। মন্দার মন প্রাণ আনন্দে পূর্ণ হইল। চক্ষু বহিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। তাহাতে তাঁহার সেই সুন্দর মুখখানি শিশিরসিক্ত পদ্মের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। আনন্দে তিনি যেন দিশেহারা হইয়া পড়িলেন।

অস্পষ্ট প্রভাতালোকে রমণীবাবু মন্দার সেই অপরূপ সৌন্দর্য্য দর্শনে একান্ত বিমুগ্ধের ন্যায় নির্নিমেষ নেত্রে তাঁহার প্রতি চাহিয়া, এই পতিপ্রাণা পত্নীর প্রতি তিনি কেমন নির্ম্মম ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা মনে হওয়ায় শত শত বৃশ্চিক দংশনের যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহার চক্ষে জল আসিল। বুদ্ধিমতী মন্দা তাহা লক্ষ্য করিলেন। তিনি আপনাকে সামলাইয়া লইয়া, স্বামীকে সুস্থ করিবার মানসে অতি কোমল স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এখন কেমন আছ?"

পত্নীর মধুর সম্ভাষণে স্বামীর অনুতাপানল কিছুই কমিল না, বরং দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল। তিনি আর ধৈর্য্য ধারণে সমর্থ হইলেন না—অধীর ভাবে কাঁদিতে লাগিলেন। পতিকে কাঁদিতে দেখিয়া, সতীর অন্তরে ব্যথা লাগিল। অঞ্চলে অশ্রু মুছিতে মুছিতে কহিলেন—"কাঁদ্‌ছ কেন? ছিঃ কেঁদ না। এ সময় কি কাঁদ্‌তে আছে? কাঁদ্‌লে যে অসুখ বাড়্‌বে। আমার মাথা খাও, কেঁদ না।"

পত্নীর মিষ্ট কথায় শান্ত হওয়া দূরের কথা, তিনি আরও বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন। আকুল ভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন—"মন্দা, তুমি আমায় ক্ষমা কর।"

মন্দা। তুমি কেঁদ না—চুপ কর?

রমণী। না মন্দা, সত্য ক'রে বল, তুমি আমায় ক্ষমা ক'রবে কি না?

মন্দা। ছিঃ! ও কি কথা! অমন কথা কি ব'ল্‌তে আছে? বলিয়া স্বামীকে ভুলাইবার ছলে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি বুঝি আমায় তখন ডাক্‌ছিলে? ঐ যে, নিস্তার উঠেছে! ওমা আজ কত আনন্দ ক'র্‌বে!"

সুবর্ণ ছুটিয়া আসিয়া মন্দাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল—"মা! আজ বাবা ভাল আছেন, তোমার সঙ্গে কথা ক'চ্ছেন, না মা?"

রমণীবাবু বালিকার সেই টলটলে ঢলঢলে মুখখানির প্রতি নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া বিস্ময় সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এটী কে মন্দা?"

মন্দা। এটী আমার মেয়ে—একটী ছেলে আর একটী ভাইও পেয়েছি। সব বলবো এখন।

মন্দার কথার ভাব বুঝিতে না পারিয়া রমণীবাবু অতি] বিস্মিতভাবে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

প্রায় সমুদয় সম্পত্তি নিঃশেষিত হইলে উপেন্দ্রের চৈতন্য হইল। তখন তিনি আপনার ভুল বুঝিতে পারিলেন। আর মধু নাই, কাযেই মধুলোভী ভ্রমর-মোসাহেবের দল তাঁহার কাছে আসে না—এমন কি তাঁহার পথ দিয়াও চলে না। একে একে সকলেই তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছে। আর সে ল্যাণ্ডো, ফিটন, ব্রুহাম নাই—আর দিবা রাত্র হৈ-হৈ রৈ-রৈ নাই। উপেন্দ্রের সে বাবুগিরি আর নাই—ভোজবাজীর স্থায় সকলই কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। একদিন যাঁহার মুখের কথা খসিতে না খসিতে বিশ পঁচিশ জন লোক ছুটাছুটি করিত, আজ তাঁহার সনির্বন্ধ অনুরোধেও কেহ ফিরিয়া চাহে না।

এত অভাবে পড়িয়াও উপেন্দ্র অন্দর মহল ও ঠাকুর দালানটী বিক্রয় করেন নাই। এটা ওটা করিয়া গৃহস্থিত আসবাব পত্রাদি বিক্রয় দ্বারা কোনরূপে দিন কাটাইতেছিলেন। কিন্তু আর ত চলে না। এখন যাহা কিছু আছে, তাহা বিক্রয় করিতে উপেন্দ্রের বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। পিতার বড় সাধের—বড় আদরের দ্রব্যগুলি কোন্ প্রাণে তিনি বিক্রয় করিবেন? ঐ সোণার লক্ষ্মীনারায়ণ ও সিংহাসন,—বিক্রয় করিলে কয়েক দিন চলিবে। তারপর কি হইবে? ঠাকুর-ঘরে দাঁড়াইয়া উপেন্দ্র 'তারপর কি হইবে' তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন। তাঁহার চক্ষু বহিয়া দরদর ধারে অশ্রু প্রবাহিত হইতেছিল। দারুণ অনুতাপানলে তাঁহার অন্তর পুড়িয়া যাইতেছিল। তিনি স্বর্ণমণ্ডিত লক্ষ্মী-নারায়ণঠাকুরের প্রতি চাহিয়া হৃদয়ভেদী সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক

বলিতে লাগিলেন—"ঠাকুর, আমি নাস্তিক! আমার পিতামহ তোমায় স্থাপন করেন। পিতা তোমায় স্বর্ণ-মণ্ডিত করেন। আর আমি নরাধম তোমায় সেঁক্‌রার দোকানে বিক্রয় ক'রবার জন্ম লালায়িত হ'য়ে আজ তোমার কাছে এসেছি! প্রভু, তোমায় স্থাপন ক'রে আমার পিতামহ বিপুল অর্থ সঞ্চয় ক'রে গেছেন। ভক্তিভরে নিত্য তোমার সেবা ক'রে পিতার আমার সুখৈশ্বর্য্যের সীমা ছিল না। আর আমি মহাপাপী কুলাঙ্গার ব'লে কি তুমিও আমায় ত্যাগ ক'রেছ প্রভু? ঠাকুর—তুমি বুদ্ধি—তুমি জ্ঞান—তুমিই ভক্তি। আমি বুদ্ধিহীন—জ্ঞানহীন—ভক্তিহীন। তোমায় চিনিয়াও চিন্‌তে পারলেম না—জানিয়াও জান্‌তে পারলেম না ঠাকুর!"

"শুনেছি—তুমি আমাদের সংসারে আস্‌বার পর হ'তেই আমাদের দুঃখের অবসান হয়। সুখৈশ্বর্য্যের সীমা থাকে না। সেই তুমি, জ্ঞানভক্তি-বিহীন মহাপাপী আমি কি ক'রে তোমায় ডাক্‌তে হয়,—কি ক'রে তোমার আদর যত্ন ক'র্‌তে হয়, কিছুই জানি নে। তাই তুমি এ অজ্ঞান কুলাঙ্গারের সংসার ত্যাগ ক'রেছ। তাই একে একে সকলই আমার ভোজবাজীর মত কোথায় উড়ে গেল। তা যা'ক্‌, আমার সকলই যা'ক্‌—আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'ক্‌। কিন্তু ঠাকুর, তোমায় আমি বিক্রয় ক'র্‌বো না—অনাহারে জীবন যায়—সেও স্বীকার, তথাপি তোমায় আমি বিক্রয় ক'র্‌বো না। বিক্রয় ক'র্‌বো না সত্য—তোমায় আমি বিসর্জ্জন দেব। অনেক পাপ ক'রেছি—আমি ধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে বিধর্ম্মীর দলে মিশেছি, কিন্তু কিছুই পাই নি। সনাতন হিন্দুধর্ম্মকে অতি অপদার্থ জ্ঞান ক'রেছি; এখন বুঝেছি প্রভু—এখন ঠেকে শিখেছি। আর আমার সংসারে কায নেই,—ঘর সংসার ছেড়ে আর্য্যগণ চিরদিন যাহার সেবা ক'রে এসেছেন—

সেই সনাতন আর্য্যধর্ম্মের সত্য উদ্ধার ক'র্‌তে, আজ হ'তে এ জীবন উৎসর্গ ক'ল্লেম। ঠাকুর, আমি তোমার সেবা কর্‌তে শিখি নি —কি ক'রে তোমায় ডাক্‌তে হয়, তাও জানি নে—তবে আর কেন ঠাকুর? যাও—তুমি তোমার ভক্তের আশ্রয় নাও গে, আমি তোমায় বিসর্জ্জন দেব।"

তখন সন্ধ্যা সমাগত, সান্ধ্য আরতির সময় উপস্থিত দেখিয়া উপেন্দ্র গৃহের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পরে ঠাকুরের আরতি শেষ হইলে পুনরায় তিনি গৃহে প্রবেশ করিয়া ঠাকুরকে প্রণামপূর্ব্বক সিংহাসন হইতে নামাইলেন এবং শালগ্রাম শিলা সমেত তাঁহাকে কাপড়ে বাঁধিয়া গঙ্গাভিমুখে চলিলেন।

গঙ্গাতীরে আসিয়া শিলাগুলি একে একে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিলেন। পরে লক্ষ্মীনারায়ণকে লইয়া গঙ্গাজলে নামিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন— "ঠাকুর! তুমি ত বহুদিন পূর্ব্বেই আমায় ত্যাগ ক'রেছ। আমি আজ প্রতিমা বিসর্জ্জন দিতে এসেছি! যাও ঠাকুর, তুমি তোমার ভক্তের গৃহে আশ্রয় লও গে।"

বলিতে বলিতে উপেন্দ্র লক্ষ্মীনারায়ণকে যেমন গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিবেন, অমনি হঠাৎ কে যেন তাঁহার হস্ত চাপিয়া ধরিল। তিনি চমকিয়া উঠিলেন। চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন—দূরে বা নিকটে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। আপন মনে বলিয়া উঠিলেন—"সবগুলি চ'লে গেল, তুমি কেন যাও না,—যাও—যাও ঠাকুর?"

উপেন্দ্র পুনরায় ফেলিতে উদ্যত হইলেন—পারিলেন না। তাঁহার চক্ষে জল দেখা দিল। নয়ন-জলে বক্ষ ভাসাইয়া গদ্গদ কণ্ঠে কহিলেন— "এ কি আশ্চর্য্য! এ কি কাণ্ড ঠাকুর? ঠাকুর—দেবতা—দেবতা—

তবে কি তুমি আমায় ত্যাগ কর নি প্রভু? তোমার সেই পুরাতন ভক্তদের জ্ঞানহীন কুলাঙ্গার পুত্রকে তুমি কি ত্যাগ ক'রতে পার নি? তবে কি তুমি এই ভক্তিহীন ধর্ম্মদ্রোহী অপদার্থের কাছেই থাকৃতে চাচ্ছ? কিন্তু প্রভু, আমার যে কিছুই নেই—আমার যে কেহই নাই! পিতা নেই—মাতা নেই—স্ত্রী পুত্র কন্যা নেই—আপনার বলিতে আমার যে কিছুই নেই! ধন নেই, জন নেই; আমার ভক্তি নেই—জ্ঞান নেই, আমার যে কিছুই নেই ঠাকুর?" বলিতে বলিতে উপেন্দ্র ক্ষণকাল নীরব হইলেন, নির্নিমেষ নেত্রে লক্ষ্মীনারায়ণজীউকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে নয়ন-জলে ভাসিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি আপনা আপনিই বলিয়া উঠিলেন—"না না, ঠাকুর, আমি মহাভুল ক'রেছি? আমার সব আছে, ঠাকুর—সব আছে? যখন তুমি আমায় ত্যাগ ক'চ্ছ না—যখন তুমি আছ—তখন আমার সব আছে। প্রভু দয়াময়! আজ থেকে তুমিই আমার পিতা, তুমিই আমার মাতা, তুমিই আমার সর্ব্বস্ব? থাক ঠাকুর থাক—যতদিন এ সংসারে থাকৃবো, আমার কাছেই থাক। আমি পথের ভিখারী, ভিক্ষা ক'রে আন্‌বো, যা কিছু পাবো দু'জনে মিলে খা'বো। তাই ভাল, ঠাকুর—তাই ভাল। চল দেব, বাড়ী যাই। আর বাহিরে থাকৃবার দরকার নাই; যাবার সময় দু'জনে মিলে গঙ্গাস্নান ক'রে যাই, চল।"

উপেন্দ্র লক্ষ্মীনারায়ণকে মস্তকে করিয়া পবিত্র ভাগীরথী-সলিলে অবগাহন করিলেন। তৎপরে গৃহে আসিয়া লক্ষ্মীনারায়ণকে যথাস্থানে স্থাপন পূর্ব্বক পরমানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। কখনও বা প্রভুর নামকীর্ত্তন করিতে করিতে ভূতলে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার আর অন্য কোন চিন্তা রহিল না, তিনি হরি-প্রেমে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন।

দয়াময় হরি! তোমার অনন্ত লীলা। তোমার লীলা খেলার অন্ত বুঝিতে পারে, কার সাধ্য? তোমার ইঙ্গিতে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় হইতেছে, তোমারই ইঙ্গিতে চন্দ্রসূর্য্য গ্রহনক্ষত্রাদি যথানিয়মে বিচরণ করিতেছে—তোমার অসাধ্য কি আছে? ভক্তিহীন নাস্তিক উপেন্দ্রকে ভক্তিমান করা—আপন ভক্ত করিয়া লওয়া তোমার পক্ষে কিছুই বিচিত্র নয়। মঙ্গলময় প্রভু, তোমার চরণে শতকোটী প্রণাম।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

কেওড়াতলা শ্মশানে সদানন্দ ঠাকুর, দুর্জ্জয়দলন ও আনন্দময়ী দেবীর পরস্পর এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছিল—

সদা। অনুসন্ধান করেছিলে?

দুর্জ্জয়। হাঁ প্রভু, সন্ধান করেছিলেম।

সদা। প্রকাশ্যে?

দুর্জ্জয়। না, অলক্ষিতভাবে।

সদা। কি দেখ্‌লে দুর্জ্জয়?

দুর্জ্জয়। আহা, কি দেখলেম প্রভু, সে কথা বর্ণনা ক'র্‌বার শক্তি আমার নেই। প্রভুর কৃপায় মহাপাপীর আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন। এখন তিনি মহা-পাপী নন—মহা-পুরুষ।

সদা। হঠাৎ এরূপ পরিবর্ত্তন মনুষ্যকল্পনার অতীত। এখন তিনি বাহ্যজ্ঞান-শূন্য—হরিপ্রেমে উন্মত্ত। এ সময় তাঁহার সহধর্ম্মিণী তাঁহার নিকটে থাকলে ভাল হয়। সংসার—পুণ্যের সংসার হয়। পরে দেবীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"বৎসে, কোন শাস্ত্রই তোমার অবিদিত নহে। আমি তোমার উপর সমস্ত ভার অর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত হ'লেম। তুমি যাহা ভাল বিবেচনা কর, তদনুসারে কার্য্য ক'রবে, ইহাই আমার অভিপ্রায়।

গুরুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া দেবী সুহাসের নিকট আসিলেন। হঠাৎ দেবীকে দর্শন করিয়া সুহাস চমকিয়া উঠিল। কলিকাতায় আসার পর হইতেই দেবী তাহার প্রতি তীব্র লক্ষ্য রাখিয়াছেন। সুহাস অন্যমনে কি চিন্তা করিতেছিল, তিনি তাহা বুঝিতে পারিলেও কোমল কণ্ঠে কহিলেন—"কি ভাবছিলে বাছা?"

সুহাস অধোবদনে কহিল—"মা? এ'স্থানে আস্‌বার পর হ'তেই আমার অন্তর বড় অস্থির হ'চ্ছে। কবে এ-স্থান ত্যাগ ক'র্‌বেন মা?"

দেবী। কেন বাছা এ প্রশ্ন ক'চ্ছ?

সুহাস। মা! আপনার কাছে মিথ্যা ব'ল্‌বো না; আমার অন্তর ক্রমশঃ দুর্ব্বল হ'চ্ছে। এখন আর জগৎস্বামীকে আপন স্বামী ব'লে মনে ক'র্ত্তে পাচ্ছি নে! স্বামীর চরণ দর্শন লালসায় আমার অন্তর বড় অস্থির হ'চ্ছে।

দেবী একটু গম্ভীর ভাবে কহিলেন—"মা, অন্তরের কথা খুলে বল। এতদিনেও কি তুমি তোমার স্বামীকে ভুল্‌তে পার নি?"

সুহাস অধোবদনে নীরব রহিল। দেবী বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন—দুই এক ফোঁটা জল তাহার নয়ন কোণে টলটল করিতেছে। তিনি মনে মনে একটু হাসিলেন, প্রকাশ্যে কহিলেন—"বুঝেছি বাছা! এখনও তুমি তোমার স্বামীকে ভুল্‌তে পার নি। এতদিন ধ'রে কি স্বামীকেই ধ্যান করেছ? বাছা, তোমায় পূর্ব্বেই তো বলেছিলেম—স্বামী বর্ত্তমানে রমণীর সন্ন্যাস-ধর্ম্মে মন মজে না। বাছা, এখন তোমার সংসার ধর্ম্ম পালন করাই কর্ত্তব্য। মন যখন আপনা হ'তেই ঈশ্বরের উদ্দেশে ধাবিত হয়, ঠিক সেই সময়েই সংসারীর সংসার ত্যাগ করা অসম্ভব নহে। বাছা! স্বামীর প্রতি অভিমান বশতঃ তুমি গৃহ ত্যাগ ক'রেছিলে। অন্য কোথাও আশ্রয় না পাওয়ায় আমি তোমায় আশ্রয় দিয়েছিলেম। মা, পুনরায় স্বামীকে নিয়ে সংসার ক'রতে—গৃহধর্ম্ম পালন ক'রতেই তোমার মন চঞ্চল হ'য়েছে কি না,—এইমাত্র সেই চিন্তাতেই তুমি তন্ময় হ'য়েছিলে কি না? আমি তোমার মাতৃস্থানীয়া, লজ্জা কি মা? বল তুমি কি ভাবছিলে?"

সুহাস কাতরকণ্ঠে কহিল—"মা? সত্য কথাই বল্‌ছি—সংসার

ক'রতে আমার ইচ্ছা হয় কি না, জানি না। তবে এই কলিকাতায় আসার পর হ'তেই তাঁকে একটীবার দেখ্‌বার জন্য আমার প্রাণ বড় অস্থির হচ্ছে মা! মনে হচ্ছে—ছুটে গিয়ে একটিবার তাঁকে দেখে আসি। আর মা, পুত্র কন্যার সাধ আমার নেই—সে সাধ আমার এ জনমেও পূর্ণ হবে না। আমি তাই ভাবছিলেম—আপনার অনুমতি নিয়ে একটীবার তাঁকে দেখ্‌বো। মা! আপনি অন্তর্যামিণী, অন্তরের কথা সকলই জেনেছেন। ইহা ভিন্ন অন্য কোন বাসনা আমার নাই।"

সুহাস দেখিল—আনন্দময়ী হাসিতেছেন। তাহার কথা সমাপ্ত হইলে তিনি তাহাকে আপন বক্ষে টানিয়া লইয়া সস্নেহে তাঁহার মুখ চুম্বন পূর্ব্বক মধুর কণ্ঠে কহিলেন—"পাগলি মেয়ে, স্বামীকে কি কখনও ভুলা যায়? তুমি পুনরায় সংসারে ফিরে যাও, ইহাই ঠাকুরের ইচ্ছা। সকলেই সংসার ত্যাগী হ'লে কি সংসার চলে মা? সংসারের মধ্যে থেকেও যিনি কায়মনে দেবতাকে ডাকেন, দেবতা তাঁকে মুক্তি দেন। তোমার শ্বশুরের বংশ যা'তে রক্ষা হয়, তাই আমার একান্ত ইচ্ছা। সংসারে থেকে তোমরা মনে প্রাণে তোমাদের গৃহ-দেবতা লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজা কর—অতিথি-সেবায়—দরিদ্রের দুঃখ-মোচনে তৎপর হও, তাতেই তোমরা অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় ক'রতে পারবে। তোমার ন্যায় আরও অনেকে আমার আশ্রয় নিয়েছিল, এখন তারা সকলেই পুনরায় সংসারে থেকে ধর্ম্মকর্ম্ম ক'চ্ছে।"

সুহাস বহুক্ষণ নীরব থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল—"সকলের অদৃষ্ট সমান নয় মা!—আপনি তো সকলি জানেন—আপনার অজানিত কি আছে? আমার স্বামী হয় তো এ জীবনে আর আমার মুখ দর্শনও ক'র্‌বেন না—তিনি যে আমায় ত্যাগ করেছেন মা?"

দেবী কহিলেন—"বাছা, এ কি জলের দাগ যে শুকিয়ে যাবে! এ যে মহা সমুদ্র,—কখনও শুষ্ক হবার নয়। হিন্দুর বিবাহ কি ছেলেখেলা বাছা? এখন তোমার স্বামীর কি মহাপরিবর্ত্তন ঘটেছে, তা তুমি জান না—তাই একথা বল্‌ছ। স্বচক্ষে না দেখলে হয় ত বিশ্বাস ক'রবে না। চল মা, আজ শুভদিনে তুমি স্বামি-সন্দর্শন ক'রবে—সেই সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীহরির অনন্ত লীলা প্রত্যক্ষ ক'র্‌বে—চল। তোমার মনোবাসনা পূর্ণ ক'র্‌বে—এস।"

আনন্দময়ীদেবী সুহাসকে লইয়া প্রস্থান করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

নিস্তব্ধ রজনীতে ধূপধুনা জ্বালিয়া উপেন্দ্র স্বর্ণ-সিংহাসনে স্থাপিত লক্ষ্মীনারায়ণের সম্মুখে উপবেশন পূর্ব্বক করযোড়ে বলিতেছিলেন—"নমঃ নারায়ণায় নমঃ। নমঃ লক্ষ্মৈ নমঃ। নমঃ লক্ষ্মীনারায়ণাভ্যাং নমঃ। প্রভু নারায়ণ? আজ তোমার ভাল ক'রে খাওয়া হ'ল না ঠাকুর! আমায় দেখে লোকে হাসে—ঠাট্টা করে—তামাসা করে। আমার মনে বড় দুঃখ হ'চ্ছিল—যদি টাকা কড়ি গুলো থাকৃতে থাকৃতে তুমি আমার সুমতি ক'রে দিতে, তা' হ'লে তোমায় রাজভোগে খাওয়াতেম্। তা যাকৃ গে ঠাকুর, এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড খেলেও হয় তো তোমার পেট ভ'রবে না, আমি তা জানি। আবার ঠাকুর ভক্তি ক'রে যদি তোমায় অতি যৎসামান্ত দ্রব্যও নিবেদন ক'রে দেওয়া যায়, তাতেই তুমি ভারি খুসী হও। এই যে আমার স্ত্রীর মহাভারতখানায় সেই কথা কাল পড়লুম। এই যে, কোন খানটা একবার প'ড়ে তোমায় শুনিয়ে দেই।"

উপেন্দ্র উঠিলেন। লাল রঙ্গের কাপড়ে বাঁধা একখানি বটতলার মহাভারত বাহির করিয়া, অনেকগুলি পাতা উল্টাইয়া বলিয়া উঠিলেন—"এই যে বাঃ। এই তো স্তব র'য়েছে! বেশ বেশ! কাল থেকে মুখস্থ করবো। যখন বিদুরের বাড়ী শ্রীকৃষ্ণ গেলেন, বিদুর খুব স্তব ক'ল্লেন। এই যে ঠাকুর পেয়েছি। তুমি বিদুরকে ব'লেছিলে, এই যে—

পরম মহৎ তুমি সংসার ভিতরে।
তব তুল্য ধর্ম্মশীল নাহি চরাচরে॥

ভক্তধন আমি থাকি ভক্তের অধীনে।
অধিক নাহিক প্রীতি ভক্তজন বিনে॥
মেরুতুল্য রত্ন যদি ভক্তিহীনে দেয়।
তাহাতে আমার তুষ্টি কিঞ্চিৎ না হয়॥
অল্প বস্তু দেয় যদি ভক্তিপুরঃসরে।
তাহাতে যতেক তুষ্টি কে কহিতে পারে॥

এই ত ঠাকুর ব'লেছিলে! আমি গরীব দুঃখী ভিখারী লোক, যা কিছু আজ পেয়েছিলুম, তোমায় দিয়েছি ঠাকুর। দয়াময়! এতেই সন্তুষ্ট হও, রাগ ক'রো না ঠাকুর!

আহা! কখনও তো রাঁধি নি—এখন রাঁধ্‌তেও ভাল পারি না ঠাকুর! কি রান্না হয় তা তুমিই জান। সকলেই চ'লে গেছে, ঠাকুর! আমি কি ক'রবো? সকলেই স্বেচ্ছায় চ'লে গেছে, কেবল একজন অনিচ্ছায় এ বাড়ী ত্যাগ ক'রে গেছে—সে আমার স্ত্রী। সেই বিন্দে বেটার কথা শুনে—তাকে আমি অনেক দুঃখ দিয়েছি। এখন ঠাকুর সেও যদি থাক্‌তো, তা হ'লে রান্নাটা একটু ভাল হ'তো! তা কি ক'রবো, এখন তুমি আমায় একটু একটু সাহায্য ক'র, তা হলেই হবে। ওঃ! অনেক রাত হ'য়েছে! ঠাকুর এখন তুমি একটু আরাম ক'রে ঘুমোও। আর তোমায় এখন বিরক্ত ক'র্‌বো না। লক্ষ্মীঠাকরুণটী মুখখানা ভার ক'চ্ছেন। হাঃ হাঃ হাঃ! ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে! থাক ঠাকরুণ, তুমি তোমার ঠাকুর নিয়ে থাক—ঘুমোও, এখন আর বিরক্ত ক'রবো না। গঙ্গাস্নান ক'রে এসে—সেই সকাল বেলায় তোমার পূজো করবো। যাই—আর একটু পূজো করেই যাই। নমো লক্ষ্মৈ নমঃ। নমো নারায়ণায় নমঃ। নমো লক্ষ্মীনারায়ণাভ্যাং নমঃ।"

যে সময় উপেন্দ্র ভাবে তন্ময় হইয়া এই সব কথা কহিতেছিলেন,

ঠিক সেই সময় দেবী সুহাসকে লইয়া বাতায়ন-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সমস্ত দেখিতেছিলেন।

রত্ন-সিংহাসনে সংস্থাপিত বিগ্রহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, দেবীও তখন ভাবে বিভোর হইয়া গিয়াছিলেন। মনে মনে ভাবিতেছিলেন—"লীলাময় প্রভু, তোমার লীলা বোঝা ভার। তুমি মহাপাপীকে সাধক ক'রেছ,—অজ্ঞানকে অমূল্য জ্ঞান প্রদান ক'রেছ, তোমার অসাধ্য কি আছে! তুমি ইছা ক'র্‌লে মুহূর্ত্তমধ্যে সমস্ত পৃথিবী রসাতলে দিতে পার। মনুষ্যকে পশু, পশুকে মনুষ্য ক'র্‌তে পার। ইচ্ছা করিলে তুমি চন্দ্রকে সূর্য্য, সূর্য্যকে চন্দ্র ক'র্‌তে পার। অত্যুচ্চ হিমালয়কে অতল সমুদ্রে পরিণত ক'র্‌তে পার। প্রভু তোমার অসীম অনন্ত লীলা—দেবতারাই বুঝ্‌তে পারেন না—ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র নগণ্য মনুষ্য আমরা আর কি বুঝ্‌ব! তোমার চরণে কোটী কোটী প্রণাম।"

স্বামীর এইরূপ অসম্ভব পরিবর্ত্তন দর্শন করিয়া, সুহাস আপনার চক্ষুকে আপনিই বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। "এ যে স্বপ্নাতীত—ধারণাতীত—কল্পনাতীত পরিবর্ত্তন! এই কি সেই তিনি! ইনি যে মহাপুরুষ—মহাসাধক—মহাভক্ত! আমার স্বামীর অন্তরে যে ভক্তির লেশমাত্র ছিল না। তিনি যে ঠাকুর তোমাকে সোণার পুতুল ব'ল্‌তেন। কত উপহাস ক'র্‌তেন। আজ তিনিই কি না তোমার ধ্যানে উন্মত্ত হয়েছেন! লীলাময়! এ আবার তোমার কেমন লীলা?"

সুহাসের প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিল—এত দিনের সংযম—এত কালের সাধনা মুহূর্ত্তমধ্যে কোথায় ভাসিয়া গেল। তাহার মনে হইতে লাগিল—সে একবার ছুটিয়া গিয়া স্বামিপদে লুণ্ঠিত হইয়া বলে—"ওগো মহাপুরুষ দেবতা, তোমার সুহাস মরে নাই—তোমায় ত্যাগ করে নাই!" কিন্তু দেবীর আদেশ ব্যতীত সুহাস তাহা পারিল না।

উপেন্দ্র যখন পুনরায় পূজায় রত হইলেন, দেবী তখন সুহাসকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক কোমলকণ্ঠে কহিলেন —"বাছা! তোমার প্রতি ঠাকুরের অসীম কৃপা!" উপেন্দ্র শিহরিয়া উঠিলেন। হঠাৎ দেবীকে দর্শন করিয়া ভক্তিভরে প্রণাম পূর্ব্বক করযোড়ে কহিলেন—"মা, মা, তুমি কে? তুমি কি সেই মহাসতী ভগবতী, না হরিপ্রিয়া লক্ষ্মী সরস্বতী—কে মা তুমি?"

দেবী। বাছা, আমি দেবী নহি, সন্ন্যাসিনী বেশে সামান্যা মানবী। ঠাকুরের আদেশেই তোমার কাছে এসেছি।

উপেন্দ্র। ঠাকুরের আদেশ—কোন ঠাকুর? শিব, ব্রহ্মা না বিষ্ণু, না ইন্দ্র—কোন ঠাকুর মা? কোন ঠাকুর তোমায় পাঠিয়েছেন? আমার ঠাকুরের রান্না ভাল হয় না ব'লে কি তিনি তোমায় পাঠিয়েছেন? তা বেশ, থাকো মা এইখানে—ঠাকুরের রান্না টান্না ক'রে দিও?

দেবী। বাছা, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে! আর তোমায় রান্নার জন্যে ভাবতে হবে না।

উপেন্দ্র। তা ত হবেই না। ঠাকুর যখন তোমায় পাঠিয়েছেন, তখন আর আমার ভাবনা কি মা? তবে আমি বড় গরীব—জান্‌লে মা? কু-সংসর্গে পড়ে—কু-সঙ্গে মিশে জলের মত টাকাগুলো উড়িয়ে দিয়েছি। এখন সকলে আমায় পাগল ব'লে ঠাট্টা করে—তামাসা করে। আমিও এমনি কত লোককে ঠাট্টা তামাসা ক'রেছিলেম। এখন ভিক্ষা ক'রে আমায় খেতে হয়। কি ক'রে চল্‌বে, ঠাকুর কিছু ব'লে দিয়েছেন কি?

দেবী। বাছা, তোমার কিছুরই অভাব হবে না। ঠাকুরই সব চালিয়ে নেবেন। তুমি এইমাত্র তোমার পত্নীর কথা ভাব্‌ছিলে—ঠাকুর তাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

উদাসভাবে উপেন্দ্র দেবীর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

দেবী বলিলেন—"বাবা, তোমরা স্বামী-স্ত্রীতে একত্রে কায়মনে ঠাকুরের সেবা কর, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। সংসারে থেকে পুত্র-পৌত্র নিয়ে ধর্ম্ম-কর্ম্মে মন দাও—ঠাকুর তোমায় সুমতি দিয়েছেন। সংসারে তুমি বড়ই সুখী হবে।"

দেবী সুহাসকে ডাকিলেন। সুহাস গৃহে প্রবেশ করিল। উপেন্দ্র সুহাসকে দেখিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

দেবী সুহাসকে উপেন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া কহিলেন—"মা! সকলই প্রত্যক্ষ ক'র্‌লে। আশীর্ব্বাদ করি তোমরা সুখী হও। দেব-সেবায়, অতিথিসেবায় তোমাদের জীবন উৎসর্গ কর। আর মা; প্রভুর আদেশ আছে, তিনি শীঘ্রই তোমাদের ইষ্টমন্ত্রে দীক্ষিত ক'রবেন। আমায় এখন বিদায় দাও।"

আনন্দময়ী প্রস্থান করিলেন। সুহাস ধীরে ধীরে একটী নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ঠাকুরকে ও তাহার স্বামীকে প্রণাম করিল।

উপেন্দ্র এতক্ষণ সুহাসের মুখপানে চাহিয়াই ছিলেন। এইবার তিনি কথা কহিলেন। বলিলেন—"সকলেই আমায় ত্যাগ ক'রেছে—তুমি আমায় ত্যাগ ক'রো না। এস, আমরা দেবীর আদেশ পালন করি। তুমি রাঁধ্‌তে পার্‌বে?"

সুহাস। পারবো।

উপেন্দ্র। আচ্ছা বেশ! ঠাকুর আমার কষ্ট দেখেই তোমায় পাঠিয়েছেন। আমি ভিক্ষা ক'রে এনে দেব—তুমি রাঁধবে। আমি পূজো করবো—তুমি নৈবেদ্যি সাজিয়ে দেবে। তার পর দু'জনে মিলে পূজো করবো। দেখ, দেখ—ঐ দেখ—ঠাকুর হাস্‌ছেন। আর লক্ষ্মী

ঠাকরুণ বিরক্ত হচ্ছেন—ঘুমুতে পাচ্ছেন না। চল, চল, আমরাও ঘুমুতে যাই। ঠিক হয়েছে, না? ওঁরাও দু'জন—আমরাও দু'জন! বাঃ, এই তো ঠিক।"

উপেন্দ্র পুনরায় বলিতে লাগিলেন—"ঠাকুর—ঠাকুর, নারায়ণ, আর আমার ভাবনা কি—আর আমার ভয় কি? আমার স্ত্রী—আমার গৃহলক্ষ্মী আবার ফিরে এসেছে। আমি তাকে বড়ই তুচ্ছ ক'রেছিলেম ঠাকুর! এখন থেকে দেখ্‌বে—আমি তাকে কত ভালবাস্‌বো। সুহাস, তুমি দেখো—আমি তোমায় কত ভালবাসবো। ঠাকুর আমায় ভালবাসা শিখিয়েছেন। বল বল সুহাস—আমার কথার উত্তর দাও। ওহো! তুমিও কি আমায় পাগল মনে কচ্ছ?—না না, আমি পাগল নই। দেবীর আদেশ অমান্য করবো না। দেখ—আমি কত ভালবাসা শিখেছি। এখন বুঝেছি—তুমি ভিন্ন আমার আর কেউ নেই। সুহাস! কথা কও; চুপ ক'রে রইলে কেন?"

সুহাস এ যাবৎ একটা কথা কহিবারও অবকাশ পায় নাই। এক্ষণে অবসর পাইয়া কহিল—"আমি তো চিরদিনই তোমার দাসী—তোমার সেবিকা।"

উপেন্দ্র কহিলেন—"বেশ বেশ! তবে এস—আমরা দু'জনে ঠাকুর সেবায় জীবন উৎসর্গ করি। অতিথিসেবায়—দীন দরিদ্রের দুঃখ-মোচনে আমরা প্রাণপাত করি। এস সুহাস, এস আমরা স্বামী-স্ত্রীতে আজ এই শুভদিনে একবার ঠাকুরের চরণে প্রণাম করি।"

সুহাস নীরবে স্বামীর আদেশ পালন করিল—উভয়ে মিলিয়া লক্ষ্মী-নারায়ণকে প্রণাম করিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

মন্দার সংসারে পূর্ব্বে যেটুকু অভাব ছিল, এক্ষণে তাহা আর নাই। পূর্ব্বে তিনি স্বামীর যেটুকু ভালবাসা, যেটুকু আদর-যত্ন পাইতেন, এক্ষণে তাহা অপেক্ষা শতগুণে বেশী ভালবাসা—বেশী আদর-যত্ন পাইয়া থাকেন। সংসারের অবস্থা দিনে দিনে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। ভাগ্য-লক্ষ্মী তাঁহার সংসারে আবার নূতনভাবে বিরাজ করিতেছেন। মন্দার এখন সুখের সীমা পরিসীমা নাই। তাঁহার সংসারে আর কোন অভাব নাই।

এইরূপে পাঁচটি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, ইহার মধ্যে মন্দা আর একটী পুত্র সন্তান লাভ করিয়াছেন। তিনি বলিতেন—"বেজু আমার দুঃখের দশা দেখে পালিয়েছিল, আবার ফিরে এসেছে।" তাই তিনি পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন—'হারাধন'। হারাধন এক্ষণে দুই বৎসরের বালক—সকলের নয়নের মণি! সুবর্ণের বয়স বার বৎসর। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাহার অযত্নসুলভ রূপলাবণ্যও শতধা উথলিয়া পড়িতেছে। সংসারের সকলেই তাহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসে। তাহার সেই ব্রীড়া-সঙ্কুচিত বিনম্র ভাব, মনোমুগ্ধকর রূপরাশি দেখিতে দেখিতে রমণীবাবু মনে মনে বলিতেন—"মা মা, তুই কে মা? তুই কি সেই জলধিতনয়া হরিপ্রিয়া লক্ষ্মী না হরমনোরমা মহাদেবী ভগবতী? তুই কে মা? এত রূপ, এত গুণ, এমন কোমল হৃদয় কি সামান্য মনুষ্য-যোনিতে সম্ভবে?"

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সুবর্ণের যেমন রূপগুণের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে,

তেমনি তাহার বিনয়নম্র ব্যবহার এবং মন্দাকিনীর প্রতি আব্দারও বাড়িয়াছে। "মা, মাগো—অ-মা" বলিয়া সুবর্ণ যখন মন্দাকে মধুরকণ্ঠে ডাকিত, তিনি জগৎসংসার ভুলিয়া যাইতেন, ভাবিতেন—"লোকে এই জন্যই বোধ হয় কন্যার কামনা করে। 'দশপুত্রসমা কন্যা' কথাটী বড় মিথ্যা নয়। কন্যার তুল্য আদর যত্ন পুত্রে ক'র্‌তে পারে না। সুবর্ণ আমার বড় স্নেহের—বড় আদরের মেয়ে। আহা, মা আমার আর ক'দিনই বা আমার কাছে থাকবে?"

রাজেন্দ্র ষোড়শবর্ষীয় যুবক। গত বৎসর এণ্ট্রান্স্ পাশ করিয়া সে এখন কলেজে পড়িতেছে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সুবর্ণের যেমন কতকগুলি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, যুবক রাজুর তেমনটি হয় নাই। সে এখনও কলেজ হইতে আসিয়া 'মা মা' বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে মাতার নিকটে বালকের ন্যায় ছুটিয়া আসে—'মা ক্ষিদে পেয়েছে' বলিয়া তাঁহার পিছু পিছু যায়। হারাধনকে এখনও সে পূর্ব্বের ন্যায় রাগাইতে—কাঁদাইতে—হাসাইতে থাকে এবং সময় সময় তাহাকে লইয়া খেলা করে। কখনও বা তাহাকে অত্যন্ত রাগাইবার অভিপ্রায়ে "আমার মা, আমার মা—যা দুষ্টু, তোর মা নয়" বলিয়া মাতাকে জড়াইয়া ধরে, কখনও তাঁহার ক্রোড়ে গিয়া বসিয়া পড়ে। বালক কিন্তু এতটা বুঝিত না—পাছে মাতা বেদখল হয় ভাবিয়া, তাহার সুকোমল হস্তদ্বারা দাদাকে ধরিয়া প্রথমে টানিতে থাকে, পরে প্রহার—অবশেষে ক্রন্দন আরম্ভ ক'রে। সকলে দেখিয়া হাসে। হারাধন কাঁদিলেই রাজু তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লয়—শত শত চুম্বন করিয়া "না ভাই" "না দাদু" বলিতে বলিতে মাতার ক্রোড়ে বসাইয়া দেয়। মন্দা দেখিয়া হাসিতে থাকেন।

মাতার নিকটেই রাজুর যত কিছু আব্দার। পিতাকে দেখিলে শত অপরাধীর ন্যায় অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া থাকিত। তিনি যাহা বলিতেন,

সাগ্রহে শুনিয়া অতি মৃদুভাবে তাহার উত্তর দিত। নিজের কোন অভাব অভিযোগের কথা মন্দাকে জানাইত। কখন বা বলিত—"মা, বাবাকে ব'লে দেখ না, কি বলেন?"

রাজু বাহিরে সকলের সঙ্গেই অতি সৌজন্যের সহিত বয়সোচিত বিনয় নম্র ব্যবহার করিত, কিন্তু মন্দাকিনীর কাছে আসিলেই সে বালকে পরিণত হইত। সে সুবর্ণের সহিত পূর্ব্বের ন্যায় কথাবার্ত্তা কহিত, কিন্তু সুবর্ণ তাহাকে দেখিলে স্বভাব-সুলভ লজ্জায় মস্তক অবনত করিত এবং কথা কহিবার সময় তাহার স্বাভাবিক সুমধুর কথাগুলি অতি ধীরে ধীরে বলিয়া যাইত। রাজু কলেজে চলিয়া গেলে সুবর্ণ তাহার পুস্তকগুলি গুছাইয়া রাখিত। যখন যাহা আবশ্যক, অনুমান করিয়া টেবিলের কাছে রাখিয়া দিত। রাজুর খুটিনাটি কাযগুলি সুবর্ণই করিয়া রাখিত, মন্দাকে কিছুই বলিতে হইত না।

আনন্দ নিত্যই আসিত। বঙ্কু মধ্যে মধ্যে আসিত—যাইত। মন্দার একান্ত অনুরোধে আনন্দ অনেক দিন হইল বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে। ইতিমধ্যে একটী পুত্র সন্তানও লাভ করিয়াছে। বলিতে ভুলিয়াছি, আনন্দের অনুরোধে রমণীবাবু সেই পাড়াতেই বড় রাস্তার ধারে একখানি বাটী খরিদ করিয়াছেন। এই বাটীতেই তিনি ডাক্তারখানা খুলিয়াছেন। মন্দাকিনী সময় পাইলেই আনন্দের বাড়ী যাইতেন।

স্বামীর উপযুক্ত স্ত্রী না হইলে বিবাহে মালিন্য থাকিয়া যায়, কাযেই তাহা সুখকর হয় না। তাই বুঝি আনন্দ যেমন সরল, পরোপকারী ও ধার্ম্মিক, বিধাতা তাহাকে তদনুরূপ পত্নী দান করিয়াছেন।

যুবতী ভার্য্যা ও শিশু পুত্রটীকে লইয়া আনন্দ এক্ষণে নিত্য নূতন আনন্দে ভাসিয়া চলিলেও দিদিকে ভুলিতে পারে নাই। দিনের মধ্যে অন্ততঃ একবারও দিদি দিদি করিয়া আনন্দ মন্দার নিকটে আসিত

এবং পূর্ব্বের ন্যায় বারংবার তাঁহাকে প্রণাম করিত। "দিদি, আজ গেলে না। বউ তোমায় ডেকেছে যেও।" বলিয়া বধূর নামে অভিযোগ করিয়া তাঁহাকে হাসাইত, নিজেও হাসিত। কখন বা হারাধনকে লইয়া ডিস্‌পেন্‌সারিতে গিয়া রমণীবাবুর সহিত গল্প খুড়িয়া দিত।

রমণীবাবুর বাড়ীখানি দ্বিতল ও দুই মহল। নীচে তিনখানি ঘর। মধ্যের খানি হল ঘর, তাহার দুইপার্শ্বে দুইখানি ঘর। একখানিতে ঔষধ প্রস্তুত হইত, অপর খানিতে রমণীবাবু রোগী দেখিতেন। উপরেও তিনখানি ঘর। একখানি বৈঠকখানা, অপর দুইখানির একখানি রমণীবাবুর বিশ্রামগৃহ। শ্রান্তক্লান্ত দেহে রোগী দেখিয়া ফিরিলে তিনি এই গৃহে আসিয়া বিশ্রাম করিতেন। ধূমপান করিতে করিতে মন্দার সহিত সাংসারিক কথোপকথন করিয়া লইতেন। অপরখানি রাজেন্দ্রের পড়িবার ঘর। সে এই ঘরে বসিয়া গৃহ-শিক্ষকের নিকট পড়িত।

রমণীবাবুর নাম ডাক এখন আরও অধিক হইয়াছে। গাড়ী-ঘোড়া কিছুরই অভাব নাই। কলিকাতার ধনকুবেরগণের অধিকাংশই এখন তাঁহাকে ডাকিয়া থাকেন। এক একদিন এত অধিক ডাক হয় যে, তিনি সকল জায়গায় যাইতেই পারেন না। এমন কি, স্নানাহারের সময়টুকুও সেদিন তাঁহার ভাগ্যে যোটে না।

মন্দা প্রতিবৎসর মহাসমারোহে অন্নপূর্ণা পূজা করিয়া থাকেন। দীন দুঃখী কাঙ্গালদিগকে অন্নবস্ত্র দান করেন। রমণীবাবু তাঁহার অকাতর দান দেখিয়া ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিতেন—"ওগো, দেখ, যেন দেউলে ক'রে দিও না।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

সুবর্ণ ক্রমে বড় হইতেছে, আর বিবাহ না দিলে চলে না। এ যাবৎ যে সকল সম্বন্ধ আসিয়াছে, মন্দার তাহা পছন্দ হয় নাই। তাঁহার ইচ্ছা—"আমার সুবর্ণ যেমন লক্ষ্মী, তেমনি একটী নারায়ণ চাই। কাল কুৎসিত হ'লে চল্‌বে না। না, তা হবে না। যতদিন না ভাল বর পাওয়া যাবে—আমি মেয়ের বিয়ে দেব না।"

আজ সুবর্ণের চুল বাঁধিয়া দিতে দিতে মন্দা ভাবিতেছেন—"আহা, মা আমার জন্মদুঃখিনী! না জানি কেমন ঘরে গিয়ে পড়্‌বে। এমন সোণার প্রতিমাখানি স্বামিসুখে সুখী হবে কি না, শ্বশুর শাশুড়ীর সুনজরে পড়্‌বে কি না, কে জানে। আবার তারা হয় তো আমায় পর ব'লে বউ পাঠাবে না। যদি না পাঠায়, আমি কি কর্‌বো।"

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মন্দার অন্তরে বড়ই দুঃখ হইল। তখন সুবর্ণের কবরী-বন্ধন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল, ঠিক সেই সময় রাজু কলেজ হইতে ফিরিয়া "মা, মা" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সুবর্ণ হারাধনকে লইয়া খেলা করিতেছিল। মাঝে মাঝে একটী রবারের বল দূরে নিক্ষেপ করিয়া ইঙ্গিতে দেখাইয়া দিয়া বলিতেছিল—"আন—নিয়ে এস।"

বালক টলিতে টলিতে পড়িতে পড়িতে গিয়া তাহা আনিতেছিল। দুই একবার সেটী উদরসাৎ করিবারও চেষ্টা করিতেছিল। রাজেন্দ্রের সাড়া পাইয়াই ছুটিয়া গিয়া সুবর্ণকে জড়াইয়া ধরিল।

রাজু আসিয়া স্বর্ণের হস্তস্থিত বলটী লইয়া ঈষৎ হাস্য সহকারে কহিল—"হারু কি কুকুর না কি স্বর্ণ? আয় দুষ্ট কুকুর" বলিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া কহিল—"কুকুর নিবি হারু?"

পরে মন্দার সহিত দুই চারিটী কথা কহিয়া রাজু হারুকে লইয়া কুকুর দেখাইতে চলিল।

মন্দাকিনী স্বর্ণের চুল বাঁধা শেষ করিয়া তাহার কপালে একটী টিপ পরাইয়া দিলেন। তাহাতে তাহার সেই ছোট কপালখানি দেখিতে এতই সুন্দর হইয়াছিল যে, তিনি নীরবে কিছুক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মনে মনে বলিলেন—"আহা, কি সুন্দর! এই রত্ন, আমরা পরের ঘরে বিলিয়ে দিবার জন্য এত ব্যস্ত হ'য়েছি।" পরে স্বর্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"হ্যাঁ স্বর্ণ, তোর বিয়ে হ'লে তুই তো শ্বশুর বাড়ী চ'লে যাবি—আমি একলা ঘরে কি ক'রে থাকব?"

স্বর্ণ কহিল—"না মা—আমি আর কোথাও যাব না, তোমার কাছেই থাক্‌বো।"

বাধা দিয়া মন্দা কহিলেন—"ছিঃ মা ও কথা কি বল্‌তে আছে? পাগল! মেয়ে মানুষ—"বলিতে বলিতে তাঁহার প্রাণের মধ্যে হঠাৎ ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। কে যেন অজ্ঞাতসারে তাঁহার অন্তরে একটা আঘাত করিয়া বলিয়া দিল—"হ্যাঁ হ্যাঁ—স্বর্ণ এ কথা ব'ল্‌তে পারে,—তুমি ইচ্ছা ক'র্‌লে সে চিরদিনই তোমার কাছে থাক্‌তে পারে।"

মন্দা আর থাকিতে পারিলেন না—সংবাদটী স্বামীকে দিবার জন্য তাঁহার মন নাচিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি স্বর্ণের চুল বাঁধার সরঞ্জামগুলি গুছাইয়া রাখিয়া একেবারে তিনি রমণীবাবুর বিশ্রামগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

রমণীবাবু তখন ডিস্‌পেন্‌সারিতেই ছিলেন। সাড়ে তিনটা হইতে

সাড়ে চারটা পর্য্যন্ত তিনি রোগীদিগকে ঔষধ ও পথ্যাদির ব্যবস্থা করিয়া দিয়া থাকেন। মন্দার খবর পাইয়া তিনি তাড়াতাড়ি রোগীর ঔষধ—পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া বিশ্রামগৃহে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন—জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া মন্দাকিনী তামাক সাজাইয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ পূর্ব্বক পাখা দিয়া বাতাস করিতেছেন। রমণীবাবু হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"আ—হা—হাঃ—কর কি? তামাকটা পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল যে!"

মৃদু হাসিয়া মন্দাকিনী কহিলেন—"যায় তো আর কি হবে? না হয় আরো পাঁচ ছিলিম দেব।"

রমণী। আজ যে পাঁচ ছিলিমের ব্যবস্থা ক'র্‌ছো—ব্যাপার কি? পাঁচ ছিলিম তামাক দিয়ে কিছুক্ষণ গল্প করতে চাও না কি?

মন্দা। তা আর হয় কই? এই এক ছিলিমেরই কতকটা রেখে দাও, তাতেও সময় পাও' না। নাও—জল খাও, একটা কথা আছে।

জলযোগে বসিয়া রমণীবাবু বলিলেন—"হুঁ—যখন পাঁচ ছিলিমের ব্যবস্থা করেছ, তখনই বুঝেছি—মস্ত বড় কথা। ইস্—এ দিকের ব্যবস্থাও যে গুরুতর!"

মন্দা। রোজই তো ঐ কথাটা ব'ল্‌বে! এখন শোন—সুবর্ণের বিয়ের একটা সম্বন্ধ স্থির ক'রেছি। এখন তোমার অনুমতি হ'লেই হয়।

রমণী। কোথায় স্থির ক'চ্ছো—আমি তো কিছুই জানি না। আমার ইচ্ছা ছিল—মাকে ধনীর ঘরে দেব।

মন্দা। আমার ইচ্ছা, মাকে আপন ঘরেই রাখি। 'কোথায় কার বাড়ী যাবে! হ্যাগা,—আমার রাজুর সঙ্গে সুবর্ণের বিয়ে দিলে হয় না? বল না, মুখের দিকে চেয়ে রইলে যে?

রমণী। সে কি মন্দা—এত অল্প বয়সেই ছেলের বিয়ে দেবে?

মন্দা। তাতে দোষ কি? তুমি ভাব্‌ছ—বিয়ে হ'লে ছেলে লেখা পড়া ছেড়ে দেবে? না না, সে ভয় নেই—সে ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না। আমার বড় ইচ্ছে হচ্ছে যে, সুবর্ণের সঙ্গেই রাজুর বিয়ে হয়, ঘরের মেয়ে ঘরেই থাকে। তা যাই বল---অমন নিখুঁত সুন্দরী বউ এর পর তুমি পাবে না।

রমণীবাবু কি বলিতে যাচ্ছিলেন, বাধা দিয়া মন্দা কহিলেন—"শোন আগে আমার কথাগুলো, তার পর যা হয় ব'লো। হ্যাঁ, বল্‌ছিলেম কি—যদিও তুমি সুন্দরী বউ পাও—সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সুলক্ষণা হবে কি না সন্দেহ। বউ যদি খারাপ হয়, সংসারে সুখ হবে না। কিন্তু সুবর্ণের সঙ্গে বিয়ে দিলে আমার কোনই ভাবনা থাক্‌বে না! যদি মরে টরে যাই—তবে হারুকেও মানুষ ক'ত্তে পারবে, অপরে কি তা ক'র্‌বে? সুবর্ণ আমার বড় লক্ষ্মী মেয়ে, মা ব'লতে আমায় অজ্ঞান হয়। এইবার বল—তুমি কি বল্‌ছিলে? নাও—তামাক খাও।"

মন্দা তাঁহার হস্তে নলটী তুলিয়া দিলেন। তিনি নীরবে কিছুকাল ধূমপান করিয়া পরে কহিলেন—"কোনই আপত্তি ছিল না। তবে কি জান—সুবর্ণের সঙ্গে রাজুর মানাবে কি?"

মন্দা। খুব মানাবে। সুবর্ণ রাজুর চেয়ে পাঁচ বৎসরের ছোট। বেশ মানাবে। সেজন্য তোমায় ভাবতে হবে না। ছেলে আমার এখনও মা মা ব'লে ছুটে এসে কোলে বসে,—তুমি কি দেখ নি? আর সুবর্ণকে আমি মানুষ করেছি—সবই জানি।

বাধা দিয়া রমণীবাবু কহিলেন—"ওঃ তুমি তো খুব ঘট্‌কালি ক'রতে পার? কেমন লইয়ে লইয়ে কথাগুলো ব'লছো। আচ্ছা তাই হ'ক। তোমার ইচ্ছেই পূর্ণ হ'ক। তোমার যখন ছাত্রী, তখন আর ভাবনা কি?"

উপসংহার।

শুভদিনে রাজুর সহিত সুবর্ণের বিবাহ হইয়া গেল। মন্দাকিনী আনন্দসাগরে ভাসিলেন। তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই হইল—রাজু অতি প্রশংসার সহিত বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডাক্তারী পড়িতে আরম্ভ করিল। ঠিক যে বৎসর সে ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল—সেই বৎসর সুবর্ণও একটী পুত্র সন্তান প্রসব করিয়া মন্দার আনন্দপূর্ণ সংসারকে অধিকতর আনন্দিত করিল। তিনি পৌত্রের নাম রাখিলেন—অমলেন্দু-নাথ। রাজেন্দ্র কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া সুনামের সহিত পৈতৃক পসার রক্ষা করিতে লাগিল, রমণীবাবু দেখিয়া শুনিয়া কার্য্য হইতে যথা সম্ভব অবসর গ্রহণ করিলেন, এবং পৌত্র অমলেন্দুকে লইয়া আমোদে দিন কাটাইতে লাগিলেন। শেষ বয়সে তিনি মন্দার সহিত যথেষ্ট ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিয়াছিলেন।

সদানন্দ ঠাকুর যথাসময়ে আসিয়া উপেন্দ্র ও সুহাসকে দীক্ষিত করিয়া গেলেন। তাঁহারা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে ভক্তি সহকারে ঠাকুরের সেবা করিতে লাগিলেন। ঠাকুরের আশীর্ব্বাদে উপেন্দ্র একটী পুত্র ও একটী কন্যা সন্তান লাভ করিলেন। পুত্রের নাম সুকুমার। কন্যার নাম—আশালতা। যে ব্যাঙ্ক ফেল পড়ায় উপেন্দ্র সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন, সেই ব্যাঙ্ক হইতে পত্র আসিল—পুনরায় তাহার কার্য্য চলিতেছে এবং যখন ইচ্ছা তিনি তাঁহার প্রাপ্য টাকা লইতে পারেন। উপেন্দ্রের আনন্দের সীমা রহিল না। গচ্ছিত অর্থের আয় হইতেই তাঁহার সংসার পূর্ব্বের ন্যায় চলিতে লাগিল। পুনরায় দাসদাসী সব হইল। সংসারে থাকিয়াও তিনি দিবসের অধিকাংশ সময় ঠাকুর দালানেই অতিবাহিত করিতেন। সুহাস তাঁহার কাছে কাছেই থাকিত। ধনে জনে উপেন্দ্রের গৃহ ক্রমে আনন্দ বাজারে পরিণত

হইল। অবশেষে তিনি পুত্র-পৌত্রাদি রাখিয়া সংসার ছাড়িয়া সুহাসের সহিত কাশীতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

কাশীধামে একবার অন্ন-বস্ত্রাদি দানকালে একটী কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্তা রমণীকে দেখিয়া তাঁহারা সাতিশয় বিস্মিত হইলেন। ইনিই আমাদের পূর্ব্বপরিচিতা তারাসুন্দরী! তারাসুন্দরীর এই অসম্ভব পরিবর্ত্তন দর্শনে ভয়ে তাঁহারা শিহরিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"উঃ! কে বলে পাপপুণ্যের বিচার নাই। এই তো আমাদের মামী, ইঁহার কিছুরই তো অভাব ছিল না; ধর্ম্মভ্রষ্টা হওয়াতেই তো ঠাকুর ইঁহাকে এই সাজা দিয়াছেন।"

উপেন্দ্র তাঁহার থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া ধর্ম্ম-কর্ম্মাদি পরকালের কার্য্য করিতে উপদেশ দিলেন।

আনন্দের সংসার আনন্দেই চলিতে লাগিল। মন্দা আনন্দের বাটীতে এবং আনন্দ মন্দার বাটীতে যাইত-আসিত। আনন্দের পত্নীর নাম—কনকলতা। অম্বিকাসুন্দরী কনকের পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন—অমরনাথ। এই বালকের মায়াপাশ ছিন্ন করিতে না পারিয়াই তিনি কখন কোথায়ও যাইতে পারেন নাই।

মহাপাপী বিনোদ যে শাস্তি পাইয়াছিল, সদানন্দ ঠাকুরের কৃপায় সে তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিল বটে, কিন্তু পাপ-পথ পরিত্যাগ করিতে পারিল না। একদিন কোন কুমারী বালিকার প্রতি পাশবিক অত্যাচার করা অপরাধে রাজবিচারে তাহার কঠোর কারাদণ্ডের আদেশ হইল। বৃদ্ধা কামিনীসুন্দরী তাহার সাহায্য করিয়াছিল বলিয়া তাহাকেও রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইল।

রাজপুরুষগণ উভয়কে কারাগারে লইয়া গেল।

সম্পূর্ণ।